Bangladesh Bank
Officer (Cash) : 2023
Exam Held on : 18.08.2023

01. দুটি সংখ্যার অনুপাত ৩ ঃ ৫। সংখ্যাদ্বয়ের সাথে ১০ যোগ করলে অনুপাত ৫ ঃ ৭। সংখ্যাদ্বয় কত?

সমাধান:

ধরি, একটি সংখ্যা ৩x এবং অপরটি ৫x

প্রশ্নমতে, $\frac{৩x + ১০}{৫x + ১০} = \frac{৫}{৭}$

$\Rightarrow ২৫x + ৫০ = ২১x + ৭০$

$\Rightarrow ২৫x - ২১x = ৭০ - ৫০$

$\Rightarrow ৪x = ২০$

$\therefore x = ৫$

অতএব, সংখ্যাদ্বয় যথাক্রমে = ৩ × ৫ =১৫ এবং ৫ × ৫ = ২৫ (উত্তর)

02. একটি পণ্যের বিক্রয়মূল্য ১০% বাড়ানো হলো এবং বিক্রয় ৩০% কমে গেলো, প্রভাব কি হবে?

সমাধান: ধরি, পণ্যটির বিক্রয়মূল্য ১০ টাকা

এবং বিক্রয়ের পরিমাণ ১০ একক।

বিক্রয়মূল্য = ১০×১০= ১০০ টাকা

১০% বৃদ্ধিতে বিক্রয়মূল্য = $১০+১০\times\frac{১০}{১০০} = ১১$ টাকা

৩০% কমায় বিক্রয়ের পরিমাণ = $১০-১০\times\frac{৩০}{১০০} = ৭$ একক

নতুন বিক্রয়মূল্য = ১১×৭= ৭৭ টাকা

বিক্রয় কমে= (১০০ − ৭৭) টাকা = ২৩ টাকা

বিক্রয় শতকরা কমে = $\left(\frac{২৩}{১০০} \times ১০০\right)\% = ২৩\%$ (উত্তর)

03. একটি ট্রেন ১ম স্টেশনে $\frac{১}{৩}$ যাত্রী নামলো এবং ২৮০ জন উঠলো। ২য় স্টেশনে $\frac{১}{২}$ নামলো এবং ১২ জন উঠলো। বর্তমানে ২৪৮ যাত্রী থাকলে প্রথমে কত ছিলো?

সমাধান: ধরি, প্রথমে ট্রেনের যাত্রী ছিল x জন।

$\therefore$ ১ম স্টেশন পর যাত্রী সংখ্যা হবে $= x - \frac{x}{৩} + ২৮০ = \frac{৩x - x}{৩} + ২৮০ = \left(\frac{২x}{৩} + ২৮০\right)$ জন।

আবার, ২য় স্টেশনে যাত্রী নামার পর যাত্রী হবে $= \left(\frac{\frac{২x}{৩} + ২৮০.}{২}\right) + ১২ = \frac{২x}{৩\times২} + \frac{২৮০}{২} + ১২ = \left(\frac{x}{৩} + ১৫২\right)$ জন

প্রশ্নমতে, $\frac{x}{৩} + ১৫২ = ২৪৮$

$\Rightarrow \frac{x}{৩} = ২৪৮ - ১৫২ = ৯৬$

$\therefore x = ৯৬ \times ৩ = ২৮৮$ জন

প্রথম যাত্রী ছিল ২৮৮ জন (উত্তর)

04. একটি পণ্যের ক্রয়মূল্যের উপর (লিখিত মূল্য) ২০% বাড়ানো হলো। সকল ডিসকাউন্টের পরেও ৮% লাভ থাকলো, ডিসকাউন্ট কত?

সমাধান: ধরি, ক্রয়মূল্য ১০০ক

২০% বৃদ্ধিতে লিখিত মূল্য = ১০০ক+১০০ক$\times\frac{২০}{১০০}$ = ১২০ক

৮% মুনাফায় বিক্রয়মূল্য = ১০০ক+১০০ক$\times\frac{৮}{১০০}$ = ১০৮ক

ডিসকাউন্টের পরিমাণ = ১২০ক − ১০৮ক

= ১২ক

শতকরা ডিসকাউন্ট = $\frac{১২ক}{১২০ক}\times১০০$= ১০% (উত্তর)

উল্লেখ্য, লিখিত মূল্যের উপর ডিসকাউন্ট দেয় বলে হর হিসেবে ১২০ক ধরতে হবে।

05. একটি আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য প্রস্থ অপেক্ষা ২ গুণ। প্রস্থ ৫ মিটার বাড়ালে এবং দৈর্ঘ্য ৫ মিটার কমালে আয়তক্ষেত্র ৭৫ বৃদ্ধি পায়। দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ কত?

সমাধান: ধরি, আয়তক্ষেত্রের প্রস্থ x মিটার এবং দৈর্ঘ্য ২x মিটার

অতএব, ক্ষেত্রফল = $২x^2$ বর্গমিটার

প্রশ্নমতে, $(x + ৫)(২x - ৫) = ২x^2 + ৭৫$

$\Rightarrow ২x^2 - ৫x + ১০x - ২৫ = ২x^2 + ৭৫$

$\Rightarrow ৫x = ৭৫ + ২৫ = ১০০$

$\therefore x = \frac{১০০}{৫} = ২০$

অতএব, আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য = ২ × ২০ = ৪০ মিটার এবং প্রস্থ = ২০ মিটার (উত্তর)

06. সাধারণ জ্ঞান :

a. দেশের সবচেয়ে বড় রাবার ড্যাম কোনিট?

উত্তর: চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

ব্যাখ্যা : বিশালাকৃতি প্লাস্টিক বা রাবারের সাহায্যে প্রয়োজনীয় বাতাস ভরে নদীতে বাঁধ বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়। এর ফলে নদীর একপাশের পানি অন্যপাশে যেতে পারে না। একেই বলে রাবার ড্যাম। দেশের সবচেয়ে বড় এবং দক্ষিণ এশিয়ার ১০ম বৃহত্তম রাবার ড্যাম নির্মাণ হচ্ছে চাঁপাইনবাবগঞ্জে। ভারত থেকে প্রবেশ করে পদ্মা নদীর সঙ্গে সংযোগ হওয়া মহামন্দা নদীতে জেলা শহরের রেহাইচর এলাকায় নির্মাণ হচ্ছে প্রকল্পটি। নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হলে নদীর দুই ধারের ৮,০০০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা বৃদ্ধি পাবে।

b. পরীক্ষামূলকভাবে কবে মেট্রোরেলের আগারগাঁও থেকে মতিঝিল পর্যন্ত চালু হয়?

উত্তর: ৭ জুলাই, ২০২৩ সালে।

ব্যাখ্যা : ৭ জুলাই, ২০২৩ শুক্রবার বিকেল সাড়ে ৪টায় আগারগাঁও স্টেশনের প্লাটফর্ম থেকে এমআরটি লাইন-৬ এর আগারগাঁও থেকে মতিঝিল পর্যন্ত পরীক্ষামূলক যাত্রার উদ্বোধন করেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের।

c. প্রথম সংবাদ পাঠিকার নাম Al in Bangladesh?

উত্তর: অপরাজিতা।

ব্যাখ্যা : ১৯ জুলাই, ২০২৩ বাংলাদেশে প্রথম খবর পড়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তির সংবাদ উপস্থাপক অপরাজিতা। এটি আয়াজন করে চ্যানেল ২৪।

d. মেট্রোরেলের বিশেষ পুলিশ?

উত্তর: Mass Rapid Tranist Police.

ব্যাখ্যা : মেট্রোরেল নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকারের বিশেষ পুলিশ বাহিনীর নাম Mass Rapid Tranist Police. মেট্রোরেল লাইন নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার ২৩১ জন পুলিশ সদস্যের একটি বাহিনী গঠনের অনুমোদন দিয়েছে। এ ইউনিটের নেতৃত্বে থাকবেন একজন উপমহাপরিদর্শক (ডিআইজি)। ইউনিটটি মেট্রোরেলের নিরাপত্তা ও ব্যবস্থাপনার তদারকি করবেন।

e. স্বাধীনতা ইশতেহার কবে ঘোষণা করা হয়?

উত্তর: স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠ করা হয় পল্টন ময়দানে ৩ মার্চ ১৯৭১ সালে এবং স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র জারি করা হয় মুজিবনগরে ১০ এপ্রিল ১৯৭১ সালে।

ব্যাখ্যা : ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ পল্টন ময়দানে 'স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' কর্তৃক 'স্বাধীনার ইসতাহার' পাঠ করা হয়। এই ইশতাহারে বঙ্গবন্ধু শেখ শেখ মুজিবকে 'জাতির জনক' হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়।

f. জাতীয় সংগীত কবে গ্রহণ করে?

উত্তর: ১৩ জানুয়ারি, ১৯৭২

ব্যাখ্যা : "আমার সোনার বাংলা....."। এ গানটির রচয়িতা ও সুরকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পরিপেক্ষিতে গানটি রচিত হয়েছিল। গানটিতে বাংলার প্রকৃতির কথা প্রধানভাবে স্থান পায়। ১৩১২ বঙ্গাব্দে (১৯০৫ সাল) 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার আশ্বিন সংখ্যায় গানটি প্রথম প্রকাশিত হয়। গানটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গীতবিতান' গ্রন্থের স্বরবিতান অংশভুক্ত। ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ তারিখে পল্টন ময়দানে ঘোষিত স্বাধীনতার ইশতেহারে এই গানকে জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে ঘোষণা করা হয়। ১৯৭২ সালের ১৩ জানুয়ারি তা গৃহীত হয়। ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে কার্যকর বাংলাদেশের সংবিধানে এই গানকে জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদা দেয়া হয়। এটি ছিল মূলত একটি কবিতা। ২৫ চরণ বিশিষ্ট এই কবিতার প্রথম ১০ চরণ বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত। তবে রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে প্রথম ৪ চরণ বাজানো হয়। গানটির ইংরেজি অনুবাদ করেন সৈয়দ আলী আহসান। বাংলাদেশের সংবিধানের ৪ অনুচ্ছেদে জাতীয় সঙ্গীত সম্পর্কে বলা হয়েছে।

g. নির্বাচন কমিশন কোন অনুচ্ছেদে?

উত্তর: ১১৮ নং অনুচ্ছেদ।

ব্যাখ্যা : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৭ম ভাগের ১১৮ নং অনুচ্ছেদে নির্বাচন কমিশন গঠনের কথা বলা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অনধিক চারজন নির্বাচন কমিশনারকে নিয়ে নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠিত হবে এবং মেয়াদকাল হবে পাঁচ বছর। বাংলাদেশের প্রথম নির্বাচন কমিশনার ছিলেন বিচারপতি মোহাম্মদ ইদ্রিস আলী। তিনি ৭ জুলাই, ১৯৭২ দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ৭ জুলাই, ১৯৭৭ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। তার অধীনেই বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন (৭ মার্চ, ১৯৭৩) অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের প্রথম নারী নির্বাচন কমিশনার বেগম কবিতা খানম। তিনি ২০১৭ সালে বাংলাদেশের প্রথম নারী নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বাংলাদেশের বর্তমান প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আউয়াল (১৩তম)।

h. রাষ্ট্রপতি কততম?

উত্তর: ২২তম

ব্যাখ্যা : ২৪ এপ্রিল ২০২৩ বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন মো. সাহাবুদ্দিন। রাষ্ট্রপতিকে শপথবাক্য পাঠ করান স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী। ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। তিনি অষ্টাদশ ব্যক্তি (২২তম) হিসেবে রাষ্ট্রপতির পদ অলংকৃত করেন।

i. সুখী দেশ ২০২৩?

উত্তর: ফিনল্যান্ড।

ব্যাখ্যা :

বৈশ্বিক সুখ প্রতিবেদন ২০২৩	
প্রকাশ	২০ মার্চ, ২০২৩
প্রকাশক	United Nations Sustainable Development Solutions Network (SDSN)
অন্তর্ভুক্ত দেশ ও অঞ্চল	১৩৭টি
সবচেয়ে সুখী দেশ	ফিনল্যান্ড (১ম)
সর্বনিম্ন অবস্থান	আফগানিস্তান (১৩৭তম)
বাংলাদেশের অবস্থান	১১৮ তম

j. জাতীয় শোক দিবস?

উত্তর: ১৫ আগস্ট।

ব্যাখ্যা : বাংলাদেশের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিবস নিম্নরূপ:

তারিখ	দিবস	তারিখ	দিবস
১০ জানুয়ারি	বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস	১৭ এপ্রিল	মুজিবনগর দিবস
২০ জানুয়ারি	শহীদ আসাদ দিবস	১৫ আগস্ট	জাতীয় শোক দিবস
১৭ মার্চ	জাতীয় শিশু দিবস	১৭ সেপ্টেম্বর	জাতীয় শিক্ষা দিবস
২৫ মার্চ	জাতীয় গণহত্যা দিবস	৪ নভেম্বর	সংবিধান দিবস
২৬ মার্চ	জাতীয় দিবস	১৬ ডিসেম্বর	বিজয় দিবস

k. নজরুলের ছেলেবেলার নাম?

উত্তর: দুখু মিয়া।

ব্যাখ্যা : কাজী নজরুল ইসলাম ১৮৯৯ সালের ২৪ মে (১১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬ বঙ্গাব্দ) পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ডাক নাম 'দুখু মিয়া'। বারো বছর বয়সে তিনি লেটোর দলে যোগ দেন এবং পালাগান রচনা করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ১৯১৭ সালে ৪৯ নং বাঙালি পল্টনে তিনি সৈনিক হিসেবে যোগ দেন। ১৯৪২ সালে ৪৩ বছর বয়সে 'পিকস ডিজিজ' নামক রোগে আক্রান্ত হন। ১৯৪৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাকে 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' এবং ১৯৬০ সালে ভারত সরকার তাকে 'পদ্মভূষণ' উপাধি দেয়। ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধুর উদ্যোগে কবিকে সপরিবারে বাংলাদেশে আনা হয়। ১৯৭৪ সালে 'জাতীয় কবি' ঘোষণা করা হয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 'ডি.লিট' পদক প্রদান করে। ১৯৭৬ সালে কবিকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব এবং একুশে পদক প্রদান করা হয়। ২৯ আগস্ট, ১৯৭৬ (১২ ভাদ্র, ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ) কবি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

l. ডেঙ্গু ভ্যাক্সিনের নাম?

উত্তর: ডেঙ্গভ্যাক্সিয়া।

ব্যাখ্যা : ১৯৯৭ সালে ফরাসি বহুজাতিক ফার্মাসিউটিক্যাল ও স্বাস্থ্যসেবা সংস্থা সেনোফি একটি ডেঙ্গু ভ্যাকসিন নিয়ে কাজ শুরু করে। এ প্রতিষ্ঠানটি বিশ্বে প্রথম ডেঙ্গুর টিকা বাজারে ছাড়ে। সনোফির ডেঙ্গভ্যাক্সিয়া নামের ভ্যাকসিনটি ৯ ডিসেম্বর ২০১৫ প্রথম মেক্সিকোতো অনুমোদন পায়। এরপর ১২ ডিসেম্বর, ২০১৮ ইউরোপীয় ইউনিয়ন অনুমোদন দেয়। ১ মে ২০১৯ মার্কিন খাদ্য ও প্রশাসন যুক্তরাষ্ট্রে ডেঙ্গভ্যাক্সিয়া ব্যবহারের অনুমোদন দেয়। অন্যদিকে, জাপানের ফার্মাসিউটিক্যাল জায়ান্ট তাকেদা ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি কিউডেঙ্গা নামের একটি ভ্যাকসিন তৈরি করে। ২২ আগস্ট ২০২২ ইন্দোনেশিয়া ভ্যাকসিনটির প্রথম অনুমোদন করে।

m. বৈশ্বিক শান্তিতে শীর্ষ কোন দেশ?

উত্তর: আইসল্যান্ড।

ব্যাখ্যা :

বৈশ্বিক শান্তি সূচক ২০২৩	
প্রকাশ	২৮ জুন, ২০২৩
প্রকাশক	Institute for Economics and Peace (Australia)
শিরোনাম	Global Peace Index 2023
অন্তর্ভুক্ত দেশ ও অঞ্চল	১৬৩টি
সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ দেশ	আইসল্যান্ড (১ম)
সর্বনিম্ন অবস্থান	আফগানিস্তান (১৬৩তম)
বাংলাদেশের অবস্থান	৮৮তম

n. সাক্ষরতার হার কত?

উত্তরঃ ৭৬.৪% ।

ব্যাখ্যা : বাংলাদেশের অর্থ সমীক্ষা ২০২৩ অনুসারে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নিম্নরূপ-

বাংলাদেশ অর্থসমীক্ষা ২০২৩	
জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার	১.৩%
জনসংখ্যার ঘনত্ব (বর্গ কিলোমিটার)	১১৫৩
শিশু মৃত্যু হার (প্রতি হাজারে)	২২
প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল (২০২১) (বছর)	৭২.৩
দারিদ্র্যের হার	১৮.৭%
চরম দারিদ্র্যের হার	৫.৬%
চলতি মূল্যে জিডিপি (কোটি)	৪৪,৩৯,২৭৩
স্থির মূল্যে জিডিপি (কোটি)	৩২,১৮,০৩১
স্থির মূল্যে জিডিপি বৃদ্ধির হার (%)	৬.০৩%
চলতি মূল্যে মাথাপিছু জিডিপি মা.ডলার	২,৬৫৭
চলতি মূল্যে মাথাপিছু জাতীয় আয় (মা.ডলার)	২,৭৬৫
শ্রমশক্তির হার	কৃষি : ৪৫.৩৩, শিল্প : ১৭.০২, সেবা : ৩৭.৬৫

o. বর্তমানে ইউনেস্কোর সদস্য দেশ কতটি?

উত্তরঃ ১৯৪টি

ব্যাখ্যা : United Nations Educational Scientific and Cultural Organization এর সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে UNESCO। ১৬ নভেম্বর ১৯৪৫-এ প্রতিষ্ঠিত UNESCO-এর সদর দপ্তর ফ্রান্সের প্যারিসে অবস্থিত। এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১৯৪টি।

07. বাংলা ফোকাসঃ তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার, সমস্যা ও সমাধান।

তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার, সমস্যা ও সমাধান

শিল্পবিপ্লবের পর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়ন পৃথিবীতে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে নজিরবিহীন উন্নতির ফলে গোটা বিশ্ব আজ গ্লোবাল ভিলেজে পরিণত হয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তি দূরকে এনেছে চোখের সামনে, পরকে করেছে আপন, আর অসাধ্যকে সাধন করেছে। তথ্যপ্রযুক্তি বর্তমান বিশ্বের সকল প্রকার উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মূল হাতিয়ার। যে জাতি তথ্যপ্রযুক্তিতে যত বেশি দক্ষ, তাদের সার্বিক অবস্থতাও তত বেশি উন্নত।

তথ্যপ্রযুক্তি: তথ্য সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ, ব্যবস্থাপনা এবং বিতরণের জন্য ব্যবহৃত প্রক্রিয়া ও পদ্ধতির সমন্বয়কে তথ্যপ্রযুক্তি বলা হয়। কম্পিউটিং, মাইক্রো ইলেকট্রনিক্স, টেলিকমিউনিকেশন ইত্যাদি বিষয় তথ্যপ্রযুক্তির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

তথ্যপ্রযুক্তির কয়েকটি বিশেষ দিক: ডেটাবেস উন্নয়ন প্রযুক্তি, সফটওয়্যার উন্নয়ন প্রযুক্তি, নেটওয়ার্ক, মুদ্রণ ও প্রোগ্রামিং প্রযুক্তি, তথ্যভান্ডার প্রযুক্তি, বিনোদন প্রযুক্তি, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি সবই তথ্যপ্রযুক্তির এক একটি উল্লেখযোগ্য দিক।

তথ্যপ্রযুক্তিতে আমাদের বর্তমান অবস্থান: গত দুই দশকে বিশ্বজুড়ে ঘটেছে অভাবনীয় সব পরিবর্তন। তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে মানুষ সময় ও নেতৃত্বকে জয় করেছে। বিশ্বকে এনেছে হাতের মুঠোয়। বাংলাদেশ ও তথ্যপ্রযুক্তির এ জীয়নকাঠির স্পর্শে ধীরে ধীরে জেগে উঠছে। গত দশ বছরে এদেশে তথ্যপ্রযুক্তির উল্লেখযোগ্য বিকাশ ঘটেছে। তথ্যপ্রযুক্তি যে বাংলাদেশের জন্যও সম্ভাবনাময় প্রযুক্তি, এ কথা আজ সবাই উপলব্ধি করছে। তরুণ সমাজ, বিশেষ করে স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপারে খুবই আগ্রহ প্রকাশ করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংক, বিসিসি, বিসিএস, নন- রেসিডেন্ট বাংলাদেশিদের সংগঠন বাংলা প্রভৃতি সংগঠন থেকে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, তথ্যপ্রযুক্তির প্রতিটি ক্ষেত্রেই বাংলাদশে গত দশ বছরে এগিয়েছে।

তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার:

ব্যক্তিগত বা সামাজিক যোগাযোগ: শুধু মোবাইল ফোন দিয়েই আমরা আজকাল একে অন্যের সাথে অনেক বেশি যোগাযোগ করতে পারি। তার সাথে এসএমএস ইমেইল চ্যাটিং এমনকি সামাজিক যোগাযোগ যদি বিবেচনা করি তাহলে দেখতে পাব যোগাযোগের বেলায় একটা অনেক পরিবর্তন এসেছে।

বিনোদন: বই পড়া, গান শোনা, সিনেমা দেখা থেকে শুরু করে কম্পিউটার গেম খেলা পর্যন্ত এই প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়। খেলার মাঠে না গিয়েও ঘরে বসে আমরা অনেক বড় বড় টুর্নামেন্টের খেলা নিখুত ভাবে উপভোগ করতে পারি।

শিক্ষা: লেখাপড়ার ব্যাপারে যখন আইসিটি ব্যবহার করতে শুরু করা হয়েছে তখন হঠাৎ করে সে কাজটি সহজ হতে শুরু করেছে। এখন মাল্টিমিডিয়া তে লেখাপড়ার অসংখ্য চমকপ্রদ বিষয় দেখানো যায়। বিজ্ঞানের বিষয়গুলো স্ক্রিনে প্রদর্শন করা যায় এমনকি পরীক্ষার খাতায় কিছু না লিখে সরাসরি কম্পিউটারে পরীক্ষা দেওয়া যায়।

চিকিৎসা: বর্তমানে আইসিটি ব্যবহার না করে চিকিৎসার কথা কল্পনাও করা যায় না। এখন আধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়ে নিখুঁতভাবে রোগ নির্ণয় করা যায়। এমনকি রোগীকে হাসপাতালে যেতে হয় না। বরং তার সব ধরনের তথ্য সংরক্ষণ থেকে শুরু করে তার চিকিৎসার বিভিন্ন খুঁটিনাটি আইসিটির ব্যবহার করে সংরক্ষণ করা সম্ভব। তথ্যপ্রযুক্তির এই প্রক্রিয়া টির নাম টেলিমেডিসিন।

বিজ্ঞান ও গবেষণা: আইসিটি সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হয় এই ক্ষেত্রে। আইসিটির কারণে এখন বিজ্ঞানীরা গবেষণায় অনেক জটিল কাজ সহজে করে ফেলতে পারেন। আমাদের দেশের বিজ্ঞানীরা যখন পাটের জিনোম বের করেছিল তখন তারা আইসিটির ব্যবহার করেছিল।

কৃষি: আইসিটি ব্যবহারের ফলে আমাদের দেশের চাষিরা কৃষিতে সুফল পেতে শুরু করেছে। রেডিও-টেলিভিশনে কৃষি নিয়ে অনুষ্ঠান হচ্ছে, ইন্টারনেটে কৃষির উপর ওয়েবসাইট তৈরি হয়েছে। এমনকি চাষিরা মোবাইল ফোনে কৃষি কল সেন্টারে ফোন করেও কৃষির সমস্যা সমাধান পেয়ে যাচ্ছে।

পরিবেশ ও আবহাওয়া: আইসিটি ব্যবহার করে অনেক আগেই ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস পাওয়া যায়। আবার রেডিও-টেলিভিশনে উপকূলের মানুষকে সতর্ক করে দেওয়া হয়।

প্রচার ও গণমাধ্যম: পৃথিবীর যেকোন প্রান্তের যেকোন খবর মুহূর্তের মধ্যেই পেয়ে যাই প্রচার ও গণমাধ্যমের মাধ্যমে। তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে প্রচার ও গণমাধ্যম প্রক্রিয়ায় অনেক অভূতপূর্ব পরিবর্তন এসেছে। বর্তমান সময়ে টেলিভিশন রেডিও থেকেও অনলাইন নিউজ পোর্টাল এবং লাইভ টিভি চ্যানেল গুলো খুব দ্রুত মানুষের কাছে পৃথিবীর যেকোন প্রান্তের খবর খুব সহজে পৌঁছে দিচ্ছে।

ব্যাংক: একজন গ্রাহক যেকোন জায়গা থেকে এটিএম অটোমেটেড টেলার মেশিন থেকে তার হিসাব থেকে ২৪ ঘন্টা টাকা উত্তোলন করতে পারে। ব্যাংক লেনদেন কে সহজতর করার জন্য বর্তমানে মোবাইল ব্যাংকিং এর মত উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার হচ্ছে।

শিল্প ও সংস্কৃতি: শিল্প ও সংস্কৃতি তেও আজকাল আইসিটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। এক সময়ে ১ সেকেন্ডে কার্টুন ছবি তৈরি করার জন্য ২৬টি ছবি তৈরি করতে হতো। আইসিটি ব্যবহার করে সেই পরিশ্রম অনেকাংশে কমে গেছে। বর্তমানে এমনভাবে অ্যানিমেশন ছবি তৈরি করা হয় যেন এগুলো দেখতে সত্যি মনে হয়।

প্রযুক্তির ব্যবহারের সুবিধা সমূহ :

বর্ধিত দক্ষতা: প্রযুক্তি সুবিধার মধ্যে অন্যতম প্রযুক্তি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বা নিজে নিজে প্রক্রিয়াগুলিকে সাহায্য করতে পারে, যা ত্রুটি কমাতে এবং দক্ষতা বাড়াতে সাহায্য করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যেকোনো বিষয় প্রক্রিয়া করার জন্য কম্পিউটার সফ্টওয়্যার ব্যবহার করে সময় বাঁচাতে পারে এবং ত্রুটির সম্ভাবনা কমাতে পারে।

উন্নত যোগাযোগ: প্রযুক্তির সুবিধা গুলোর মধ্যে প্রযুক্তি তাদের অবস্থান নির্বিশেষে অন্যদের সাথে যোগাযোগ করা সহজ করেছে। এটি ব্যবসাগুলিকে বিশ্বের যে কোনও জায়গা থেকে ক্লায়েন্ট, কর্মচারী এবং অংশীদারদের সাথে যোগাযোগ রাখতে সাহায্য করতে পারে।

বর্ধিত উৎপাদনশীলতা: মানুষ সামাজিক জীব এর ব্যস্ততা রয়েছে কিন্তু প্রযুক্তির সুবিধা থাকার কারণে প্রযুক্তি আমাদের কম সময়ে আরও বেশি কাজ করতে সাহায্য করছে। উদাহরণস্বরূপ, প্রকল্প পরিচালনা সফ্টওয়্যারের মতো সরঞ্জামগুলি ব্যবহার করে দলগুলিকে আরও দক্ষতার সাথে সহযোগিতা করতে এবং দ্রুত প্রকল্পগুলি সম্পূর্ণ করতে সহায়তা করতে পারে।

জীবন মান উন্নয়ন : মানুষ তো প্রযুক্তি সৃষ্টি করেছে কিন্তু প্রযুক্তির সুবিধা গুলো আমাদের জীবনের অনেক দিককে আরও সুবিধাজনক করে তুলেছে, অনলাইন শপিং থেকে শুরু করে টেলিমেডিসিন পর্যন্ত। এটি সময় বাঁচিয়ে এবং আমাদের প্রয়োজনীয় পণ্য এবং পরিষেবাগুলি সহজ করে আমাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে সাহায্য করতে পারে।

কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে তথ্যপ্রযুক্তি শিল্প: বাংলাদেশে বর্তমানে কম্পিউটপার হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার, ইন্টারনেট ও তথ্যপ্রযুক্তিবিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ৭-৮ হাজার প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এ সকল প্রতিষ্ঠানে বিপুলসংখ্যক বেকার যুবক-যুবতীর কর্মসংস্থান হচ্ছে। বর্তমানে দেশে তথ্যপ্রযুক্তি শিল্প বেকার যুবকদের কর্মসসংস্থানের নতুন দ্বারা উন্মোচন করেছে।

প্রযুক্তি ব্যবহারের অসুবিধা সমূহ :

নির্ভরতা: প্রযুক্তির অসুবিধা গুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে আমরা প্রযুক্তির উপর আরও নির্ভরশীল হয়ে পড়েছি, আমরা এটি ছাড়া কাজ করতে সক্ষম হচ্ছি না। এটি উদ্বেগ, হতাশা এবং অ-প্রযুক্তিগত পরিবেশে সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা হ্রাস করতে পারে।

বিচ্ছিন্নতা: প্রযুক্তির অসুবিধা গুলোর মধ্যে অন্যতম প্রযুক্তি আমাদের চারপাশের বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্নতার অনুভূতি তৈরি করতে পারে। লোকেরা একে অপরের সাথে উন্নত যোগাযোগ প্রযুক্তি থাকার কারণে অনেক সময় ইন্টারনেটে বেশি সময় ব্যয় করতে পারে। যা সামাজিক বিচ্ছিন্নতা এবং একাকীত্বের দিকে নিয়ে যেতে পারে।

স্বাস্থ্য সমস্যা: প্রযুক্তির অসুবিধা আমাদের স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলে। প্রযুক্তি উন্নত হলে জায়গাই বসে যে কোন কাজ সহজ হয়ে যাবে ফলে প্রযুক্তির ব্যবহার চোখের সমস্যা, মাথাব্যথা এবং পিঠ ও ঘাড়ের ব্যথা সহ বিভিন্ন শারীরিক সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। উপরন্তু, প্রযুক্তির অত্যধিক ব্যবহার আসীন জীবনধারার দিকে পরিচালিত করতে পারে, যা স্থূলতা এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য সমস্যায় অবদান রাখতে পারে।

নিরাপত্তা ঝুঁকি: আমরা যত বেশি প্রযুক্তির উপর নির্ভর করি, সাইবার-আক্রমণ এবং ডেটা লঙ্ঘনের জন্য আমরা তত বেশি দুর্বল হয়ে পড়ি। ব্যক্তিগত তথ্য, আর্থিক তথ্য এবং সংবেদনশীল তথ্য সবই হ্যাকারদের দ্বারা হ্যাক যেতে পারে, যা পরিচয় চুরি, জালিয়াতি এবং অন্যান্য অপরাধমূলক কার্যকলাপের দিকে পরিচালিত করে। প্রযুক্তি অসুবিধার সাথে সাথে আমাদের বিভিন্ন হুমকিও বাড়ছে।

মনোযোগের সময় হ্রাস: একটি যে কোন কাজ ভেবে চিন্তে করতে হয় তবে সেটা প্রযুক্তির অসুবিধার কারণে সেই চিন্তা আর করতে পারা যায় না। প্রযুক্তি থেকে তথ্যের ক্রমাগত প্রবাহের ফলে মনোযোগের সময় কম হতে পারে, যার ফলে স্থির মনোযোগ এবং একাগ্রতার প্রয়োজন হয় এমন কাজগুলিতে ফোকাস করা কঠিন হয়ে পড়ে।

কর্মী কমিয়ে দেয়া : অটোমেশন এবং প্রযুক্তির ব্যবহার কাজের কর্মী কমিয়ে দিতে পারে, কারণ মেশিন এবং অ্যালগরিদম বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও পরিষেবার কর্মীদের সরিয়ে দেই। এতে বেকারত্ব ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দেখা দিতে পারে। একটি প্রতিষ্ঠান শুরু হলে তার কর্মী লাগবে এটাই স্বাভাবিক কিন্তু প্রযুক্তির অসুবিধার কারণে বা প্রযুক্তির কল্যাণে আজ সেই কর্মী ছাঁটাই করা হচ্ছে। কারণ একই কাজ প্রযুক্তি খুব সহজে দক্ষতার সাথে করে ফেলছে।

তথ্যপ্রযুক্তির প্রসারে সরকারের পদক্ষেপ:

- ✓ ইতোমধ্যেই দেশের প্রতিটি জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়নকে ইন্টারনেটে আওতা নিয়ে ইন্টারনেট সংযোগ ১৫,০০০ এবং ২ থেকে ২০ এমবিপিএস পর্যন্ত জিপনভিত্তিক ইন্টারনেট সংযোগ দেওয়া হয়েছে প্রায় ৮০০০টি। তাছাড়া দেশের প্রতিটি জেলা উপজেলা ও ১২১২ টিরও অধিক ইউনিয়নে সরকারি সংযোগসহ ২ থেকে ১০০ এমবিপিএম লিজড লাইন সংযোগ প্রদান করা হয়েছে।
- ✓ দেশে তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরি করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে বাংলাদেশ হাইকেট পার্ক কর্তৃপক্ষ।
- ✓ ইতোমধ্যে রেলওয়ে ফাইবার অপটিক লাইন সকলের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করে দিছে সরকার।
- ✓ নাটোরে একটি শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেটর সেন্টার এবং রাজশাহীতে ১টি শেখ কামাল আইটি ইনকিউবেটর এন্ড ট্রেনিং সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। আরো ১০টি স্থানে এ সেন্টার স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে।
- ✓ জনগণের দোরগোড়ায় ই-সেবা পৌছানো, জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকার ২০১৩ সালে তথ্য ও যোগাযোগ বিভাগে অধীনে প্রতিষ্ঠা করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর।
- ✓ দেশের ২,৬০০ ইউনিয়নের অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবলের মাধ্যমে দ্রুতগতির ইন্টানেট এবং ১০০০ পুলিশ অফিসে Virtual Private Network সংযোগ স্থাপনের জন্য ইনফো-সরকার (৩য় পর্যায়) প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
- ✓ তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানোর জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন আধুনিক যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানো। আর তাই দেশের অভ্যন্তরীন ক্ষেত্রে যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়ন করা হচ্ছে।
- ✓ বিদেশে বাংলাদেশের সফটওয়্যার ও তথ্যপ্রযুক্তি পণ্য বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে 'আইসিটি বিজনেস প্রমোশন সেন্টার' স্থাপন করা হচ্ছে।

- ✓ ৪৫৫০ টি ইউনিয়ন পরিষদে স্থাপন করা হয়েছে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার।
- ✓ জাতীয় তথ্য বাতায়ন প্রতিষ্ঠা।
- ✓ তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এবং
- ✓ ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন– ২০১৬ প্রণয়ন।

বিশ্বের উন্নত দেশগুলো যখন তথ্যপ্রযুক্তিতে অন্যতম অবস্থানে তখন আমাদের দেশের মত উন্নয়নশীল দেশগুলো হাঁটি-হাঁটি পা পা করে সবেমাত্র সেখানে প্রবেশ করছে। একটি দেশের দক্ষ জনগোষ্ঠী যেমন উন্নয়নে অবদান রাখে তেমনি তথ্যপ্রযুক্তি না হলে সেই উন্নয়ন আদৌ পরখ করা যায় না। সুতরাং দেশের উন্নয়নের স্বার্থে দেশের উন্নতির প্রাক্কালে অবশ্যই তথ্যপ্রযুক্তির কোন বিকল্প নেই। বাংলদেশের পথে-প্রান্তরে, মাঠে-ঘাটে রয়েছে অগণিত মেধাবী যুব সমাজ, প্রাকৃতিক সম্পদ, এই মেধাবী যুবসমাজ আর প্রকৃতিক সম্পদকে বিশ্ব দরবারে উপস্থাপন করতে হবে বিকল্প উপায়ে এবং সাথে সাথে তথ্যপ্রযুক্তির দক্ষ করতে হবে।

08. English Focus : Banking sector for low income people in Bangladesh.

Banking sector for low income people in Bangladesh.

Rural banking is the producer of oxygen as they are producing edible product for living of the urban. The present advanced financial technology must reach to rural banking infrastructure to conduct the rural areas economic activities;

–International Journal of Science and Research (IJSR)

Bangladesh is one of the most densely populated countries in the world with a population of 170 million living in area of 56,977 square miles. 35% make up the urban population while 65% live in rural Bangladesh. Rural men and women are heavily involved in agricultural farming and the cottage industry while the urban population is involved in business, trade and finance industries.

Bank's Contribution for low income people in Bangladesh

Establishment of RAKUB and BKB: The government established tow specialized banks in the country, namely Bangladesh Krishi Bank (BKB) and Rajshahi Khishi Unnayan Bank (RAKUB) for the greater Rajshahi Division. These banks are mostly financing the agriculture and cottage industry in rural areas.

Micro-credit: The micro credit program, primarily introduced by Grameen Bank and now by many is playing an important role for the well being of the poor. Poor people can borrow money to invest in their different small projects without providing any collateral through it.

Bangladesh Bank: The central bank of Bangladesh is continuously working, regulating and coordinating with different banks and NGOs to accelerate the level of rural development. Those banks and NGOs are not only providing loans but also given advices and consolation to successfully manage the projects.

Development o Agricultural Sector: The primary source of agricultural credit in BKB was 28%, 6.3% in RAKUB and 47.4% in private commercial banks as per the disbursement record of FY2022. Besides, foreign banks (2.99 percent) and local state-owned commercial banks (15.4 percent) are also playing a vital role as a source of agricultural finance.

Credit to SME Sector: RAKUB and BKB are financing the cottage, small, medium and large enterprises / industry in the agricultural sector such as cold storage, rice mill, spice grinding, wooden and ane furniture, utensils made of mud, bricks, etc. Both of domestic use and export.

BDT 1439.7 billion	6,97,000 enterprises	BDT 45.,1 billion	49,000 women
Credit to SMEs By Banks	Serving 6,97,000 cottage, cottage, micro, small and medium sized enterprises	Credit to women-led entrepreneurs	Number of women-led entrepreneurs

Facilitating remittances: Banks play a major role in facilitating remittances by migrant workers. Bangladesh Bank (BB) strengthened surveillance on hundi– the illegal outlet that many migrant workers use to send money home.

Other Contributions :

- Grant loans to women entrepreneurs at reduced interest rate.
- Employment both in banking sectors and in the projects where loans are being given.
- Facilitating transactions among public and commercial units.
- Giving security and stability to the deposits.
- Formulating capitals and investing them in economy.

Banks plays a crucial role in rural capital formation. Bank collect the dispersed savings of the rural people through different deposit schemes. Then distribute loans to them for starting a productive as well as any other self-sufficient economic activity.

Banks can provide our unemployed youths with training and loan to start business.

The rural sector is central to Bangladesh's development strategy and agricultural has a pivotal role in neural growth. In order to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs), rural economic Development is the precondition. Bangladesh Bank, government and different commercial and specialized banks are now work for it.

09. Argument : Father and mother should allocate equal time for food preparation at home.

Answer : We live in a modern era where equality is being promoted everywhere including in workplaces, society and even families. This is why child-rearing should be a responsibility that is shared by both parents.

To begin with, traditional roles of males and females are changing, and in some cases, have gone completely reversed. This is why the predefined responsibilities of mothers and fathers are a thing of the past. Traditionally, a mother takes charge of everyday activities of bringing up children, whereas a father is responsible for providing the basics for the children as well as the family. With a shifting trend when engineering universities have more female graduates and males have paternal leaves, this is no longer applicable. Rather a father should share those daily activities, spend as much time as possible with the family, play with the children, read to them, take them out or even clean their diapers, whereas capable females should share the financial responsibilities.

Moreover, a child needs both parents' care, love and attention to properly grow up. Research proves that attention from both parents often instils better qualities and emotional balance in them than in children who grow up without the attention of both. The concept of "fatherhood" is not easy to achieve especially in countries where economic and employment situations are stressful. However, a little effort from both parents can ensure a shared responsibility and better family bonds in which children get the proper care.

In conclusion, parents in modern times should be ready to share their responsibilities for the greater benefit of the child and their family. By considering these factors, parents should allocate equal time for food preparation at home for better living and proper caring of family and family members. They should contribute equally in their family.

উল্লেখ্য এ পরীক্ষার সম্পূর্ণ প্রশ্নটি পাওয়া যায়নি। যতটুকু সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে, তা এখানে তুলে ধরা হয়েছে।

Combined 7 Banks
Officer (Cash) : 2023
Exam Held on: 15.07.2023

01. Read the passage and answer the questions (i–iv) **4×5=20**

It is important to know what makes a person so different from the rest. War and conflicts in their various forms and manifestations remain pervasive around the word. With the increasing level of violences across the globe, the entire mankind is in search of a peaceful comer today. It seems that the whole world is sitting on the brink of a constant war. With his arduous efforts, a fantastic personality is spreading peace and trying to demolish violence. Lhamo Thondup, the 14th Dalai lama, makes his modest effort to awaken us with a message, "Our prime purpose in this life is to help others. And if you can't help others, at least don't hurt them". A part of his humanitarian efforts, he has conducted many conferences, workshops and lecturers across the word. In 1989, he was confered on the Nobel peace Prize for his endeavors. Kenneth H. Blanchard rightly states, "The key to succesful leadership is influence, not authority", and that is what is the objective of this colossal religious figure.

Important Vocabulary : War- যুদ্ধ, manifestation- পূর্ণবিকাশ, pervasive- পরিব্যাপক, violence- হিংস্রতা, peaceful- শান্তিপূর্ণ, arduous- শ্রমসাধ্য, demolish- ধ্বংস করা, modest-শালীন, humanitarian- মানবিক, endeavor- প্রচেষ্টা, influence- প্রভাব

Summary of the passage : এটা জানা খুব দরকারে যে কোন জিনিসটি একজন ব্যক্তিকে অন্যজন হতে ভিন্নতর করে তোলে। যুদ্ধ ও দ্বন্দ্ব পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ভিন্ন ভিন্ন রূপে এখনো বিদ্যমান। যেখানে দুনিয়ার প্রতিটি প্রান্তে আজ সহিংসতা, তাই মানুষ আজ শান্তি খোঁজে। পুরো বিশ্ব যেন যুদ্ধের এক বিভীষিকাময় পরিস্থিতির উপর দাঁড়িয়ে আছে। চমৎকার ব্যক্তিত্বের একন মানুষ তার নিরলস পরিশ্রমের মাধ্যমে সহিংসতা বন্ধ করে শান্তির বার্তা পৌছে দেন। এরপর বলা হচ্ছে, 'দালাই লামা বলেন, আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য হলে অন্যকে সাহায্য করা'। তিনি আরো বলেছেন, 'আপনি যদি কাউকে সাহায্য করতে না পারেন, কারো ক্ষীত করবেন না'। Passage টির শেষে এসে বলা হচ্ছে যে, সফল নেতৃত্বের মূলমন্ত্র হলো 'প্রভাব' কিন্তু 'কর্তৃত্বপরায়ণ' নয়।

Questions:

i How the world is getting affected by war and conflict?

Answer : The world is getting affected by violence. This increasing level of violence across the globe made the world so risky.

ii. What are the key roles of Dalai Lama?

Answer : Casting influence among people is the key role of Dalai Lama.

iii. What are the prime purposes of Dalai Lam?

Answer : 'If possible, help others and don't hurt anyone' is the prime purpose of Dalai Lama.

iv. What is your key lesson from the texts?

Answer : Pervasive war and conflict can be demolished through arduous effort. A fantastic leadership can spread the air of peace by influencing people.

02. Solve the following problems (i – v) **6×5=30**

a) A shirt is sold for Tk. 500 and hence lost some amount. Had the shirt been sold for TK. 700, The merchant would have gained three times the former loss. What is the cost price of the shirt?

অনুবাদ : 500 টাকায় একটি শার্ট বিক্রি করে কিছু ক্ষতি হলো। শার্টটি 700 টাকায় বিক্রি করা হলে যা ক্ষতি হয়েছিল ব্যবসায়ী তার তিনগুণ লাভ করতে পারতো। শার্টটির ক্রয়মূল্য কত?

Solution : Let, the cost of the shirt is Tk. x

According to question

$3(x - 500) = 700 - x$

$\Rightarrow 3x - 1,500 = 700 - x$

$\Rightarrow 3x+x = 700+1500$

$\Rightarrow 4x = 2,200$

$\therefore x = \frac{2200}{4} = 550$

$\therefore$ The cost price of the shirt is 550 Tk. (Answer)

b) In an examination, a student gets 38% of the total marks and fails by 6 marks. Another student who gets 45% of the total marks, gets 15 marks more than the required passing percentage. Find the passing percentage in the examination.

অনুবাদ : একটি পরীক্ষায় 38% নম্বর পেয়ে একজন ছাত্র 6 নম্বর কম পেয়ে ফেল করলো। অন্য একজন ছাত্র 45% নম্বর পেল যা পাস নম্বরের চেয়ে 15 নম্বর বেশি। পরীক্ষার পাশ নম্বর কত?

Solution : Let, total mark is x

According to question,

38% of x + 6 = 45% of x – 15

$\Rightarrow \frac{38x}{100} + 6 = \frac{45x}{100} - 15$

$\Rightarrow \frac{45x}{100} - \frac{38x}{100} = 6 + 15$

$\Rightarrow \frac{45x - 38x}{100} = 21$

$\Rightarrow \frac{7x}{100} = 21$

$\Rightarrow \frac{x}{100}$

$\therefore x = 300$

$\therefore$ Pass mark = 38% of 300 + 6 = $\frac{38}{100} \times 300 + 6$

$= 114 + 6 = 120$ (Answer)

c) The sum of the present ages of A and B is 60 years. 5 years later, their ages will be in the ratio of 3:4. Calculate A's present age.

অনুবাদ : A এবং B এর মোট বয়স 60 বছর। 5 বছর পর তাদের বয়সের অনুপাত হবে 3:4. A এর বর্তমান বয়স কত?

Solution : Let,

A's age be = x years

B's age be = (60 – x) years

According to question

$$\frac{x+5}{60-x+5}=\frac{3}{4}$$

$$\Rightarrow \frac{x+5}{65-x}=\frac{3}{4}$$

$$\Rightarrow 4x+20=195-3x$$

$$\Rightarrow 7x=175$$

$$\Rightarrow x=\frac{175}{7}=25$$

A's present age is 25 years. (Answer)

d) The length of the rectangle ABCD is $\frac{6}{5}$ th of its breadth. Its perimeter is 132. Find the area of the rectangle.

অনুবাদ : ABCD আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য প্রস্থের $\frac{6}{5}$ অংশ। এর পরিসীমা 132. আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কত?

Solution :

Let, Width of the rectangle is x

Length of the rectangle is $\frac{6x}{5}$

Perimeter = 2 (Length+width)

$$= 2\left(\frac{6x}{5}+x\right) = 2\left(\frac{6x+5x}{5}\right)=\frac{22x}{5}$$

According to question,

$$\frac{22x}{5}=132$$

$$\Rightarrow 22x=660$$

$$\Rightarrow x=30$$

$$\text{Length}=\frac{6x}{5}=\frac{6\times 30}{5}=36$$

Area = Length × width= 36 × 30 = 1080 Square meter (Answer)

e) Tk. 430 is divided among A, B and C in such a way that if A gets Tk. 2, B gets Tk. 3 and If B gets Tk. 5, C gets TK. 6. What is the amount of money B will receive?

অনুবাদ : 430 টাকা A, B এবং C এর মধ্যে এমনভাবে ভাগ করে দাও যেন A যদি 2 টাকা পায়, B পায় 3 টাকা এবং B যদি 5 টাকা পায়, C পায় 6 টাকা। B কত টাকা পাবে?

Solution : Given,

$A : B = 2 : 3 = 10 : 15$

$B : C = 5 : 6 = 15 : 18$

$\therefore A : B : C = 10 : 15 : 18$

$\therefore$ B's share $= 430 \times \frac{15}{10+15+18} = 150$ Tk. (Answer)

03. Answer the following questions: (i – xv) **2×15=30**

a) Name two European countries that are not the members of NATO.

Ans: Austria, Cyprus

Explanation : ইউরোপীয় ইউনিয়ন বা ইইউ ইউরোপ মহাদেশের অধিকাংশ দেশের একটি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জোট। এটি বিশ্বের সর্ববৃহৎ অর্থনৈতিক আঞ্চলিক জোট। বর্তমানে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য রাষ্ট্র সংখ্যা ২৭। এর অফিসিয়াল ভাষা ২৩ টি। সদর দপ্তর ব্রাসেলস (বেলজিয়াম)। ন্যাটোর বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৩১। অষ্ট্রিয়া, সাইপ্রাস, আয়ারল্যান্ড এবং মাল্টা ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য কিন্তু ন্যাটোর সদস্য নয়।

b) Who is the director of the film "Muktir Gaan"?

Ans: Tareque Masud and his wife Katherine Masud is the director of the film "Muktir Gaan".

Explanation : তারেক মাসুদ বাংলাদেশের একজন প্রখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতা ছিলেন। তাঁর নির্মিত চলচ্চিত্রের মধ্যে অন্যতম হলো- আদম সুরত, মুক্তির গান (প্রামাণ্যচিত্র), মাটির ময়না, অন্তর্যাত্রা, নরসুন্দর ও রানওয়ে।

c) Which is the oldest Grand slam Tennis Tournament of the world?

Ans: Wimbledon

Explanation : টেনিসে চারটি গ্র্যান্ড স্লাম টুর্নামেন্ট আছে। অস্ট্রেলিয়ান ওপেন, ফ্রেঞ্চ ওপেন, উইম্বলডন এবং US ওপেন। উইম্বলডন হল প্রাচীনতম গ্র্যান্ড স্ল্যাম টেনিস টুর্নামেন্ট। এটি ১৮৭৭ সালে শুরু হয়েছিল। সমগ্র বিশ্বের প্রাচীনতম, এখনও-সক্রিয় টেনিস টুর্নামেন্ট, এটিকে টেনিস জগতের অনেকেই সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ হিসাবে দেখেন এবং এটি সাধারণত জুনের শেষ থেকে জুলাইয়ের শুরুতে অনুষ্ঠিত হয়।

US open : এটি ১৮৮১ সালে শুরু হয়েছিল। এটি বার্ষিকভাবে অনুষ্ঠিত হয়, আগস্টের শেষ সোমবার থেকে শুরু হয় এবং সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দুই সপ্তাহ স্থায়ী হয়। এই টুর্নামেন্টটি হার্ড কোর্টে খেলা হয়।

ফ্রেঞ্চ ওপেন : এটি ১৮৯১ সালে শুরু হয়েছিল। এটি প্যারিসে মে মাসের শেষ থেকে জুনের শুরুর মধ্যে দুই সপ্তাহ ধরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই টুর্নামেন্টটি ক্লে কোর্টে খেলা হয়।

অস্ট্রেলিয়ান ওপেন : এটি ১৯০৫ সালে শুরু হয়েছিল। এই টুর্নামেন্টটি প্রতি বছর মেলবোর্নে জানুয়ারির পাক্ষিক ধরে অনুষ্ঠিত হয়। এটি হার্ড কোর্টে খেলা হয়।

d) What is the origianl name of the writer Shaukat Osman?

Ans: Sheikh Azizur Rahma.

Explanation : শওকত ওসমানের প্রকৃত নাম হলো- শেখ আজিজুর রহমান। শওকত ওসমানের সাহিত্যকর্মসমূহ নিম্নরূপ-

উপন্যাস	ক্রীতদাসের হাসি, জননী, বনি আদম, রাজা উপাখ্যান, চৌরসন্ধি
মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস	জাহান্নাম হইতে বিদায়, দুই সৈনিক, নেকড়ে অরণ্য, জলাংগী
নাটক	আমলার মামলা, তস্কর ও লস্কর, কাঁকরমণি, বাগদাদের কবি
প্রবন্ধ	সংস্কৃতির চড়াই উৎরাই

e) Which is considered as banker to the government of Bangladesh?

Ans: Bangaldesh Bank

Explanation : বাংলাদেশ ব্যাংকে সকল ব্যাংকের ব্যাংকার বলা হয়। বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের অর্থের প্রয়োজন হলে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে অর্থ ঋণ নিতে পারে। সরকার বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে অর্থ বাজার নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

f) Who is the Prime Minister of UK?

Ans: Rishi Sunak.

Explanation : ঋষি সুনাক ১৯৮০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বৃটিশ রাজনীতিবিদ এবং কনজারভেটিভ পার্টির নেতা। তিনি ২০২০ সাল থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত চ্যান্সেলর অফ দ্য এক্সচেকার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ২০২২ সালের ২৫ অক্টোবর যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

g) What was the year when Bangabandhu placed the Six Points?

Ans: In 1966

Explanation : ১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি লাহোরে 'সর্বদলীয় জাতীয় সংহতি সম্মেলনে' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সর্বপ্রথম ৬ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন। একই বছরের ২১ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধুর নামে 'আমাদের বাঁচার দাবি : ৬ দফা কর্মসূচি' শীর্ষক একটি পুস্তিকা প্রচার করা হয়। ২৩ মার্চ, ১৯৬৬ সালে লাহোরে আনুষ্ঠানিকভাবে এ ৬ দফা ঘোষণা করা হয়। প্রতিবছর ৭ জুন 'ছয় দফা দিবস' পালিত হয়। ছয় দফা কর্মসূচি বাঙালি জাতির 'মুক্তির সনদ' (Charter of Freedom) বা 'ম্যাগনাকার্টা' হিসেবে পরিচিত।

h) In which date the 'International Human Right Day' is observed?

Ans: 10th December.

Explanation : প্রতি বছর ১০ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস পালিত হয়। ১৯৪৮ সালে ডিসেম্বর মাসের ১০ তারিখে ইউনাইটেড নেশনস জেনারেল অ্যাসেম্বলি যে ইউনিভার্সাল ডিক্লেরেশন অফ হিউম্যান রাইটস (Universal Declaration of Human Rights) প্রণয়ণ করেছিল, সেই ঘটনাকে স্মরণে রাখতেই সারা বিশ্ব জুড়ে মানবাধিকার দিবস (Human Rights Day) পালন করা হয়ে থাকে।

i) Name the Specialized Bank established with the goal of supporting manpower exports and remitters in bangladesh.

Ans: Probashi Kallyan Bank.

Explanation : প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক আইন-২০১০ এর মাধ্যমে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকায় ২০১১ সালের ২০ শে এপ্রিল এই ব্যাংকের শুভ উদ্বোধন করেন। এ ব্যাংকের উদ্দেশ্যসমূহ হলো-

> রেমিট্যান্সের প্রবাহ বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান
> অভিবাসন ঋণ প্রদান
> পুনর্বাসন ঋণ প্রদান

j) Write full forms of 'NFIS' and 'BFIU' in the context of Bangladesh.

Ans: NFIS = National Financial Inclusion strategies.
BFIU = Bangladesh Financial Intelligence Unit.

Explanation : বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (BFIU) হচ্ছে মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসী অর্থায়ন প্রতিরোধে গঠিত বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সংস্থা। এটি ২০০২ সালের জুনে বাংলাদেশ ব্যাংকের অধীনে 'এন্টি মানি লন্ডারিং ডিপার্টমেন্ট বা এএমএল' নামে গঠিত হয়।

k) How many female freedom fighters have been honored with "Bir Protik"?

Ans: Taramon Bibi and Captain Sitara Begum are the two Bangladeshi female honored with 'Bir Protik'.

Explanation : মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ দুইজন মহিলাকে বীরত্বসূচক 'বীরপ্রতীক' খেতাব প্রদান করা হয়। যথা- ক্যাপ্টেন সেতারা বেগম (২ নং সেক্টর) এবং তারামন বিবি (১১ নং সেক্টর)। খেতাববিহীন মহিলা বীর মুক্তিযোদ্ধা সুনামগঞ্জের খাসিয়া সম্প্রদায়ের কাঁকন বিবি। তিনি 'মুক্তিবেটি' নামেও পরিচিত।

l) Mention the name of three basic colors.

Ans: Red, Green and Blue are the basic colors.

m) In which year the World Bank and IMF were founded?

Ans: In 1944 World Bank and IMF were founded.

Explanation : ১৯৪৪ সালের ১-২২ জুলাই ব্রেটন উডস সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় যুক্তরাষ্ট্রের নিউ হ্যাম্পশায়ারে। এ সম্মেলনে IBRD (WB) ও IMF গঠনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। IBRD (WB) ও IMF আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় ২৭ ডিসেম্বর, ১৯৪৫। ব্রেটন উডস সম্মেলনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪৭ সালে গঠিত হয় GATT (General Agreement on Tariffs and Trade)। ১৯৯৫ সালের ১ জানুয়ারি GATT বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় (WTO) রূপান্তরিত হয়।

n) Name the country from where Bangladesh's import is maximum.

Ans: Top import partner of Bangaldesh is China.

Explanation : বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি পণ্য আমদানি করে চীন ও ভারত থেকে। ২০২০-২১ সালে বাংলাদেশ চীন থেকে ১২.৯ বিলিয়ন এবং ভারত থেকে ৮.৬ বিলিয়ন ডলারের পণ্য আমদানি করেছে। অন্যদিকে, ২০২০-২১ সালে যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করেছে ৪.৯ বিলিয়ন ডলারের পণ্য এবং যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি করেছে ২.২৬ বিলিয়ন ডলারের পণ্য। সুতরাং এই তথ্য মতে, যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বাংলাদেশের উদ্বৃত্ত বাণিজ্য রয়েছে।

o) In which year the National Poet of the country was born?

Ans: In the year 1899 Bangladesh national poet Kazi Nazrul Islam was born.

Explanation : কাজী নজরুল ইসলাম ২৪ মে, ১৮৯৯ সালে (১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬ বঙ্গাব্দ) পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোলের চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা কাজী ফকির আহমেদ এবং মাতা জাহেদা খাতুন। ১০ অক্টোবর, ১৯৪২ সালে মাত্র তেতাল্লিশ বছর বয়সে দূরারোগ্য (পিক্স ডিজিজ) ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। ১৯৪৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' এবং ১৯৬০ সালে ভারত সরকার কর্তৃক 'পদ্মভূষণ' উপাধি পান। ১৯৭২ সালের ২৪ মে কবিকে সপরিবারে ভারত থেকে বাংলাদেশে আনা হয়। ১৯৭৪ সালে তাকে 'জাতীয় কবি' ঘোষণা করা হয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক ডক্টরেট (ডি.লিট) ডিগ্রি প্রদান করা হয়। ১৯৭৬ সালে তাকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব এবং একুশে পদক দেয়া হয়। ২৯ আগস্ট, ১৯৭৬ (১২ ভাদ্র, ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ) তিনি ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

04. Translation (Bangla to English): 20

তথ্যপ্রযুক্তি ভিত্তিক লেনদেন সময়ের সাথে সাথে জনপ্রিয় হয়েছে। তবে সাধারণ মানুষ যথেষ্ট প্রযুক্তিবান্ধব না হওয়ায় প্রাথমিক পর্যায়ে অসুবিধা হয়েছে। প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচিত হতে বাধ্য হয়েছি আমরা। এ পরিবর্তনের সুফল পেতে শুরু করেছে দেশের ব্যাংকগুলো। ব্যাপকহারে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা গেলে ব্যাংক ব্যবসা ভাল হবে। তবে তার জন্য দরকার দক্ষ জনবল। আর এজন্য প্রয়োজন সঠিক নেতৃত্ব। তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করা না গেলে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় টিকে থাকা কঠিন হবে। তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক ব্যাংক দেশে নতুন সম্ভাবনা তৈরি করতে পারে। এর সুবিধা পেতে পারে দেশের সাধারণ মানুষ।

Answer : Information technology based transactions have become popular over time. However, as common people are not tech-friendly enough, there have been difficulties in the initial stages. We are forced to get acquainted with the technology. Banks of the country have started receiving all these changes advantage. Banking business will be better if the use of information technology is ensured at a large rate. But it needs skilled manpower. And that requires efficient leadership. If the use of information technology is not ensured, it will be difficult to survive the globalization process. Information technology based banks can generate new opportunities in the country. The common people of the country can reap out of its benefits.

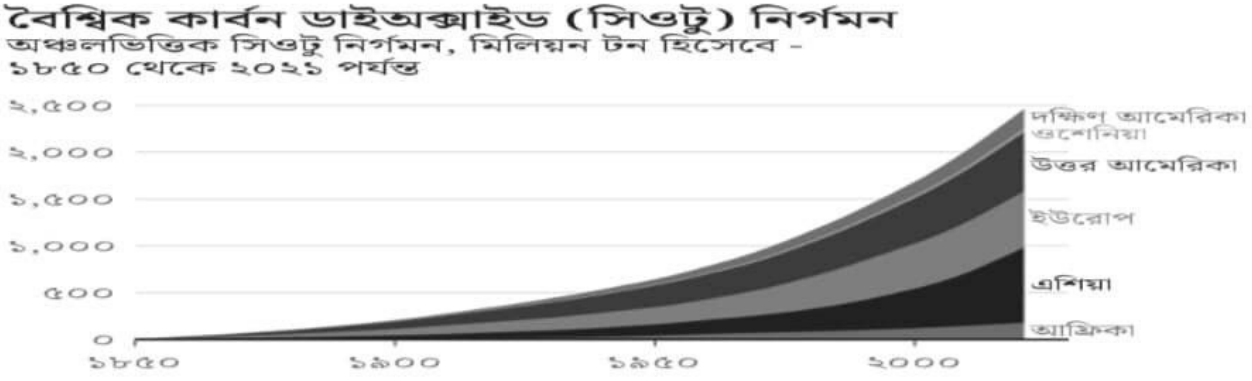
05. Focus Writing in Bangla: পরিবেশ রক্ষায় উন্নত দেশসমূহের করণীয়। 35

পরিবেশ রক্ষায় উন্নত দেশসমূহের করণীয়

পরিবেশই প্রাণের ধারক, জীবনীশক্তির বাহক। সৃষ্টির শুরু থেকেই পরিবেশের সঙ্গে প্রাণীর মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতার ওপরেই তার অস্তিত্ব নির্ভর করে আসছে। পরিবেশ প্রতিকূল হলে জীবের ধ্বংস ও বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। পরিবেশের ওপর নির্ভর করে মানুষ, অন্যান্য উদ্ভিদ ও প্রাণী-জীবনের বিকাশ ঘটে। তাই পরিবেশ ও মানুষের মধ্যে রয়েছে এক নিবিড় যোগসূত্র। কিন্তু নানা কারণে পরিবেশ দূষণ সমস্যা প্রকট হওয়ায় মানবসভ্যতা আজ চরম হুমকির সম্মুখীন। এ থেকে মুক্তির উপায় নিয়ে চলছে নানা ধরনের গবেষণা। বিশ্বব্যাপী পরিবেশ দূষণ নিয়ে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে জাতিসংঘ ৫ জুনকে ঘোষণা করেছে 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস' হিসেবে।

পরিবেশ দূষণের কারণ : বিশ্বজুড়ে এখন পরিবেশ দূষণের মাত্রা ভয়াবহ। পরিবেশ দূষণের উল্লেখযোগ্য কারণের মধ্যে রয়েছে- অত্যাধিক হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, অপরিকল্পিত নগরায়ন, নির্বিচারে বৃক্ষ নিধন ও বনভূমি উজাড়, প্রাকৃতিক সম্পদের অপব্যবহার, দ্রুত শিল্পায়ন, সার ও কীটনাশকের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার, শিল্প-কলকারখানার বর্জ্য পদার্থ, গাড়ির বিষাক্ত ধোঁয়া, ওজোন স্তরের ক্ষয়, এসিড বৃষ্টি, অপরিকল্পিত গৃহ নির্মাণ, দারিদ্র্যতা, প্রসাধন সামগ্রী, পলিথিন দ্রব্যের ব্যবহার ইত্যাদি।

পরিবেশ দূষণে উন্নত দেশের ভূমিকা : বিশ্বের পরিবেশ দূষণে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখে বিশ্বের উন্নত দেশসমূহ। ধনী দেশ যেমন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, জাপান এবং পশ্চিম ইউরোপীয় দেশসমূহে বিশ্বের ১২% মানুষ বসবাস করে কিন্তু তারা বিশ্বের ৫০% গ্রীনহাউস গ্যাস নিঃসরণ করে। বিশ্বের কার্বণ নিঃসরণে শীর্ষ দেশ চীন। তবে মাথাপিছু কার্বন নিঃসরণে শীর্ষ দেশ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র। কার্বণ নিঃসরণে সবেচেয় বেশি ভূমিকা রাখে কয়লার ব্যবহার। উন্নত দেশের কয়লার ব্যবহার অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় বেশি। তাদের শিল্পকারখানার পরিমাণও বেশি। ফলে তারা অধিক পরিমাণ পরিবেশ দূষণ ঘটায়। পরিবেশ দূষণ ব্যালেন্স করতে অন্যতম ভূমিকা রাখে বনায়ন। উন্নত দেশের বনায়ন ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। বনভূমি উজাড় করে তারা শিল্প কারখানা গড়ে তুলছে। ফলে এসব দেশ অধিক হারে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করছে।



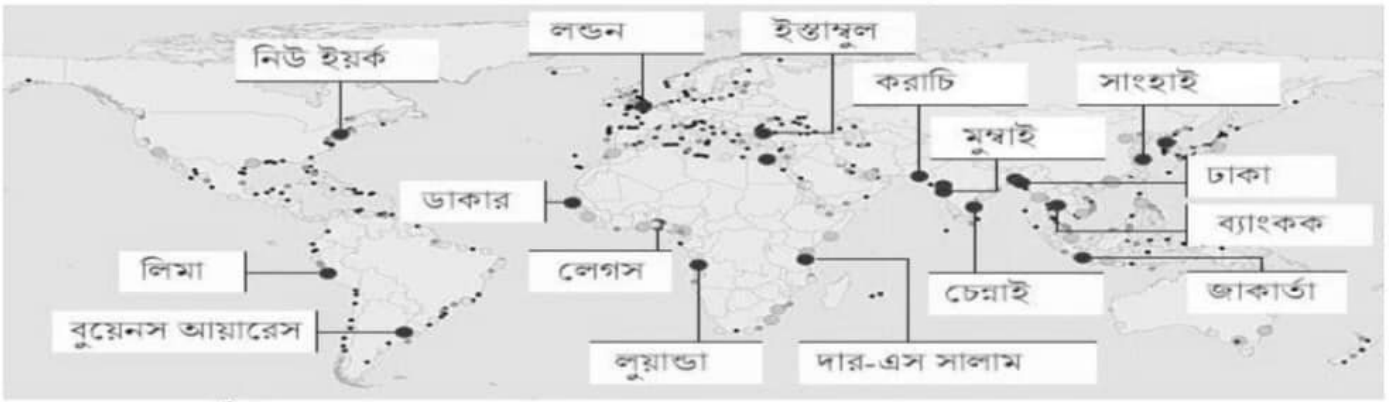
পরিবেশ দূষণের প্রভাব : আমাদের অর্থনৈতিক উন্নতি হয়েছে। এ পরিণামে বাতাসে প্রতিবছর ২২ কোটি টন কার্বন মনোক্সাইড সঞ্চিত হচ্ছে। বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইড, সালফার ডাই অক্সাইড, নাইট্রাস অক্সাইড গ্যাসের আনুপাতিক হার ক্রমশই বাড়ছে। এর ফলে বৃষ্টির জলে অ্যাসিডের পরিমাণ বেশি হচ্ছে। এই অ্যাসিড বর্ষণ অরণ্যে মহামারীর সৃষ্টি করছে। খাদ্যশস্যকে বিষাক্ত করছে। দ্রুতগতিতে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে সবুজ অরণ্য। সারা বিশ্বে বর্তমান মোট ৮০ শতাংশ হল গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অরণ্য। এর মধ্যে প্রতি মিনিটে ২১ হেক্টর কৃষিযোগ্য জমি বন্ধ্যা হয়ে গেছে। প্রতিবছর ৭৫ লাখ হেক্টর জমি মরুভূমি হয়ে যাচ্ছে। প্রতি মিনিটে ৫০ হেক্টর উর্বর জমি বালুকাকীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। প্রতিবছর বাতাসে বিপুল পরিমাণ অক্সিজেন কমছে। বিজ্ঞানের অপব্যবহারে ভূ-প্রকৃতির ওপর অত্যাচার বাড়ছেই। শস্য রক্ষার জন্য নানা ধরনের কীটনাশক ওষুধ তৈরি ও প্রয়োগ হচ্ছে। এইসব বিপজ্জনক রাসায়নিক দ্রব্যের অনুপ্রবেশ ঘটছে মানুষের শরীরে। ফলে নানা জটিল ও কঠিন রোগের দানা বাঁধছে আমাদের শরীরে।

পরিবেশ দূষণের জন্য পৃথিবীতে ৮০ শতাংশ নিত্য নতুন রোগের সৃষ্টি হচ্ছে। পরিবেশ দূষণের ফলে মেরু অঞ্চলের বরফ গলে পানিতে পরিণত হচ্ছে। বায়ুমণ্ডলের ওজোন স্তরের আয়তন ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছে। ফলে সূর্যের মারাত্মক অতিবেগুনি রশ্মি প্রাণিজগৎকে স্পর্শ করবে। দূষণের ফলে উদ্ভিদ ও জীবজগৎ আজ বিপন্ন। সমুদ্রে-নদীতে-জলাশয়ে মাছের সংখ্যা দিন দিন কমছে। মাছের শরীরে নানা রোগ দেখা দিচ্ছে।

পরিবেশ দূষণের ফলে পৃথিবীর উষ্ণতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান যা বরফে আচ্ছাদিত আছে, সেসব বরফ গলে সমুদ্র যাচ্ছে। ফলে পৃথিবীর সমুদ্রের পানির উচ্চতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। যার ফলে পৃথিবীর নিচু দেশসমূহ অনেক ঝুঁকিতে আছে। একটি নির্দিষ্ট সময় পর এসব দেশ সমুদ্রের পানির নিচে চলে যাবে।

সমুদ্র পৃষ্ঠের পরিবর্তনের ফলে ঝুঁকিতে যেসব শহর

উচ্চমাত্রার নির্গমন হলে যা হবে



২০৫০ দশকে ঝুঁকির মুখে যত নগরবাসী

● ১০মিলিয়নের বেশি ০.৫মি-১০মি ১মি-৫মি ০.৫-১মি ০.১মি-০.৫মি

বাংলাদেশে পরিবেশ দূষণের প্রভাব : আমাদের দেশের পরিবেশ দূষণের মাত্রা আরো ভয়াবহ। বিশ্বব্যাংকের প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দূষণ ও পরিবেশগত ঝুঁকির কারণে যেসব দেশ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত তার মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। বাংলাদেশে প্রতিবছর যতো মানুষের মৃত্যু হয় তার ২৮ শতাংশই মারা যায় পরিবেশ দূষণ জনিত রোগ ব্যাধির কারণে। কিন্তু সারা বিশ্বে এধরনের মৃত্যুর গড় হার মাত্র ১৬ শতাংশ। বিশ্বব্যাংকের ওই পরিসংখ্যানে আরো বলা হয়েছে, শহরাঞ্চলে এই দূষণের মাত্রা উদ্বেগজনক পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে। এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে তুলনা করতে গিয়ে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, পরিবেশ দূষণজনিত কারণে বাংলাদেশে যেখানে ২৮ শতাংশ মৃত্যু হয় সেখানে মালদ্বীপে এই হার ১১ দশমিক পাঁচ শতাংশ আর ভারতে ২৬ দশমিক পাঁচ।

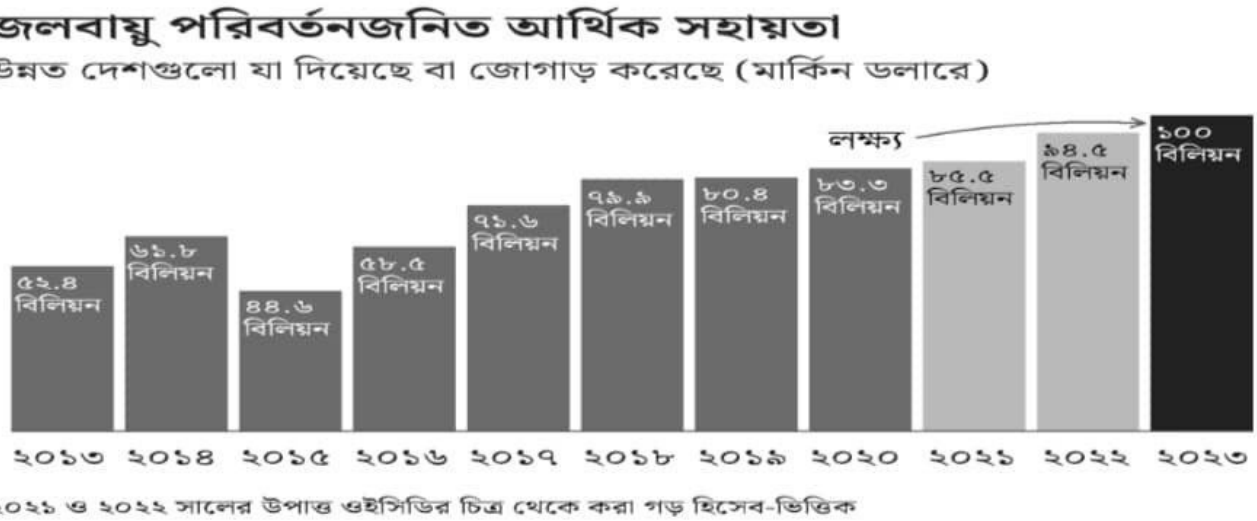
পরিবেশ দূষণ রোধে উন্নত দেশের ভূমিকা:

কয়লার ব্যবহার হ্রাস : পরিবেশ দূষণে বা জলবায়ু পরিবর্তনে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি। উন্নত দেশসমূহের উচিত কয়লার ব্যবহার হ্রাস পরিবেশ বান্ধব জ্বালানির ব্যবহার বৃদ্ধি করা।

আইন তৈরি ও মানতে বাধ্য করা : উন্নত দেশগুলো যখন বিভিন্ন দেশে বিনিয়োগ করার সময় পরিবেশের জন্য উপকারী এমন আইন তৈরি ও মানতে অন্যান্য দেশকে বাধ্য করতে পারে।

বনভূমির ভূমির পরিমাণ বৃদ্ধি : উন্নত দেশের জনসংখ্যা কম কিন্তু ভূমির পরিমাণ বেশি। তাই তারা বনভূমির পরিমাণ বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। বৃক্ষ নিধন রোধ করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। একই সাথে উন্নয়নশীল এবং অনুন্নত দেশে বনভূমির পরিমাণ বৃদ্ধিতে আর্থিক সহায়তা করতে পারে।

উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশকে আর্থিক সহায়তা : বিশ্বের মোট সম্পদের একটি বড় অংশ বিশ্বের নির্দিষ্ট কিছু দেশের নিকট গচ্ছিত। এসব দেশের উচিত উন্নয়নশীল এবং অনুন্নত দেশকে আর্থিক সহায়তা বৃদ্ধি করা।



২০২১ ও ২০২২ সালের উপাত্ত ওইসিডির চিত্র থেকে করা গড় হিসেব-ভিত্তিক

উন্নত প্রযুক্তি সরবরাহ : বিশ্বের বিভিন্ন উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশে উন্নত দেশসমূহ আধুনিক প্রযুক্তির সরবরাহ বৃদ্ধি করে পরিবেশ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

আন্তর্জাতিক আইন বা চুক্তি মেনে চলা : বিশ্ব বিভিন্ন ধরনের পরিবে বিষয়ক আইন বা চুক্তি আছে। যারা পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন নিয়ম-কানুন তৈরি করে এবং বিভিন্ন দেশ বা প্রতিষ্ঠানকে তা মানতে বাধ্য করে। বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলো এসব নিয়মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হলেও ধনী দেশগুলো এসব নিয়ম-কানুন তেমন মানে না। ধনী দেশের উচিত এসব নিয়ম-কানুন মেনে চলা।

জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে বিনিয়োগ : ধনী দেশগুলোর উচিত পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরে মানুষের মাঝে সচেতনতা তৈরি করা। এক্ষেত্রে তাদের উচিত দারিদ্র্য দেশগুলোতে প্রচারের কাছে বিনিয়োগ করা।

পরিবেশ রক্ষায় আন্তর্জাতিক সংগঠন :

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) : জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত আন্ত:সরকার প্যানেল (IPCC) জাতিসংঘের একটি পরিবেশবাদী সংস্থা। এটি জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক বিশ্বের সর্বোচ্চ সংস্থা। ১৯৮৮ সালে জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি (UNEP) ও বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা (WMO) এর মিলিত উদ্যোগে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংগঠনটি পরিবেশ রক্ষায় বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করে।

জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি : এটি ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। কেনিয়ার নাইরোবিতে এর সদর দপ্তর অবস্থিত। এই সংগঠনটি পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বিভিন্ন নিয়ম প্রণয়ন করে এবং বিভিন্ন দেশকে সেসব নিয়ম মানতে উৎসাহিত করে।

কিয়োটো প্রটোকল : কিয়োটো প্রটোকল পরিবেশ বিষয়ক একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি। ১৯৯৭ সালে এটি গৃহীত হয় এবং ২০০৫ সালে কার্যকর হয়। ২০০৮-২০১২ সালের মধ্যে প্রথম দায়বদ্ধতা সময়কালে চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী শিল্পোন্নত দেশসমূহের গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণের পরিমাণ ১৯৯০ সালের পর্যায়ের চেয়ে গড়ে ৫.২% হ্রাসের আইনগত বাধ্যবাধকতা আরোপিত হয়। এর পরিপেক্ষিতে বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে যুক্তরাজ্যে জলবায়ু পরিবর্তন আইন, ২০০৮ প্রণীত হয়। যুক্তরাষ্ট্র এই প্রটোকলে স্বাক্ষর করলেও পরে কংগ্রেস কর্তৃক অনুসমর্থন না করায় এই প্রটোকলের বাধ্যবাধকতা মুক্ত হয়। ২০১২ সালে কানাডা এই প্রটোকল থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নেয়।

জলবায়ু বা পরিবেশ বিষয়ক আরো কিছু আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান বা চুক্তি হলো- জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলন, কার্টাগেনা প্রটোকল, ধরিত্রী সম্মেলন, বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন, V20 (Vulnerable Twenty)।

জলবায়ু পরিবর্তনে দায়ী শীর্ষ দেশগুলোর প্রতিশ্রুতি ও বাস্তবতা:

বিশ্বের সর্ববৃহৎ কার্বন নির্গমনকারী দেশে চীন: চীন বলছে, তাদের কার্বন নির্গমন সর্বোচ্চ মাত্রায় পৌছাবে ২০৩০ সালে। দেশটির লক্ষ্য, ২০৩০ সালের মধ্যে তাদের শক্তি উৎপাদনের ২৫ শতাংশ আসবে ফসিলজাত নয় এমন জ্বালানি থেকে। চীন অঙ্গীকার করছে, ২০৬০ সালের মধ্যে তারা কার্বন-নিরপেক্ষ হবে। চীন যে কার্বন-নিরপেক্ষ হবার কথা বলছে- তা কি নির্গমন কাটছাঁটের মাধ্যমে অর্জিত হবে, নাকি অন্য কোন পন্থায় হবে– তা তারা এখনো স্পষ্ট করেনি। সেপ্টেম্বর, ২০২১ সালে প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং ঘোষণা করেছেন যে তারা বিদেশে আর কোন নতুন কয়লাভিত্তিক প্রকল্পে অর্থায়ন করবেন না। কিন্তু দেশের ভেতরে কয়লাখনিগুলোকে আদেশ দেয়া হয়েছে উৎপাদন বাড়ানোর জন্য– যাতে চীন জ্বালানির ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে পারে, যদিও তারা ২০২৬ সাল থেকে কয়লার ওপর নির্ভরতা কমানোর অঙ্গীকার করেছে।

মাথাপিছু কার্বন নির্গমন সবচেয়ে বেশি যুক্তরাষ্ট্রে: যুক্তরাষ্ট্র ২০৩০ সালের মধ্যে ২০০৫-এর স্তরের অর্থেক কার্বন ডাই-অক্সাইড কাটছাঁট করবে। দেশটি চাইছে ২০৩০ সালের মধ্যে সেখানে নতুন গাড়ির অর্ধেকই হবে বৈদ্যুতিক গাড়ি। যুক্তরাষ্ট্র অঙ্গীকার করেছে যে ২০৫০ সালের মধ্যে তারা কার্বন-নিরপেক্ষ হবে। যুক্তরাষ্ট্রে ফসিলজাত জ্বালানি হচ্ছে ৮০ শতাংশেরও বেশি শক্তির উৎস। যদিও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎসের পরিমাণ এখন বাড়ছে। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের পরিবেশসংক্রান্ত পরিকল্পনা সবুজ জ্বালানির আওতা আরো বৃদ্ধি করছে। অন্তত ১৫ হাজার কোটি ডলারের ক্লিন ইলেকট্রিসিটি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে– যা দিয়ে ফসিল জ্বালানি পরিত্যাগকারী কোম্পানিগুলোকে পুরস্কৃত করা হবে।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন নির্গমন কমিয়েছে : ইইউ অঙ্গীকার করেছে ১৯৯০-এর স্তর থেকে ২০৩০ সালের মধ্যে কার্বন নির্গমন ৫৫ শতাংশ কমানো হবে। ইইউ লক্ষ্য স্থির করেছে যে ২০৩০ সালের মধ্যে ৪০ শতাংশ জ্বালানি আসবে নবায়নযোগ্য উৎস থেকে। ইউউ ২০৫০ সালের মধ্যে কার্বন-নিরপেক্ষ হবে বলে প্রতিশ্রুত হয়েছে। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে সবচেয়ে ব কার্বন নির্গমনকারী দেশগুলো হচ্ছে জার্মানি, ইত্যালি এবং পোল্যান্ড। ক্লাইমেট এ্যাকশন ট্র্যাকার বলছে, ২০১৮ সাল থেকে ইউউর কার্বন নির্গমন কমছে এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধি ২ ডিগ্রির নিচে রাখতে ইইউ'র নীতি ও পদক্ষেপসমূহ প্রায় যথেষ্ট।"

কয়লার ওপর নির্বরশীল ভারত : ভারতের লক্ষ্য ২০৩০ সালের মধ্য নির্গমনের মাত্রা ৩৩-৩৫% কমিয়ে আনা। দেশটি অঙ্গীকার করেছে ২০৩০ সালের মধ্যে তাদের বিদ্যুৎ শক্তির ৪০% আসবে ফসিলজাত নয় এমন জ্বালানি থেকে। নেট শূন্য-নির্গমন অর্জনের কোন লক্ষ্যমাত্রা এখনো ঘোষণা করেনি ভারত। ভারতের বার্ষিক কার্বন নির্গমন গত দুই দশকে অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে শীর্ষ পাঁচ দেশের মধ্যে ভারতেই মাথাপিছু কার্বন নির্গমনের মাত্রা সবচেয়ে কম।

রাশিয়ার অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি তেল ও গ্যাস : রাশিয়া ২০৩০ সালের মধ্যে নির্গমন ৩০% কমানোর কথা বলেছে। তারা অঙ্গীকার করেছে, ২০৬০ সালের মধ্যে কার্বন-নিরপেক্ষ হবে রাশিয়া। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর ১৯৯১ সালে রাশিয়ার অর্থনীতি ও কার্বন নির্গমন সংকুচিত হয়েছিল। কিন্তু তারা এখনো কার্বন শোষণের জন্য তাদের বিশাল বন ও জলাভূমির ওপর নির্ভর করছে।

জলবায়ু পরিবর্তন এবং এর প্রভাব মোকাবিলায় উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশের পরাধীনতা:

- প্রথমত, কার্বন নিঃসরণ পৃথিবীব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যতম প্রধান কারণ। পৃথিবীর সর্বোচ্চ কার্বন নিঃসরণকারী দেশগুলোর তালিকায় সবই উন্নত বা ব্যাপকভাবে উৎপাদনমুখী দেশগুলো; যেমন চীন, যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি। এই তালিকায় উন্নয়নশীল কিংবা অনুন্নত দেশগুলোর ভূমিকা একেবারে তলানিতে। লক্ষ্য করতে হবে, কোনো দেশ কার্বন নিঃসরণ করলে তার কারণে সৃষ্ট জলবায়ু পরিবর্তন কিন্তু শুধু সেই দেশের ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে আবদ্ধ থাকে না। উন্নত দেশগুলোর নিঃসরিত কার্বন ও পরিবেশ দূষণের ফলে জলবায়ু পরিবর্তন ও তার প্রভাব কিন্তু সারা পৃথিবীকেই বিপন্ন করছে। অথচ জলবায়ু পরিবর্তনে উন্নয়নশীল কিংবা অনুন্নত দেশগুলোর অবদান নগণ্য হওয়ার পরেও এই দেশগুলোকে ভোগ করতে হচ্ছে সর্বোচ্চ ক্ষতি।

- দ্বিতীয়ত, উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশগুলোর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও প্রবৃদ্ধির প্রধান চালিকা শক্তি হলো বিদেশি বিনিয়োগ, যার প্রধান উৎসই হলো উন্নত দেশগুলো। দেখা যায়, উন্নত দেশের বিনিয়োগকারীদের মধ্যে উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশগুলোতে বিনিয়োগ করার অন্যতম প্রধান নিয়ামক হলো নিজেদের দেশে পরিবেশসংক্রান্ত আইন বিধিবিধান প্রতিপালনে কঠোর বাধ্যবাধকতা। ফলে অনেক উন্নত দেশের বিনিয়োগকারী দুর্বল দেশে এসে বিনিয়োগ করে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করে। এক্ষেত্রে বিনিয়োগ চলে যাবার ভয়ে দুর্বল দেশগুলো সেভাবে প্রতিবাদ করতে পারে না।

- তৃতীয়ত, যেহেতু বেশির ভাগ উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশ অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল, জলবায়ুর প্রভাব মোকাবিলায় যে পরিমাণের বিনিয়োগ প্রয়োজন, তার জন্য এতের বহির্বিশ্বের সাহায্যের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়। জাতিসংঘের হিসাবে, বিশ্বব্যাপী ২০৩০ সালের মধ্যে প্রায় ৩ দশমিক ৫ থেকে ৪ দশমিক ৫ ট্রিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ প্রয়োজন টেকসই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য।

- চতুর্থত, বিশ্বব্যাপী এখন পর্যন্ত যা জলবায়ু অর্থায়ন হয়, তার প্রায় ৭৫ ভাগই ব্যয় হয় জলবায়ু পরিবর্তন রোধ কর্মকাণ্ডে (মিটিগেশন), প্রভাব মোকাবিলায় (অ্যাডাপ্টেশন) নয়। এর প্রধান দুটি কারণ হলো মিটিগেশন কর্মকাণ্ডে একধরনের ব্যবসায়িক সুযোগ (যেমন: নবায়নযোগ্য জ্বালানি বা কার্বন রোধের প্রযুক্তি বিক্রয়) এবং অ্যাডাপ্টেশন মূলত অভ্যন্তরীণ ব্যাপার (অর্থাৎ যে দেশের যে স্থানে ক্ষতি বা সম্ভাব্য ক্ষতি, সেখানেই কাজ করা) যাকে কেন্দ্র করে ব্যবসায়ের সুযোগ খুব বেশি নেয়। আবার উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশগুলোতে এ অর্থ যেমন বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই উন্নত দেশগুলো থেকে আসে, তেমনি প্রযুক্তিও আসে সেখান থেকেই। কারণ, এই উন্নত প্রযুক্তির উদ্ভাবন মূলত উন্নত দেশগুলোতেই হয়ে থাকে।

পরিশেষে বলা যায়, মানুষের জীবন ধারণের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো পরিবেশ। সুস্থ জীবন-যাপনের জন্য পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতেই হবে। বিশ্বে দারিদ্র্য দেশের তুলনায় ধনী দেশের জনসংখ্যা কম, কিন্তু পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করার ক্ষেত্রে ধনী দেশগুলোই প্রধানত দায়ী। তাই এসব দেশের উচিত পরিবেশের সব উপাদানের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য কাজ করা এবং পাশাপাশি অন্যান্য দারিদ্র্য দেশগুলোরও তাদের সাহায্য করা উচিত।

06. The Journey of Inclusive Development of Bangladesh **35**

The Journey of Inclusive Development of Bangladesh

Fifty one years ago, inheriting a fragile and war-devastated economy, Bangladesh faced a herculean task of moving forward dealing with poverty, deprivation, natural disasters, and political instability. Fast forward five decades, Bangladesh is now often cited as a development success story for its phenomenal socio-economic progress. Even amid the Covid-19 global pandemic, Bangladesh has remained relatively resilient, posting a rather solid growth of 3.6 per cent at a time (in 2019-20) when most global economies experienced an economic decline.

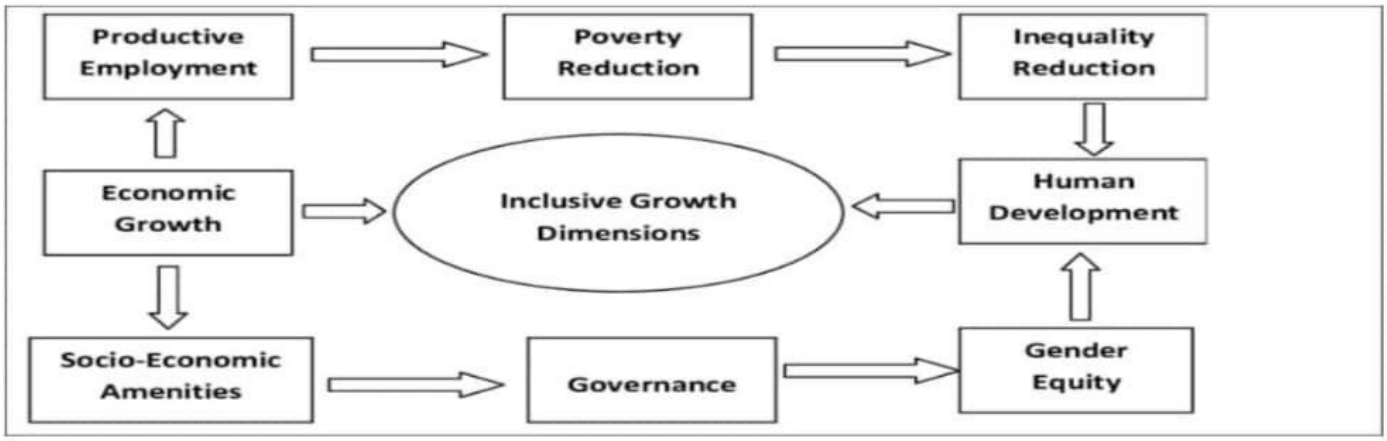
Inclusive development : Inclusive development is an equitable development approach built on the understanding that every individual and community, of all diverse identities and experiences, is instrumental in the transformation of their own societies. Development processes that are inclusive yield better outcomes for the communities that embark upon them.

Role of inclusive development

- Inclusive development can be considered as the society's overall growth, providing the best livelihood and employment options.
- Inclusive development provides beneficiaries access to services critical to livelihoods, such as good health, quality education, equal opportunities in the workplaceand women's empowerment through education and skill development.
- Inclusive development always focuses on environmentally friendly growth and good governance and helps build a gender senesitive society.

Elements of Inclusive Development :

Skill Development	Social Development	Employment Generation
Financial inclusion	Agriculture	Poverty Reduction
Technological Development	Education	Digital Bangladesh Mission



Success image of Bangladesh

Economic growth: Though whole world facing different types of economic crisis such as corona virus, Russia-Ukraine war, etc, Bangladesh maintaing constant GDP growth rate. According to economic review 2023, GDP growth rate of Bangladesh is 6.03%.

Per capita income : Per capita income of Bangladesh has increased highly. According to economic review 2023, present per capita income is US$ 2765.

Export earnings : Export earnings increased to US$ 32.071 billion (3.8 times) in FY22.

Remittance : Remittance inflows stood at US$ 16.42 billion (3.4 times) in FY19.

Foreign exchange reserves : Foreign exchange reserves increased to US$ 32.26 billion (9.4 times) at the end of in february, 2023.

Power generation : Now electricity coverage is 100%. Power generation capacity has grown more than 4.2 times, which now stands at 22,329 MW at the end of FY19.

Share of industrial sector in GDP : Share of industrial sector in GDP has increased to 35.14 percent in FY19 from 25.4 percent in FY06;

The size of the government budget : The size of the government budget has increased to BDT 7,61,785 crore in fiscal year 2023-24 which is more than 8 times of FY06's budget (BDT 611 billion).

Total investment to GDP : Total investment to GDP ratio increased to 31.6 percent in FY19.

Public investment : Public investment scaled up to 8.2 percent of GDP in FY19.

Inflation rates : According to economic review 2023, current inflation rates has consistently been lowered and came down to 9.24%.

Life expectancy: The average life expectancy increased to 72.3 years at the end of 2023.

Poverty reduction : According to the economic review 2023 present poverty rate is 18.7 percent and extreme poverty rate is 5.6 percent whereas it was 56.7 percent in 1991. The Government still considers poverty alleviation as a major agenda on the policy and development issues of the country.

Literacy rate : Literacy rate (7+ years age) improved to 76.4 percent in 2023 from 52.5 percent in 2006.

Maternal mortality rate: In 2006, the number of death in terms of maternal mortality was 3.37 per thousand live births, which was reduced to 1.69 per thousand live births in 2018;

Infant mortality rate : Infant mortality rate came down to 22 per thousand live births in 2023 from 48 per thousand live births in 2006.

Women empowerment: Female participation in labor force increased to 36.3 percent in FY17 from 29.2 percent in FY06. Women empowerment has significantly contributed to poverty reduction.

Population growth rate : Population growth rate came down to 1.3 percent in 2023 from 1.49 percent in 2006.

Social Safety Net Programs : Social Safety Net Programs have been expanded significantly over the years. In FY20, BDT 743.67 billion has been allocated for social safety net programs.

Bangladesh Government initiative for inclusive development

The Ashrayan Project for inclusive development : Bangladesh's Ashrayan Project (Shelter Project for the Homeless) is empowering marginalised people through inclusive development, as this housing project plays a vital role in alleviating poverty and helping the country attain at least eight targets of the Sustainable Development Goals (SDGs). In January 2021, the Prime Minister handed over 63 thousand and 999 single houses in the first phase of this project. 238,851 families have been given houses with land within four stages of this project. A total of 1,194,035 displaced people have been resettled with an average of five members in each family.

Financial inclusion in the pathway to inclusive development : Financial inclusion is essential for inclusive development. Along with mobile banking, agent banking was launched to bring financial services to people's doorsteps through mainstream financial institutions in Bangladesh using low-cost, simple and sustainable technology.

Digital inclusion : The Government promised to transform the country into a digital one in 2009 and significant development occurred in the expansion of the information technology sector. As of July 2019, the number of mobile phone subscribers and internet users in the country stood at 161.8 million and 96.2 million respectively. Tele density increased to 93 percent. It is to be noted that the number of mobile phone users in 2006 was only 19.1 million and that of internet users was 1.45 million. Bangladesh launched it's first satellite Bangabandhu Satellite -1 into the space in 2018.

Employment-led growth : Bangladesh may consider pursuing an employment-led growth, rather than growth-led employment. The traditional wisdom of "let us focus on growth and employment would follow" has been proven wrong in many instances as jobless growth has been the phenomenon in many economies. An employment-led growth would make growth pro-poor if the employment focus is in sectors where poor people live and work. Bangladesh government is working regarding this concept.

Rural Development : Bangladesh government take many steps for rural development. All children now go to school in village. School dropouts are decreasing in greater numbers. Different projects have been take by government to increase rural people life standards.

Improving the quality of life of people : The most important thing in improving the quality of life of prople is the development of communication systems, electrification, market development and the resulting economic growth. Every village in Bangladesh is now accessable by road, 100% electricity, etc are available.

Graduation from LDC : Bangladesh is also a remarkable story of poverty reduction and development. From being one of the poorest nations at birth in 1971, Bangladesh reached lower-middle income status in 2015. It is on track to graduate from the UN's Least Developed Countries (LDC) list in 2026.

SDG headway: Bangladesh was an active participant in formulating the 2030 Global Development Agenda (SDGs). Since the declaration of SDGs, Bangladesh has embraced the SDGs through inclusion of the 17 Global Goals into its National Development Plan 2100 and the Perspective Plan 2041.

Obstacles to attaining inclusive growth

- Poverty
- Regional Disparities
- Lack of Quality education
- Lack of quality health services
- Agricultural backwardness
- Limited capacity to generate productive jobs
- Women's limited participation in the labor market

Ways to accelerate inclusive development

- Eradicating extreme poverty and hunger.
- Achieving universal primary education.
- Promoting gender equality and empower women.
- Developing a global partnership for development.
- Creating and ensuring macroeconomic stability.
- Investing in human capital and physical infrastructure.
- Improving and strengthening the financial system.
- Enhancing environmental sustainability.

The Indian government, along with state and municipal governments, should continue to prioritise eradicating poverty and achieving sustainable development in order to improve the lives of the Indian people. Innovative relationships with international organisations, civil society, and private companies can be used to pursue inclusive and equitable growth. The empowerment of disadvantaged and marginalised populations, as well as the improvement of women's livelihoods and skill development, would be facilitated through inclusive growth.

07. Argument : Physical Health is more important than mental health 30

Answer :

Physical Health is more important than mental health

Mental health plays a significant role in people's ability to maintain good physical health. Mental health affects your physical health. Mental Health includes our emotional, psychological, and social well-being. It implicates how we think, feel, and act. It also helps to see however we tend to handle stress, relate to others, and create healthy decisions. Mental health is valuable at every phase of life. Mental health drives your physical health. The reasons why mental health is more important:

Mental health affects physical health

There is a relation between our mental and physical health. Mental illness can cause stress and affects our immunity levels. An unhealthy mind cause anxiety and depression, which can impede one's ability to stay active. A healthy mind is easily able to deal with life situations that are difficult for an unhealthy mind. The relation between mind and body is adequately organized.

Physical health and mental health are both important and interconnected aspects of overall well-being. They are not mutually exclusive, and neglecting one can affect the other. It is generally not accurate or helpful to prioritize one over the other, as both contribute to a person's overall quality of life.

Comparison of Mental and Physical health

Aspect	Mental Health	Physical Health
Definition	Psychological and emotional well-being	Overall well-being of the body
Focus	Thoughts, feelings, and emotions	Body functions, fitness, and vitality
Indicators	Mood, stress levels, self-esteem	Vital signs (heart rate, blood pressure), weight, physical fitness
Importance	Influences thoughts, behaviors, relationships	Enables daily activities, productivity
Impact on Life	Affects overall quality of life	Affects ability to perform tasks, participate in activities
Common Conditions	Depression, anxiety, bipolar disorder	Heart disease, diabetes, obesity
Treatment Approach	Therapy (counseling, psychotherapy)	Medication, exercise, healthy diet
Preventive Measures	Stress management, self-care, social support	Regular exercise, balanced diet, adequate sleep
Stigma	Historically stigmatized, improving awareness	Less stigmatized, increasing mental health awarenes

Mental health is related to Emotional well-being : Mental Health manages our emotions and feeling. It manages our happiness, sadness, anger, and excitement. Emotional well-being help to stimulate productivity and how to deal with daily errands**.** Psychologists say if you are mentally stable, then you are emotionally stable.

Mental health plays a significant role in relationships : It is very important how we behave with our close ones. An unhealthy mind can influence how we execute ourselves with close ones. Mental Illness can oversee passive-aggressiveness, hostility, and ineptitude to take part in social activities. Mental illness can also throw your close ones away without any faults of theirs.

Mental health is linked with crime and victimization : Mental health imposes a heightened risk of violent crimes. An unhealthy mind has always victim mentality. It can harm itself in various ways. The risk can further increase if an individual consumes drugs or alcohol. In most cases, crimes are caused by a mentally sick person.

Mental health is connected to productivity and financial stability : A healthy mind promotes more productivity and financial stability. A study by an American psychiatrist says people with an unhealthy mind earn 40 percent less than people with a healthy mind. Poor mental health leads to impoverished productivity and implicates financial stability.

Mental health affects the quality of life : An unhealthy mind can forfeit curiosity in the things we used to enjoy. An unhealthy mind leads to a sense of hopelessness, sadness, worthlessness. They always feel guilty, anxious, fear and lost control. These things badly affect life. It is very important to mentally stable to maintain the quality of life.

Mental health awareness can help in preventing suicide rates : A study says about 60 percent of the people who committed suicide are suffering from mental disorders. If we spread mental awareness, people will come out and talk about their problems and, many lives can be saved. We can help to lessen the number of deaths by suicide.

Mental health awareness enable community building : If we continuously spread mental awareness and tell people why mental health is more important, we can help build better support facilities for those suffering from mental illness. It leads to more recovery cases of mental disorders.

Mental health is more important than our physical health. But still, no one wants to talk about mental health. Isn't it so strange?

Please start speaking about it. Normalize it as you normalize any physical sickness. Spread mental health awareness and save innocent lives. Make it simple for them to speak about their issues.

Combined 9 Banks & 1 FI
Officer (General)
Exam Held on : 31.3.2023

1. Read the passage and answer the questions (i – iv) 4×5=20

Peace within the country and between nations have always been of great importance. Peace and order are to secure national and international progress and development. Global economics are coming closer today due to faster means of transport and communication. Economically, economies are becoming increasingly inter-dependent. If peace is disturbed in one part of the world, it has adverse effect in other parts of the world as well. If the conflicts between different nations are not settle in time., they might culminate in a nuclear war destroying the whole world. It is, therefore, in our own interest that the world is free of conflicts. A country needs the help and co-operation of other countries for its scientific, industrial and economic development, especially in those fields where a nation is yet to achieve self-sufficiency. A nation should be keen on maintaining friendly relations with other countries. Such friendly relations foster international understanding. All nations should participate in the international conferences on issues like energy crisis, environmental imbalance, nuclear arms race, etc. A nation should always offer a helping hand to other nations affected by natural calamities such as famines, earthquakes, floods and so on.

Important vocabulary: Importance- গুরুত্ব, Secure-নিরাপদ, transport – পরিবহন, Communication-যোগাযোগ, Economically- অর্থনৈতিকভাবে, disturbed - বিরক্ত, conflicts –বিরোধ, Culminate – চূড়ান্ত, Understanding - বোঝা, Issues - সমস্যা, Imbalance - ভারসাম্যহীনতা, nuclear - পারমাণবিক

Summary of the passage : দেশের মধ্যে শান্তি বিরাজ করা শুধু মাত্র একটি দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না দেশ, রাষ্ট্র তথা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে, ঠিক তেমনি যদি একটি দেশে প্রাকৃতিক বা মানব সৃষ্ট কোন সংঘাত হানাহানি সৃষ্টি হয় তার প্রভাব পুরো বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। তাই প্রতিটি দেশের উচিত একদেশের সাথে আরেক দেশের সাথে ভালো সম্পর্ক বজায় রাখা। কোন রাষ্ট্র তার নিজের সকল বিষয়ে সয়ংসম্পূর্ণ নয়। তাই উচিত সবার মধ্যে ভালো সম্পর্ক বজায় রেখে পৃথিবীতে একটা শান্তিপূর্ণ ও সহনশীল বিশ্ব গড়ে তোলা।

Questions:

i. What would be the outcome if conflicts between nations cannot be settled?

Ans: The outcome of unresolved conflicts between nations can vary depending on the nature and severity of the conflict. Escalation of the conflict, Prolonged tension and instability, increased polarization, International isolation are facing those countries for conflicts.

ii. What kind of supports a country may need from other countries?

Ans: The type of support that a country may need from other countries can vary depending on its unique circumstances and challenges. Here are some examples of the types of support that a country may seek: Humanitarian aid, Economic aid, Military support, Technical expertise, Diplomatic support.

iii. What kind of support a friendly country should offer to other countries?

Ans: A friendly country may offer various types of support to other countries, depending on their needs and the nature of the relationship between the two countries.A friendly country may provide humanitarian aid, such as food, medical supplies, and shelter, to countries affected by natural disasters, conflicts, or other crises. A friendly country may offer diplomatic support to other countries, such as facilitating negotiations or supporting international agreements and so on.

iv. What is your key lesson from the texts?

Ans: Prevailing peace within the country is not only limited to one country, the country, the state and also spread all over the world, just like if any natural or man-made conflict occurs in a country, its effect spreads to the whole world. So every country should maintain good relations with other countries. No state is perfect in all its own affairs. So we should build a peaceful and tolerant world by maintaining good relations among all.

2. Solve the following problems (i–v) **6×5=30**

i. A man engaged a worker on the condition that he would pay him Tk. 30,000 and one uniform after one year of service. The worker served only 9 months and got TK. 22,000 and a uniform. What is the price of the uniform?

অনুবাদ : একজন ব্যক্তি একজন শ্রমিকের সাথে কাজে জড়িত হলো এবং শর্ত ছিল যে ১ বছর কাজের জন্য সে ৩০,০০০ টাকা এবং একটি ইউনিফর্ম পাবে। শ্রমিকটি ৯ মাস কাজ করলো এবং ২২০০০ টাকা এবং একটি ইউনিফর্ম পেল। ইউনিফর্মের দাম কত?

Solution:

Let The price of Uniform be x Taka

Then, total income for 12 months= Tk (30000+x)

Income for 9 months = $\frac{(30000+x)\times 9}{12} = \frac{(90000+3x)}{4}$

According to question,

$\frac{(90000+3x)}{4} = 22000+x$

$\Rightarrow 88000+4x = 90000+3x$

$\Rightarrow 4x-3x = 90000-88000$

$\Rightarrow x = 2000$

So, the price of uniform is Tk 2000

Answer : Tk 2,000

ii. The cost of 3 horses is same as the cost of 5 cows. If total cost of 4 horses and 6 cows is Tk 1900, find the cost of one horse.

অনুবাদ : ৩টি ঘোড়ার দাম ৫টি গরুর দামের সমান। যদি ৪টি ঘোড়ার দাম এবং ৬টি গরুর দাম ১৯০০ টাকা হয়, তাহলে একটি ঘোড়ার দাম কত?

Solution:

Let, the cost of one horse is x tk and cost of one cow is y tk

According to first condition,

$3x = 5y$

$\Rightarrow x = \frac{5y}{3}$ ..... (i)

According to second condition,

$4x+6y= 1900$

$\Rightarrow 4.\frac{5y}{3}+6Y= 1900$

$\Rightarrow \frac{20y+18y}{3} = 1900$

$\Rightarrow 38y = 5700$

$\Rightarrow y= 150$

From equation (i),

$x= \frac{5y}{3} = \frac{5\times150}{3} = 250$ tk

So price of one horse is 250 tk

Answer : Tk 250

iii. A man won a lottery of TK. 20,00,000. He gave 2/5 of the amount to his wife and ¼ of the balance to his son. He donated 2/9 of the balance amount. How much money was donated?

অনুবাদ : একজন ব্যক্তি লটারীতে ২০,০০,০০০ টাকা পেল। সে তার টাকার দুই-পঞ্চমাংশ তার স্ত্রীকে দিল এবং অবশিষ্ট অর্থের এক-চতুর্থাংশ তার ছেলেকে দিল। অবশিষ্ট টাকার দুই-নবমাংশ সে দান করলো। সে কত টাকা দান করেছিল?

Solution:

Given that, lottery won Tk 20,00,000

Now,

He gave his wife = $20,00,000\times\frac{2}{5}$ = Tk 8,00,000

Remaining amount = 20,00,000–8,00,000 = Tk 12,00,000

He gave his son = $12,00,000\times\frac{1}{4}$ = Tk 3,00,000

Remaining amount = 12,00,000 –3,00,000= Tk 9,00,000

Now, he donated= $9,00,000\times\frac{2}{9}$ = Tk 2,00,000

Answer : Tk 2,00,000

iv. Reena took loan of TK. 1200 at simple interest rate for as many years as the rate of interest. If she paid TK. 432 as interest at the end of the loan period, what is the rate of interest?

অনুবাদ : রিনা সরল সুদে ১২০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করলো এবং সে যত বছরের জন্য ঋণ নিয়েছে, তত শতাংশ হারেই সুদ দিবে। ঋণের মেয়াদ শেষে সে ৪৩২ টাকা সুদ হিসেবে পরিশোধ করলো। তাহলে সুদের হার কত ছিল?

Solution:

Suppose, the rate of interest be = r% and time = r years

We know,

Simple interest= Principal amount×interset rate×time

$\Rightarrow 432= 1200\times\frac{r}{100}\times r$

$\Rightarrow 12r^2= 432$

$\Rightarrow r^2= 36$

$\Rightarrow r = 6$

Hence, rate of interest is 6%

Answer : 6%

v. **A square and an equilateral triangle have equal perimeters. If the diagonal of the square in $12\sqrt{2}$ cm, then what is the area of the triangle?**

অনুবাদ : একটি বর্গক্ষেত্র এবং একটি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের পরিসীমা সমান। যদি বর্গক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য $12\sqrt{2}$ হয়, তাহলে ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল কত?

Solution:

Here,

Let, One side of the square = a cm

We know, Diagonal of the square = $\sqrt{2}$ a

According to question,

$\sqrt{2}\,a = 12\sqrt{2}$

$\Rightarrow a = 12$

So, Perimeter of the Square = $4 \times 12 = 48$

Perimeter of the Square = Perimeter of the Equilateral Triangle = 48

One side of the Equilateral Triangle = $\frac{48}{3} = 16$ cm

Required Area of the Equilateral Triangle = $\frac{\sqrt{3}}{4} \times (16)^2 = 64\sqrt{3}$

Answer : $64\sqrt{3}$

3. Answer the following questions (i – iv) **2×15=30**

i. In which year, Bangladesh has become a full member of the United Nations?

Answer : 17 september, 1974; Bangladesh became the 136th member of UN.

ii. When does Bangladesh launch its 5G network service on a trial basis?

Answer : 12 December, 2021

iii. Which is the first western developed country to recognized Bangladesh as an independent Nation?

Answer : United Kingdom (4th February, 1972)

iv. Who was the finance minister of Mujibnagar Government?

Answer : Captain M. Munsur Ali

v. Which is the largest pharmaceutical exporting country of the world?

Answer : Germany

vi. FATF handles anti-money laundering issues. What is the full form of FATF?

Answer : FATF : Financial Action Task Force

vii. In which year the World Trade Organization (WTO) was founded?

Answer : 1 January, 1995

viii. Mention the name of a non-scheduled bank of Bangladesh.

Answer : There are 5 non-scheduled banks in Bangladesh. These are-

- Ansar VDP Unnayan Bank
- Karmashangosthan Bank
- Grameen Bank
- Jubilee Bank
- Palli Sanchay Bank

ix. How many pillars are there in Padma Bridge?
Answer : 42 pillers

x. What is the country that cooperates to develop the Bangladesh Delta Plan 2100?
Answer : Netherlands

xi. In which year, was Rabindranath Tagor's Gitanjali translated into prose poems in English and published?
Answer : In the year 1912

xii. 'Bidrohi' was included in Kazi Nazrul's first collection of poems. What is the title of the book (collection)?
Answer : Agnibeena

xiii. What is the period of the 'Eighth Five'– Year plan of Bangladesh?
Answer : July 2020-June 2025

xiv. Who is the highest total run scorer from Bangladesh in the One-Day International Cricket?
Answer : Tamim Iqbal Khan (8210 runs, upto march, 2023)

xv. Which is the largest specialized bank in Bangladesh in terms of branch network?
Answer : Bangladesh Krishi Bank (Total branches 1038, upto April 2023)

4. Translation [Bangla to English] **20**

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ব্যাংকের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি বিষয়। ব্যাংক সাধারণ জনগণের আমানত এবং সঞ্চয় রক্ষা করে। ব্যাংক একটি সুনির্দিষ্ট নীতিকাঠামোর আওতায় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা করে। আমানতকারীর স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য এটা জরুরি। মন্দার সময়ে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা আরও বেশি। এ ব্যাপারে ব্যাংক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব সর্বাধিক। এর নজরদারি করবে ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ। ব্যাংক নতুন ঝুঁকির মুখোমুখি হচ্ছে। পূর্বে সাইবার নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়গুলো যথাযথ গুরুত্ব পায়নি। সময়ের সাথে সাথে এ ধরনের ঝুঁকি মোকাবেলায় মনোযোগী হয়ে উঠছে ব্যাংকগুলো।

Translation : Risk management is a very vital matter for the banks. The banks protect the deposits and savings of general people. The banks do the risk management under the control of a specific framework. It is necessary for preserving the interest of the depositors. The necessity of the risk management is much more during a recession. In this regard, the responsibility of bank management is the greatest. The bank management boards will inspect it. Banks are facing new risks. Before the matter related to cyber security did not get proper importance. With the span of time, the banks have been careful about tackling these kinds of risks.

05. Focus Writing in Bangla **35**

পরিবেশ রক্ষায় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব এবং করণীয়।

Answer :

পরিবেশ রক্ষায় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব এবং করণীয়

লাখ লাখ বছর আগে পৃথিবীর বুকে যে প্রাণ ও প্রাণীর সৃষ্টি হয়েছিল সেদিন প্রকৃতি ও পরিবেশে সাম্য ছিল। এ ভারসাম্য বজায় রাখতে ভূমিকা ছিল প্রকৃতি ও পরিবেশের। সভ্যতার ক্রমবিবর্তনের পথ ধরেই মানুষ একটু একটু করে গড়ে তুলেছে নিজের পরিবেশ। মানুষের রচিত পরিবেশ তারই সভ্যতার বিবর্তন ফসল। মানুষ তার নতুন নতুন আবিষ্কারের প্রতিভা, পরিশ্রম আর দক্ষতা দিয়ে সংগ্রহ করেছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন পদ্ধতি। আবিষ্কার করেছে জীবন-বিকাশের নানা উপকরণ। তাই দিয়ে সে তার নিজের প্রয়োজন ও রুচি অনুযায়ী তৈরি করেছে তার পরিবেশ। এ পরিবেশের মধ্যেই তার বিকাশ, তার বিনাশের ইঙ্গিত।

পরিবেশ দূষণ কী : পরিবেশ দূষণ হলো মানুষর কর্মকাণ্ডের ফলে পরিবেশের উপাদানে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন। আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে তা নিয়েই আমাদের পরিবেশ। পরিবেশে কোনো একটি জীবের অস্তিত্ব বা বিকাশের ওপর ক্রিয়াশীল সামগ্রিক পারিপার্শ্বিকতা, যেমন চারপাশের ভৌত অবস্থা, জলবায়ু ও প্রভাববিস্তারকারী অন্যান্য জীব ও জৈব উপাদান। কোনো কারণে এই পরিবেশের ভারসাম্য বিঘ্নিত হওয়াকে পরিবেশ দূষণ বলে। বায়ু দূষণ, পনি দূষণ, শব্দ দূষণ, মাটি দূষণ, খাদ্য দূষণ, গ্রিন হাউজ ইফেক্ট ইত্যাদি পরিবেশ দূষণের অন্তর্ভুক্ত।

পরিবেশ দূষণের কারণ : পরিবেশ দূষণের বিভিন্ন কারণ রয়েছে। তন্মধ্যে প্রধান কয়েকটি কারণ নিম্নরূপ:

জনসংখ্যা বৃদ্ধি	বনভূমি উজাড়
অপরিকল্পিত নগরায়ণ	কলকারখানার বর্জ্য পদার্থ
প্রাকৃতিক সম্পদের অপব্যবহার	ওজোন স্তরে ক্রমাবনতি
দ্রুত শিল্পায়ন	বনভূমির অপরিকল্পিত ব্যবহার
সার ও কীটনাশকের যথেচ্ছ ব্যবহার	গাড়ির হর্ণ

পরিবেশ দূষণ রোধের উপায় :

মানুষ পরিবেশের অংশ এবং প্রত্যক্ষ সুফল ভোগকারী। পরিবেশ বিপর্যস্ত হলে মানুষই ক্ষতিগ্রস্থ হয়, মানুষের ব্যবহার্য প্রাকৃতিক সম্পদ বিনষ্ট হয়, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ব্যাহত হয়। তাই সুস্থ্য শরীর ও মন বিনির্মাণে বিপর্যয়মুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি প্রয়োজন। পরিবেশ সংরক্ষণে ও দূষণ রোধে বিভিন্ন ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে; তা হল-

- জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিবেশ নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।
- জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার উল্লেখযোগ্য হ্রাস এবং ন্যূনতম পর্যায়ে নামিয়ে আনা।
- পরিবেশ দূষণের সম্ভাবনা রয়েছে এরূপ প্রতিটি শিল্প-কারখানার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
- ব্যাপক বনায়ন কর্মসূচী প্রণয়ন করা।
- শব্দ দূষণ রোধে শব্দ নিয়ন্ত্রণ এবং সুনাগরিকতার বিকাশ ঘটানোর জন্য জনসচেতনা সৃষ্টি।
- শিল্পবর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
- জ্বালানী হিসেবে কাঠের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা। বিকল্প জ্বালানী উদ্ভাবন করা।
- সঠিক রনাবেনের মাধ্যমে যানবাহন থেকে কালো ধোয়া নির্গমন বন্ধ করা এবং উচ্চ শব্দযুক্ত হর্ন ব্যবহার নিষিদ্ধ করা।
- সড়কে যানজট বৃদ্ধির ফলে পরিবেশ দূষণ, দূর্ঘটনাসহ নানাবিধ সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। পাশাপাশি ক্রমগতভাবে নতুন নতুন সড়ক বৃদ্ধি পাওয়ায় কৃষি জমি হ্রাস পাচ্ছে, সড়ক পথের ব্রিজ ও কালভার্টের কারণে নৌ-যোগাযোগ ব্যহত এবং জলাবদ্ধতা বৃদ্ধি হচ্ছে। নদী মাত্রিক বাংলাদেশের নৌ-পথ ধ্বংস হওয়ার পিছনে অনেকেই অপরিকল্পিত সড়ক তৈরি বিষয়টিকে কারণ হিসেবে চিহ্নিত করে থাকেন। অপর দিকে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থাকে প্রাধান্য দেওয়া হলে স্বল্প জায়গায় কম জ্বালানি ও পরিবেশ দুষণ করে অধিক যাত্রী ও মালামাল পরিবহন সম্ভব হতো। ভবিষ্যতে জ্বালানী সংকট মোকাবেলা, কৃষি জমি রক্ষা, পরিবেশ দূষণের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো প্রাধান্য দিয়ে যাতায়াত ব্যবস্থায় রেলকে অগ্রাধিকার প্রদান করা প্রয়োজন।

বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিবেশ দূষণের নমুনা : শিল্প কারখানার বর্জ্য বাংলাদেশের নদী ও জলাশয়গুলো দূষিত করে। পরিবেশ অধিদপ্তর উল্লেখ করেছে যে, চট্টগ্রামের টিএসটি সারকারখানা থেকে সালফিউরিক ও ফসফরিক অ্যাসিড এবং চন্দ্রঘোনার কর্ণফুলি কাগজের মিল, সিলেট কাগজ মিল, দর্শনার কেরু অ্যান্ড কোম্পানি, খুলনার শিপইয়ার্ড ও মাছ প্রক্রিয়াকরণ কারখানা ইত্যাদি থেকে লক্ষ লক্ষ গ্যালন তরল বর্জ্য পার্শ্ববর্তী নদী ও জলাশয়ে নিক্ষেপ করে পানি দূষণ ঘটাচ্ছে। চট্টগ্রামের কালুরঘাট, নাসিরাবাদ, পতেঙ্গা, কাপ্তাই, ভাটিয়ারি, ফৌজদারহাট ও ষোশহরের প্রায় ১৪০ টিরও শিল্প কারখানার বর্জ্য কর্ণফুলি ও বঙ্গোপসাগরে নিক্ষেপিত হচ্ছে। ফতুল্লার ৫৩টি কারখানা এবং হাজারিবাগের ১৫১টি চামড়া শিল্প দ্বারা পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। অন্তত ২৯টি শিল্পকারখানার বর্জ্য টঙ্গী অঞ্চলে তুরাগ নদী এবং ৪২টি বৃহৎ শিল্প শীতলক্ষ্যা নদীতে বর্জ্য নিক্ষেপ করছে। খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিল ঘণ্টায় প্রায় ৪,৫০০ ঘনমিটার বর্জ্য মিশ্রিত পানি ভৈরব নদীতে ফেলে। বিভিন্ন সার কারখানা, চিনি, কাগজ, পাট ও বস্ত্র কারখানা, সুতা কল, পোশাক শিল্প, রাসায়নিক ও ঔষধ তৈরি শিল্প, সিমেন্ট উৎপাদন ইত্যাদি থেকে প্রচুর ধোঁয়া, বাষ্প, গ্যাস ও ধূলিকণা বাতাসে মেশার ফলেও পরিবেশ মারাত্মকভাবে দূষিত হয়।

ট্যানারিসহ বিভিন্ন শিল্পকারখানার বর্জ্য, এসিড, বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য খালি, বিল ও নদীর পানির সাথে মিশায় ঝুঁকিতে রয়েছে জলজ সম্পদ আর সার ও কীটনাশকের অপরিকল্পিত ব্যবহার মাটি দূষণের অন্যতম কারণ।

যততত্র শিল্পকারখানা স্থাপনের মাধ্যমেও বনভূমিকে মারাত্মক ক্ষতির মধ্যে ফেলা হচ্ছে। আমাদের পরিবেশের লাইফলাইন হিসেবে খ্যাত সুন্দরবনকে ঘিরে শত শত কারখানা গড়ে তোলো হয়েছে। এমনকি এর অদূরেই কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র গড়ে তোলা হচ্ছে। এটি নিয়ে পরিবেশবাদী ও বিশেষজ্ঞদের উদ্বেগের কথা কারও অজানা নয়।

পরিবেশ রক্ষায় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের করণীয় ও দায়িত্ব :

- **পরিবেশের প্রতি জনসচেতনতা তৈরি :** বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান পরিবেশ দূষণের ভয়াবহতা তুলে ধরে জনসচেতনতা তৈরি করতে পারে। তারা বিভিন্ন ধরনের জন সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে। ইলেট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়াতে বিভিন্ন ধরনের ভিড়িও বা চিত্র তুলে ধরে জনসচেতনতা তৈরি করতে পারে।
- **সবুজায়ন কর্মসূচি :** বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বিভিন্ন ধরনের সবুজায়ন কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারে। আমরা ঢাকা শহরের দুই রাস্তার মাঝখানের অংশে দেখতে পাই, বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বিভিন্ন ধরনের সবুজায়ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এভাবে বিভিন্ন ধরনের সবুজায়ন কর্মসূচি গ্রহণ করে তারা পরিবেশের ভারসাম্য বৃদ্ধি করতে পারে।
- **CSR খাতে ব্যয় বৃদ্ধি :** বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহ CSR খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিবেশ উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে।
- **ব্যালেন্স তৈরি :** পরিবেশ দূষণের জন্য সবচেয়ে বেশি দায়ী হলো বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহ। কারণ তারাই বিভিন্ন কলকারখানার মাধ্যমে পরিবেশের দূষণ সবচেয়ে বেশি ঘটায়। তাই তাদের উচিৎ তারা যতটুকু দূষণ ঘটায় তার থেকে বেশি পরিমাণ পরিবেশ উন্নয়নের জন্য কাজ করা। যাতে তাদের সৃষ্ট দূষণ ও দূষণ রোধের কাজের মধ্যে ব্যালেন্স তৈরি হয়।
- **ত্রুটিপূর্ণ যন্ত্রপাতি /যানবাহন পরিহার :** ত্রুটিপূর্ণ যন্ত্রপাতি বা যানবাহন পরিবেশের অধিক দূষণ ঘটায়। তাই বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের উচিত এসব ত্রুটিপূর্ণ যন্ত্রপাতি ব্যবহার না করে, ত্রুটিহীন যন্ত্রপাতি /যানবাহন ব্যবহার করা।
- **কর্মচারীদের সচেতন করা :** বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেন সচেতন করার জন্য বিভিন্ন প্রকার ট্রেনিং কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারে এবং কর্মকর্তা- কর্মচারীদের পরিবেশ উন্নয়নে সচেতন করতে পারে ও উৎসাহিত করতে পারে।
- **পরিবেশ আইন মেনে চলা :** বাংলাদেশে পরিবেশ সংরক্ষণে বিভিন্ন প্রকার আইন ও বিধিমালা আছে। যার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য আইন হলো পরিবেশ আইন ১৯৯৫। বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের উচিত তাদের ব্যবসার পরিধি বৃদ্ধিকরণের সময় পরিবেশ আইনগুলো মেনে তাদের ব্যবসার পরিধি বৃদ্ধি করা।
- **বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান এলাকার পরিবেশ বান্ধবভাবে উন্নয়ন করা :** পরিবেশের রক্ষার জন্য বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান এলাকার উন্নয়ন এবং এর সাথে সাথে পরিবেশে নতুন বিকল্প উদ্ভাবন করা উচিত।
- বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান নিরাপদ ও পরিবেশ বান্ধব পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবেশ রক্ষায় ভূমিকা রাখতে পারে এবং অন্যান্য বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানকে এই বিষয়ে উৎসাহিত করতে পারে।
- বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলো সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি পালন করতে পারে এবং পরিবেশ রক্ষায় কলকারখানার সহ নানা প্রতিষ্ঠান এর ময়লা দ্রব্যাদি ফেলানোর ক্ষেত্রে কঠোর সিদ্ধান্তে আসা প্রয়োজন।
- সরকারী ভাবে নানা উদ্যোগের পাশাপাশি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান গুলো তাদের নিজেদের পরিবেশ রক্ষায় নানা কর্মসূচি নিতে পারে যা পরিবেশ রক্ষায় ভুমিকা রাখবে।
- বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহ পণ্য বিক্রয়ের সময় প্লাস্টিকের ব্যাগের পরিবর্তে পাটজাত দ্রব্য থেকে তৈরিকৃত ব্যাগে পণ্য সরবরাহ করে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

পরিবেশ রক্ষার বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ। পরিবেশের সমস্যার মূল কারণ সম্পর্কে জ্ঞান বাড়াতে হবে এবং সেই সমস্যার সমাধান খুঁজতে হবে। পরিবেশ রক্ষার জন্য নতুন কর্মসূচি প্রণোদিত হবে, যা সমাজের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাহায্য করবে। সমাজ ও অর্থনৈতিক প্রগতি সম্পর্কে সচেতনতা এবং জ্ঞান বাড়াতে হবে। সর্বোপরি সরকারের পাশাপাশি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান গুলোর উচিত পরিবেশের উন্নয়নে কাজ করা।

06. Focus Writing in English 35

Women Entrepreneurship and Empowerment in Bangladesh.

Answer :

Women Entrepreneurship and Empowerment in Bangladesh.

The empowerment of women is an essential precondition for the removal of poverty. It will also uphold human rights. It helps build a base for social change. Bangladesh Con. In Bangladesh, women constitute half of the total population. But their status remains the lowest on the basis of twenty indicators in terms of health, marriage, children, education, employment and social equality (NCBP, 2017). In the male dominated society in Bangladesh, we consider women inferior to men. We think women are fit for doing household tasks. The World Bank Study on Bangladesh highlights that women have limited role in making decision in their household. They have limited access and control over household resources. But they are under pressure with heavy domestic workloads from dawn to dusk.

What is women Empowerment: Empowerment means giving power and authority. So by women's empowerment, we mean giving power and authority to the women.

The process of empowerment requires transformation of structures of sub-ordinance, control over material and intellectual resources, gaining decisions, and reduction of gender inequality. This requires that women must recognize their strategic needs, their social position. The women's strategic needs are defined as to increase the women's bargaining capacity, reduce violence against women and make them gain more influence over decision-making.

There are three important dimensions of women's empowerment. These dimensions are dynamic, interlinked and mutually reinforcing and they are as follows:

i. Socio-economic dimension: It includes economic contribution to household welfare, access to socio-economic resources and ownership of productive and non-productive assets. This will increase women's earning capacity, bargaining power, control over resources, role in household economic decision-making, meeting the basic needs and altogether improving self-reliance, thereby reducing women's economic subordination.

ii. Familial dimension: It includes participation in household decisions covering six major dimensions. The increased role in household decision-making would enable them to improve their self-determination, bargaining power, control over resources, self-esteem, autonomy, status and power relations within households. That means the increased role of women in household decision –making will lead to their own wellbeing and that of their children.

iii. Psychological dimension: It includes perception on gender awareness with regard to basic rights of women and coping capacity to different household shocks. It will enhance self-confidence, bargaining power, freedom of choices and coping abilities within the households. It is hypothesized that various kinds of inputs (e.g. education and skill training) provided by different intervening agencies will encourage women's participation in the development programs. Subsequently, this process will lead to gender equality through enhanced self confidence, resources, coping abilities, freedom of choices and power relations. It is assumed that gender equality contributes substantially to the well-being of women and reduces women's vulnerability and poverty.

Causes of disempowerment of women in Bangladesh:

Enslavement of male domination: The vast majority of the women of our country are directly and indirectly dependent on male dominated society because of economic insolvency. This economic insecurity paves the way for extreme dependency from where the disempowered women did not come out.

Access to resources: The women of Bangladesh have been deprived of father's house to husband's abode in terms of access to resources. Lack of access to resources turns them into mere pieces of scraps who will always contribute to their family without a hope of getting rewards in return. This perilous situation makes women most vulnerable to social injustice and inequality.

Unemployment: As Bangladesh is a poor country where men have limited opportunity for employment, women suffer most for unemployment. Moreover, women have familial responsibility to rear the children for which they lag behind in the competition for getting employment.

Lack of education: Though education is the backbone of a nation, the vast portion of women spends their life time without having education or remaining under the darkness of education. It is more than true that it is education which can enlighten our life removing all kinds of superstition, malpractice and ignorance. So keeping the women illiterate means to shrink the way of development.

Social outlook: Women are thought to be inferior to men generally in Bangladesh, particularly in the remote rural areas. The progress of women in the family as well as in society is considered negatively. Furthermore, dowry system weakens the way of development. Again, intense poverty deepens extreme vulnerability of women to the oppression of male counterpart.

Indifference of political parties: Conventional political parities of Bangladesh are not aware about human rights, especially women rights. They do not feel free in making room for women in their party politics. It is a bad luck for the nation that though the government and the main opposition party are headed by women, women representation in the party committees and other bodies is very minimal.

Household discrimination: In Bangladesh, there is discrimination against girl children regarding the household expenditure on education and health care. Even gender position in poor households affects intra-household inequalities as well as causes violence and relative deprivation in terms of both physical and mental well-being.

Economic census about women entrepreneurship : In recent years, the rate of new business formation by women has significantly risen in Bangladesh. However, women still own and manage significantly fewer businesses than men. According to the Economic Census 2020, the number of female headed establishments is about 1 million (17% per cent) while it was 0.10 million (2.80 per cent) in 2001 and 2003.

Real example of women entrepreneurs

BiBi Russell : One of the legendary fashion designers
Taslima Miji : The CEO and founder of Techmania
Ivy Huq Russell: Founded Maya in 2011
Sabila Enun : Lead Technological Analyst in a Nike Foundation project
Rubaba Dowla : Pulse Healthcare Service's founder
Sabrina Islam : Modernizing the country's architecture field
Samira Zuberi Himika : Established Team Engine, a social-good company.

What is needed for empowerment

i. There is a need to consider alternative intervention strategies involving community and religious groups. Issues related to women's empowerment should be given priority in the interventions of village councils and of religious groups at the local level. This can be achieved effectively only if all these agencies function as a close network under one umbrella. Their initiatives would build the base for promotion positive family practices, social norms favourable to women, income generation and education encouraging gender equality in the community. Thus, the affluent section of the community can play a dominant role in improving women's status.

ii. We should remove the obstacles in the way of economic development for women's empowerment

iii. We should protect unmarried women as well as young girls. In this regard, the government and community should come forward to improving the reproductive health and counseling services.

iv. The outlook and practices of the male people of the society should be change; Regulatory reform is needed to uproot oppression on women and the women should have easy and smooth access to formal financial services and income generating activities.

Some leading international donors such as the World Bank, WHO, UNICEF, UNFPA, FAO, OXFAM and CIDA are supporting many projects related to women's development in Bangladesh. They have been playing a major role in advancing legislation that eliminates discrimination against girls and women b funding different projects related to education, agricultural production, health, human rights etc. implemented through GOs, NGOs and WOs. But apart from that they should monitor and evaluate specifically the gender impact of project interventions on regular basis to control misuses of resources, corruption and other irregularities. Thus, donors constitute a vital contributing factor in upgrading women's status in Bangladesh so as to fulfill the Millennium Development Goals.

07. Argumenta Writing in English 30

It is not Unethical to Acquire Exceptionally High Financial Assets

Answer :

It is not Unethical to Acquire Exceptionally High Financial Assets

The accumulation of wealth is often seen as a sign of success, and it is a common goal for many people. However, some argue that it is unethical to acquire exceptionally high financial assets. In this essay, I will argue that it is not unethical to acquire exceptionally high financial assets, as long as it is done through legal means and the individual uses their wealth to make a positive impact on society.

Firstly, it is important to note that acquiring exceptionally high financial assets is not inherently unethical. People have the right to pursue their own goals and aspirations, including the accumulation of wealth. As long as they are not breaking any laws or harming others in the process, there is nothing unethical about it. In fact, many successful entrepreneurs and business people have massed great wealth through their hard work and dedication.

Furthermore, having exceptionally high financial assets can be beneficial for society. Wealthy individuals often invest their money in business, which creates jobs and boosts the economy. They also have the ability to donate to charitable causes and make a significant impact on society. For example, the Bill and Melinda Gates Foundation has donated billions of dollars to fund research into diseases and to support education initiatives around the world. This type of philanthropy can have a far-reaching and positive impact on society. Moreover, acquiring wealth through legal means and using it for philanthropic purposes is not only ethical but also beneficial for the individual. Studies have shown that people who give to charity and engage in philanthropic activities experience greater happiness and satisfaction in life. By using their wealth to make a positive impact on society, individuals can feel a sense of purpose and fulfillment that they may not get from accumulating wealth for its own sake.

However, it is important to note that not all wealth is acquired through legal means or used for philanthropic purposes. There are cases where individuals have acquired wealth through illegal means, such as fraud or embezzlement. In these cases, it is not only unethical but also illegal to acquire exceptionally high financial assets. Additionally, if individuals use their wealth to harm others or engage in unethical practices, then it is not ethical to acquire wealth in this manner.

Furthermore, there is a growing concern about the wealth gap between the rich and the poor. It is important to address this issue and ensure that everyone has access to basic necessities and opportunities. However, this does not mean that it is unethical to acquire exceptionally high financial assets. Instead, the focus should be on addressing the root causes of inequality and ensuring that everyone has access to the resources and opportunities they need to succeed.

In conclusion, it is not unethical to acquire exceptionally high financial assets, as long as it is done through legal means and the individual uses their wealth to make a positive impact on society. Wealthy individuals have the right to pursue their own goals and aspirations, including the accumulation of wealth. Moreover, having exceptionally high financial assets can be beneficial for society, as wealthy individuals often invest their money in businesses and engage in philanthropic activities. However, it is important to ensure that wealth is acquired through legal means and used for philanthropic purposes, rather than through illegal means or unethical practices.

Combined 8 Banks & 1 FI
Senior Officer
Exam Held on : 24.2.2023

1. Read the passage and answer the questions (i–v) **(5×6=30)**

The weather can change day-to-day or even from hour-to-hour, whereas the climate in an area usually takes a long time to change. Climate does not change day-to-day or even month –to-month, but usually takes hundreds, thousands, or millions of years to change. In the world today, climate change is often heard, and is usually refers to the process of the Earth heating up, which is often called global warming. Most people can agree on the weather, but sometimes climate change or global warming leads to disagreement. During its life, the climate of the Earth has changed quite often and has experienced an Ice Age, warming, and everything in between. It is a proven fact that the Earth's average temperature has increased about 1.33°F over the past 100 years between the 1900s and 2000s. The Earth is covered like a greenhouse, which is used by some farmers, flutists, and others to grow plants, it is a 'glass-covered' building that absorbs the heat from the Sun Greenhouses are very hot. The greenhouse gases include mostly carbon dioxide, methane, and nitrone oxide. An increase in the greenhouse gases causes the Earth to become warmer. A warmer climate can affect the planet negatively. It could lead to heavier precipitation, unusual season changes, heat wave, etc. Farming in developing countries face increased rain, floods, and droughts, plus, certain kinds of food items may become scarce, unavailable, or more-expensive for people to purchase. Many scientists believe it is a result of human behavior, and changing some of those behaviors will have a positive effect on climate change and global warming.

Important vocabulary : Process - প্রক্রিয়া, leads - বাড়ে, disagreement - মতভেদ, experienced – অভিজ্ঞ, increased- বৃদ্ধি, flutists -বাঁশিবাদক, plants- গাছপালা, glass-covered - কাঁচে ঢাকা, warmer- উষ্ণতর, planet- গ্রহ, heavier- ভারী, scarce- দুষ্পাপ্য, purchase- ক্রয়

Summary of the passage: জলবায়ু পরিবর্তন বর্তমানে একটি দৈনিক বিষয়ের মধ্যে একটি যা পূর্ব কয়েক বছর থেকে শত শত বছর বা লক্ষ লক্ষ বছর এর মধ্যে তুলনা করা হতো। বর্তমানে জলবায়ু পরিবর্তনের সবচেয়ে বড় কারণ হলো তাপমাত্রা বৃদ্ধি এবং যার ফলে গ্রীনহাউজ প্রক্রিয়া সৃষ্ট হয় এবং বিশ্বের এক বিরূপ প্রকৃতি দেখা যায়। এছাড়াও এর ফলে নানা ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রায়ই দেখা যায় যা বর্তমান সময়ের জন্যে মানুষ ও পৃথিবীতে বসবাসকৃত সকল জীবের জন্য হুমকী হয়ে দাড়িয়েছে।

Questions:

i. What is the key difference between Climate and Weather?

Ans: Weather is what conditions of the atmosphere are over a short period of time, and climate is how the atmosphere "behaves" over relatively long periods of time.

ii. What is a green house?

Ans: A greenhouse is a building with glass walls and a glass roof. Greenhouses are used to grow plants, such as tomatoes and tropical flowers. A greenhouse stays warm inside, even during the winter. In the daytime, sunlight shines into the greenhouse and warms the plants and air inside.

iii. How did the Earth experience climate change over the years?

Ans: The planet's average surface temperature has risen about 2 degrees Fahrenheit (1 degrees Celsius) since the late 19th century, a change driven largely by increased carbon dioxide emissions into the atmosphere and other human activities.

iv. How is the Earth getting affected by greenhouse gases?

Ans: Too much of these greenhouse gases can cause Earth's atmosphere to trap more and more heat. This causes Earth to warm up.

v. How is farming in developing countries getting affected by global warming?

Ans: The largest known economic impact of climate change is upon agriculture because of the size and sensitivity of the sector. Warming causes the greatest harm to agriculture in developing countries primarily because many farms in the low latitudes already endure climates that are too hot.

vi. What is your key lesson from the texts?

Ans: above the passage, the identification of both weather and global change and their impact that can face the **people** in the world rapidly such as many natural calamities.

2. Solve the following problems (i–v) **(6×5 = 30)**

i. Certain amount of money is divided among A, B, and C in such a way that A gets 3 times as much as B and B receives 2 times as much as C. If A receives TK. 1500 more than C. What is the total amount of money?

অনুবাদ : একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ A, B এবং C মধ্যে এমনভাবে বন্টন করা হলো A পেল B এর তিনগুণ এবং B পেল C এর দ্বিগুণ পরিমাণ। A C এর চেয়ে ১৫০০ টাকা বেশি পেল। তাহলে মোট পরিমাণ অর্থ কত?

Solution:

Let, C get = x tk

B get = 2x tk

A get = (2x×3) tk = 6x tk

Total money = (6x+2x+x) tk = 9x tk

According to Question,

6x–x= 1500

$\Rightarrow$ 5x = 1500

$\Rightarrow$ x = 300

Total money = 9x = 9×300= 2700 tk

ii. The population of a village is 10000, in one year, male population increase by 6% and female population by 4%. If the population at the end of the year is 10520, find the original size of the male population in that village.

অনুবাদ : একটি গ্রামের জনসংখ্যা ১০০০০ জন। পুরুষ জনসংখ্যা ৬% এবং মহিলা জনসংখ্যা ৪% হারে বৃদ্ধি পেল। বছর শেষে জনসংখ্যার পরিমাণ ১০৫২০ জন। তাহলে ঐ গ্রামে পুরুষ জনসংখ্যার আসল পরিমাণ কত?

Solution:

Let number of Original Male Population is x

So, Number of Original Female population is (10000 – x)

Total population increased = 10520 – 10000 = 520

According to Question,

6% of x + 4% of (10000 – x) = 520

So, $\frac{6x}{100} + 4 \times \frac{10000-x}{100} = 520$

So, $6x + 40000 - 4x = 520 \times 100$

So, $2x = 52000 - 40000$

So, $x = \frac{12000}{2} = 6000$

Number of Original Male 6000 (Answer)

iii. A bag contains coins of Tk. 1, Tk. 2, and Tk. 5 denomination in the ratio 2 : 3 : 4. If the total amount is Tk. 280, find the number of coins of Tk. 5 denomination in the bag.

অনুবাদ : একটি ব্যাগে ১ টাকা, ২ টাকা এবং ৫ টাকা মূল্যমানের কয়েন আছে যথাক্রমে ২, ৩ ও ৪ অনুপাতে। ব্যাগে যদি মোট ২৮০ টাকা থাকে, তাহলে ৫ টাকা মূল্যমানের কতটি কয়েন আছে?

Answer:

Let, the bag contains coins of Tk. 1, Tk. 2 and Tk. 5 are 2x, 3x and 4x respectively.

ATQ, $(2x \times 1 + 3x \times 2 + 4x \times 5) = 280$ Taka

So, $x = \frac{280}{28} = 10$ Taka

So, Number of Coins of Tk. 5 denomination in the bag $= 4x = 4 \times 10 = 40$ (Answer)

iv. 3 years ago, father's age was twice the age of his 4 sons. In 3 years time, the father's will be equal to the sum of the ages of the sons. Find the present age of the father.

অনুবাদ : ৩ বছর আগে পিতার বয়স ছিল চার সন্তানের বয়সের দ্বিগুণ। ৩ বছর পরে, পিতার বয়স হবে সন্তানদের বয়সের সমান। পিতার বর্তমান বয়স বের করুন।

Solution:

Here, Let present age of Father is x and sum of the present ages of four sons = y

ATQ, $(x - 3) = 2 \times (y - 3 \times 4)$

So, $x - 2y = -24 + 3 = -21$.....(i)

Again,

ATQ, $x + 3 = y + 12$

So, $x - y = 12 - 3 = 9$.....(ii)

Now, (i) – (ii) × 2 we get,

$x - 2y - 2x + 2y = -21 - 18$

So, x = 39 years (Answer)

v. If the perimeter of an isosceles right triangle is $(6 + 3\sqrt{2})$ meter, then what is the area of the triangle?

অনুবাদ : সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের পরিসীমা $(6 + 3\sqrt{2})$ মিটার, তাহলে ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল কত?

Solution:

In an isosceles right angled triangle, the two sides on the right angle are equal.

Let the equal sides be a.

Hence, hypotenuse of the isosceles right angled triangle $= \sqrt{a^2+a^2} = \sqrt{2}\,a$

Given, perimeter of the triangle $= (6+3\sqrt{2})$m

$\Rightarrow a+a+\sqrt{2}\,a = (6 + 3\sqrt{2})$

$\Rightarrow a(2+\sqrt{2}) = 3(2+\sqrt{2})$m

$\Rightarrow a = 3$m

In the isosceles right triangle, the base and height = a

Hence, area of the triangle $= \frac{1}{2} \times \text{base} \times \text{height} = \frac{1}{2} \times 3 \times 3 = 4.5\ \text{m}^2$ (Answer)

3. Answer the following question (i – xv) **(2×5 =30)**

i. Name the two country that are recently affected by the deadly earthquake.

Ans: Syria and Turkey are the two countries recently affected by the deadly earthquake.

ii. Who are the presidents of the two Europe and Asian economics that are engaged is a widely discussed war?

Ans: Volodymyr Zelensky (Ukraine) and vladimir Putin (Russia) are the presidents that are engaged in a widely discussed war.

iii. What are the countries where 'Tigroy' and 'Wuhan' are located?

Ans:

Tigray is loceted in Ethiopia	Wuhan is located in China.

iv. Name two member states of the Eurasion Economic Union.

Ans: The name of two Eurasion Economic Union members are Russia and Belarus. (The Eurasian Economic Union consists of five member states: Russia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, and Armenia.)

v. What are the two countries where the largest Mangrove Forest on the earth is located?

Ans: The largest Mangrove Forest of the world is located at Bangladesh and India.

vi. Name the regulators of commercial Banks and Insurance companies in Bangladesh.

Ans:

Organization	Regulator
Commercial Banks	Bangladesh Bank (BB)
Insurance companies	Insurance Development and Regulatory Authority of Bangladesh (IDRA)

vii. What was the year and in which city Bangabandhu placed the six points?

Ans: Bangabandhu placed the six points in 1966 in Lahore, Pakistan.

viii. Who are the current Team captions of the National Men and Women Team of Bangladesh?

Ans: The current Team captains of the National Men and Women Football Team of Bangladesh are Jamal bhuiyan and Sabina Khatun respectively.

ix. Name two specialized Banks of Bangladesh that are specially designated for agricultural and rural financing.

Ans: The two specialized Banks of Bangladesh that are specially designated for agricultural and rural financing are – Bangladesh Krishi Bank (BKB) and Rajshahi Krisi Unnayan Bank (RAKUB).

x. Write full form of 'SWIFT' and 'TRIPS'.

Ans:

SWIFT	Society for Worldwide Inter bank Financial Telecommunications
TRIPS	Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights

xi. Name any two main greenhouse gases that are responsible for global warming.

Ans: Two main greenhouse gases that are responsible for gloabl warming are Carbon dioxide and Methane.

xii. In which year WTO was founded? Who is the current Director General of the WTO?

Ans: The WTO was founded in 1995. The current Director General of the WTO is Dr. Ngozi Okonjo-Lweala.

xiii. Who was the home minister and Defense Minister of the Mujibnagar Government?
Ans: The home minister of the Mujibnagar Government was Abul Hasnot Muhammad Qamaruzzaman and Defense Minister of the Mujibnagar Government was Tajudding Ahmed.

xiv. What are the top two RMG exporting countries other than Bangladesh?
Ans: The top two RMG exporting countries other than Bangladesh are China and Vietnam.

xv. Name the Palli Kabi of Bangladesh, In which district the Palli Kabi was Born?
Ans: The Palli Kabi of Bangladesh is Jasimuddin. He was born in Faridpur.

4. Translation (English to Bangla) **(10)**

Banking is a highly regulated and sensitive industry where the leadership approach should be seen differently. To guide banking industry, bank boards, and top executives must perform while complying with stringent regulations. Of all the business, commercial banking became very sensitive and turbulent in the changing unpredictable business cycles. To sustain, banks need to have effective leadership approach. Despite several similarities, the leadership approach in banking is clearly different from other businesses.

Translation : ব্যাংকিং একটি অত্যন্ত নিয়ন্ত্রিত এবং সংবেদনশীল শিল্প যেখানে নেতৃত্বের পদ্ধতিকে ভিন্নভাবে দেখা উচিত। ব্যাংকিং শিল্পকে গাইড করার জন্য, ব্যাংক বোর্ড এবং শীর্ষ নির্বাহীদের অবশ্যই কঠোর প্রবিধান মেনে চলতে হবে। সমস্ত ব্যবসার মধ্যে, পরিবর্তনশীল অপ্রত্যাশিত ব্যবসা চক্রে বাণিজ্যিক ব্যাংকিং অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং অশান্ত হয়ে উঠেছে। টিকিয়ে রাখার জন্য, ব্যাংকগুলির একটি কার্যকর নেতৃত্বের পদ্ধতি থাকা দরকার। বেশ কিছু মিল থাকা সত্ত্বেও, ব্যাংকিংয়ে নেতৃত্বের পদ্ধতি অন্যান্য ব্যবসার থেকে স্পষ্টতই আলাদা।

5. Focus Writing in Bangla : **(35)**

বিশ্ব পরিস্থিতিতে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধি এবং জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান

Answer :

বিশ্ব পরিস্থিতিতে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধি এবং জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান

দ্রব্যমূল্যের সঙ্গে মানুষের জীবনযাত্রার সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। একটি পরিবার কীভাবে তাদের দৈনন্দিন জীবনকে নির্বাহ করবে তা নির্ভর করে তাদের আয়, চাহিদা এবং দ্রব্যমূল্যের ওপর। প্রয়োজনীয় প্রতিটি পণ্যের মূল্য যখন সহনীয় পর্যায়ে এবং সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে থাকে, তখন তাদের জীবন কাটে স্বস্তিতে। অন্যদিকে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য যখন সাধারণ মানুষের আর্থিক সঙ্গতির সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে যায়, তখন দরিদ্র এবং অতিদরিদ্র পরিবারে শুরু হয় অশান্তি। তাই দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির কারণে একদিকে জনজীবনে নেমে আসে কষ্টের কালো ছায়া। অন্যদিকে নিম্নআয়ের মানুষের জীবন হয় ওষ্ঠাগত। বাজারে চাল, ডাল, তেল, লবন, পেঁয়াজ, শাকসবজি থেকে শুরু করে এমন কোন নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য নেই, যার দাম লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে না।

দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির পরিসংখ্যান : ২০২১-২০২২ সালে উল্লেখযোগ্যভাবে দ্রব্যেমূল্যর উর্ধ্বগতি হয়েছে। ২০২০ সালে সয়াবিন তেল প্রতি কেজির পাইকারি দাম ছিল ৮৮ টাকা, ২০২১ সালের ১১৫ টাকা এবং ২০২২ সালে ১৮০ টাকা। ২০২০ সালে মসুর ডাল ছিল ৬৮ টাকা, ২০২১ সালে ৯২ টাকা এবং ২০২২ সালে ১০৮ টাকা। এভাবে লাগামহীনভাবে বেড়েছে নিত্যপণ্যের দাম। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০২২ সালের সর্বশেষ 'খানা আয়ব্যয় জরিপ'-এ উঠে এসেছে খানাপিছু গড় মাসিক আয় ১৫ হাজার ৯৪৫ টাকা যার মধ্যে প্রায় ৪৮ শতাংশই যার খাদ্য কেনায়। দরিদ্র ও প্রান্তিক পরিবারগুলোর মাসিক মোট আয়ের প্রায় ৭০ শতাংশ পর্যন্ত ব্যয় হয় খাদ্যের পেছনে। ২০২২-এর এক সংবাদ সূত্র অনুযায়ী বলা হয় গত ৩০ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ মূল্যবৃদ্ধি ছিল দ্রব্যমূল্যের। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী ২০২১-২০২২ অর্থবছরে গড় মূল্যস্ফীতি ৬ তাংশ থাকবে বলা হয়েছিল এবং বাংলাদেশের জন্য একট বড় একটি চ্যালেঞ্জ ছিল। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী, গত বছরের ফেব্রুয়াতে দেশে গড় মূল্যস্ফীতির হার বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ৬ দশমিক ১৭৭। দেশের দ্বিতীয় দফা লকডাউন খুলে দেওয়ার পর মাথাপিছু আয় ভালোভাবেই বেড়েছিল। আগস্ট ২০২১ থেকে জানুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত এই আয় বৃদ্ধির হার ছিল ২৭ শতাংশ। কিন্তু মূল্যস্ফীতির কারণে জানুয়ারি ও মে ২০২২-এর মধ্যে এ আয় আবার ৬ শতাংশ কমেছে। ফেব্রুয়ারি ২০২২ থেকে স্বল্প আয়ের পরিবারগুলো মাছ, মাংস, দুধ ও ফল কেনা কমিয়ে দিয়েছিল।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণ :

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ : বর্তমানে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির মূল কারণ হিসেবে বিবেচনা করা হয় রাশিয়া-ইউক্রেনের যুদ্ধকে। বিশ্বে জ্বালানি সরবরাহের অন্যতম সরবরাহকারী হলো রাশিয়া। এই যুদ্ধের কারণে বিশ্বে জ্বালানি সরবরাহ ব্যাপকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। অন্যদিকে কৃষি খাদ্যদ্রব্য যেমন : গম এর অন্যতম বৃহৎ সরবরাহকারী হলো ইউক্রেন। এই যুদ্ধের ফলে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহও ব্যাপকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। ফলে বিশ্বব্যাপী দ্রব্যের দাম বাড়ছে দ্রুতহারে।

করোনা ভাইরাস : বিশ্বে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হিসেবে বিবেচনা করা হয় করোনা ভাইরাসকে। করোনা ভাইরাসের কারণে লকডাউন দেয়ার কারণে অনেক শিল্প-কারখানার উৎপাদন অনেক দিন বন্ধ ছিল এবং পণ্য পরিবহন ও সরবরাহও ব্যাপকভাবে ব্যাহত হয়। ফলে দ্রব্যমূল্য দ্রুতহারে বৃদ্ধি পায়।

উৎপাদন অপ্রতুলতা : বাংলাদেশে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সবচেয়ে বড় কারণ হলো উৎপাদন অপ্রতুলতা বা চাহিদার তুলনায় যোগানের অভাব। ফলে সীমাবদ্ধ জিনিসের জন্য অগণিত ক্রেতার ভিড় এবং পরিণামে মূল্যবৃদ্ধি ও জিনিস সংগ্রহের জন্য তীব্র প্রতিযোগিতা চলে। আর উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কৃষির আধুনিকীকরণে নেই কোনো কার্যকর পদক্ষেপ।

ব্যবসায়ীদের সিন্ডিকেট : ব্যবসায়ীদের সিন্ডিকেট দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির একটি প্রধান কারণ। এক শ্রেণির অতি মুনাফালোভী অসাধু ব্যবসায়ী নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মজুদ গড়ে তুলে বাজার নিয়ন্ত্রণ করে বলে প্রায়ই অভিযোগ ওঠে।

চাঁদাবাজি : শিল্প মালিক, উদ্যোক্তা, উৎপাদক ও ব্যবসায়ীদের ওপর মোটা অঙ্কের চাঁদাবাজি দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির আরেকটি কারণ। ব্যবসায়ী এবং উৎপাদকরা চাঁদাবাজদের প্রদত্ত চাঁদার ক্ষতি দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করে পুষিয়ে নেন। ফলে ক্ষতিগ্রস্থ হন সাধারণ ভোক্তারা।

সরকার কর্তৃক অতিরিক্ত করারোপ ও শুল্ক বৃদ্ধি : দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির আরেকটি কারণ সরকার কর্তৃক অতিরিক্ত করারোপ। তৃতীয় বিশ্বের অধিক আর্থিক সংকট কাটানোর জন্য আমদানিকৃত ও দেশীয় উৎপাদিত পণ্যের উপর বিপুল পরিমাণ কর আরাপ করা হয়। এছাড়া শুল্ক বৃদ্ধির কারণেও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়।

মজুদদারি : মজুদদারির মাধ্যমে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়। খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য কেউ অকারণে মজুদ করে রাখলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ : প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, বন্যা, জালোচ্ছ্বাস, খরা প্রভৃতির কারণে ফসল নষ্ট হলে বা পণ্যের স্বল্পতা দেখা দিলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়।

মধ্যস্বত্বভোগীদের অনৈতিক হস্তক্ষেপ : যে কোন পণ্যই মধ্যস্বত্বভোগীরা অধিক লাভের আশায় কিনে রাখে বা অনৈতিক হস্তক্ষেপ করে। অধিকাংশ ভোগ্যপণ্যের ক্ষেত্রে দেখা যায়, উৎপাদন ক্ষেত্র থেকে যে মূল্যে ব্যবসায়ী ও মধ্যস্বত্বভোগীরা তা ক্রয় করে থাকে কিংবা সেখানে যে মূল্যে সে দ্রব্য বিক্রি হয়, বাজারে তা বিক্রি করে অনেক বেশি চড়া দামে। মধ্যস্বত্বভোগীদের অত্যধিক মুনাফা লাভের এ হীন মানসিকতার ফলে দ্রব্যমূল্য বেড়ে যায়।

কালো টাকার দৌরাত্ম্য : কালো টাকার দৌরাত্ম্য বা প্রভাব এদেশে একটি স্বাভাবিক বা নিত্য নৈমত্তিক ব্যাপার। এই কালো টাকার একটা নেতিবাচক প্রভাব বাজারে পড়ে। অবৈধ উপায়ে অর্জিত বলে তারা ১০০ টাকার জিনিস ৫০০ টাকায় ক্রয় করতে দ্বিধা করে না।

পণ্যের স্বল্পতা : সারারণত জনগেণের চাহিদা পূরণের জন্য যতটুকু পণ্য প্রয়োজন তার তুলনায় পণ্যের স্বল্পতা দেখা দিলেই বাজারে দ্রব্যমূল্যে দাম বৃদ্ধি পায়। সেই পণ্যের স্বল্পতা নানা কারণেই হতে পারে যেমন: উৎপাদন কম হওয়া, পরিবহন খরচ ও অন্যান্য খরচ বৃদ্ধি পাওয়া, মজুদদারি করে রাখা, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসল নষ্ট হওয়া ইত্যাদি।

রাজনৈতিক অস্থিরতা : একটি দেশে যখন রাজনৈতিক অস্থিরতা বিশেষ করে ক্ষমতা লোভের কারণে মত্ত হয়ে উঠে সরকারী ও বিরোধীদলগুলো, তখন সে দেশে স্থিতিশীলতা থাকে না। বিশেষ করে আমাদের মত গরীব দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা, ঘন ঘন হরতাল ও ধর্মঘটের কারণে উৎপাদন ব্যাহত হয়। কাজেই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়।

প্রশাসনিক দুর্নীতি : প্রশাসনের দুর্নীতি আজ রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিরাজ করছে। দেশে দেশে প্রশাসনের দুর্নীতি যেন কালো ছায়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রশাসনিক দুর্নীতি যেমন অবৈধভাবে জিনিসপত্রের দাম বাড়ানো, কালোবাজারি, মজুদদারি, চোরাকারবারি, দ্রব্যের কৃত্রিম সংকট তৈরি করে পণ্যের দাম বৃদ্ধি করা হয়।

সুষ্ঠু নীতিমালার অভাব : সরকার, প্রশাসন ও সংশিস্নষ্ট কর্তৃপক্ষের সুষ্ঠু নীতিমালা প্রয়োগ ও দায়িত্বে অবহেলার কারণে বাজারে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি পরিলক্ষিত হয়।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রভাব :

ভোগের পরিমাণ কমানো : মানুষের আয় বাড়ছে না কিন্তু দ্রব্যের দাম দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই বাধ্য হয়ে মানুষেকে ভোগের পরিমাণ কমাতে হচ্ছে।

বিকল্প আয়ের উৎসের সন্ধান : মানুষের দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহ করার জন্য বর্তমানে বিকল্প আয়ের সন্ধান করতে হচ্ছে। কারণ তাদের আগে যে স্বাভাবিক আয় ছিল তা দিয়ে এখন আর ব্যয় নির্বাহ করা সম্ভব হচ্ছে না।

অবৈধ কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি : দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহ করার জন্য মানুষ বিভিন্ন অবৈধ কাজে যুক্ত হচ্ছে। মাদক ব্যবসা, চোরাচালানী, ঘুষ প্রভৃতি সমাজে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বিলাসী দ্রব্যের ভোগ ত্যাগ : মানুষ মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য বর্তমানে বিলাসী দ্রব্যের ভোগ ত্যাগ করছে। কারণ আগের আয় দিয়ে তারা এখন মৌলিক চাহিদা পূরণ করতেই হিমশিম খাচ্ছে।

জীবন-যাত্রার মান : বাজারে সব দ্রব্যের দামে উর্ধ্বগতি। কিন্তু আয় আগের মতোই আছে। ফলে মানুষের জীবন-যাত্রার মান দিন দিন খারাপের দিকে যাচ্ছে।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিকার :

- দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সাথে জড়িত ব্যবসায়ী সিন্ডিকেটকে গোয়েন্দা সংস্থা ও জনগণের সহযোগিতায় শনাক্ত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা।
- প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় জনগণের কষ্ট লাঘবের জন্য যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করা।
- মধ্যস্বত্বভোগীরা যাতে অত্যধিক মুনাফা লাভের মানসে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করতে না পারে সেজন্য কার্যকর নিয়ম-নীতি প্রণয়ন ও দণ্ডবিধির ব্যবস্থা করা।
- অবৈধ উপায়ে অর্জিত সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা এবং সরকার কর্তৃক জনগণের সম্পদের হিসাব গ্রহণ করা।
- সকল প্রকারের চাঁদাবাজি বন্ধ করা এবং পরিবহনের খরচ কমানোর ব্যবস্থা করা।
- প্রতারণা ও দালালী ক্রয়-বিক্রয় যাতে না চলে সেজন্য বাজার তদারকির ব্যবস্থা করা।
- কোন দ্রব্যের উৎপাদন-সরবরাহে ঘাটতি দেখা দিলে বা ঘাটতির আশংকা দেখা দিলে আমদানী উৎসাহিত করতে সরকার কর্তৃক শুল্ক কমিয়ে দেয়া এবং জনগণের মৌলিক প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বেশি বেশি আমদানী করা।
- দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির আশংকা দেখা দিলে সরকার কর্তৃক পণ্যদ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ করা।
- দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্য জেলায় জেলায় গঠিত টাস্কফোর্স জোরদার ও পণ্য সরবরাহ মনিটরিং সেল গঠন করা।
- দেশে কৃষিপণ্যের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বিশাল মার্কেট গড়ে তুলতে হবে।
- রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে ফসলাদি সংগ্রহ করা। যাতে উৎপাদনকারীরা ন্যায্যমূল্য পায় এবং বাজারের স্থিতিশীলতা বজায় থাকে।
- ব্যাংকগুলোতে এলসি বা ঋণপত্রের অর্থ পরিশোধের সময়সীমা কমিয়ে এক মাসের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে। যাতে আমদানীকারকরা মজুদের সময় না পায়।
- সীমান্ত এলাকায় গোয়েন্দা নযরদারী জোরদারে কার্যকর ভূমিকা পালন ও তদারকি করা।
- উৎপাদনকারীরা যাতে অধিক পরিমাণে পণ্য উৎপন্ন করে সেজন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করা এবং উৎসাহ দেয়া।
- খাদ্যশস্য ও অন্যান্য আবশ্যকীয় ভোগ্যপণ্য ভর্তুকী সহকারে রেশনিং পদ্ধতিতে বিতরণ করা।
- রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার আওতায় ব্যাপকভাবে ভোগ্যপণ্য উৎপাদন ও বণ্টনের সুব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- অপচয় ও বিলাসিতাপূর্ণ জীবন পরিহারের ব্যবস্থা ও কার্যকর ভূমিকা পালন করা।
- বর্ধিত মূল্যের জিনিস পরিহার ও অল্পে তুষ্ট থাকার মানসিকতা তৈরি করা।
- অসহায় ও দুর্বলদের পাশে দাঁড়ানো এবং লেনদেনে সহজ পন্থা অবলম্বন করা।
- নিজ নিজ ধর্মীয় জীবনযাপনে অভ্যস্ত করা। কারণ প্রত্যেক ধর্মেই ন্যায়-অন্যায় দেখিয়ে দেয়া হয়েছে এবং অপচয় জীবন পরিহারের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি একটি বৈশ্বিক সমস্যার পাশাপাশি আমাদের দেশের জন্য চরম সমস্যা। এ সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য ব্যবসায়ীদের মধ্যে নৈতিকতাবোধের উজ্জীবন ঘটাতে হবে। সরকার ও রাষ্ট্রকে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

6. Focus Writing in English **(35)**

Bangladesh's journey of Socio -economic Development

Answer :

Bangladesh's Journey of Socio-economic Development

Bangladesh has been successful in achieving a high level of economic growth in the fiscal year FY22. An astonishing 7.25 percent growth is attained in FY22. Progress was underpinned by 6.6 percent growth on average over the decade. This robust growth enabled Bangladesh to elevate itself into the lower middle-income country status in 2015 and fulfill all three eligibility criteria for graduation from the LDC in 2018. Bangladesh is now well on track for graduation into a developing country in 2026. At present the country is positioned among the fastest growing economies of the world.

Macroeconomic indicators, such as GDP growth, per capita income, food production, imports and exports, workers' remittances and foreign exchange reserves, recorded noteworthy and sustained progress during the last eleven years. Besides, inflation (twelve months average) has been maintained at a tolerable level, bringing it down from 12.3 percent in FY08 to 5.83 percent in FY22. Furthermore, keeping public debt at a reasonable level and demonstrating resilience to external shocks are mentionable successes of the government. Moreover, Bangladesh has also been able to sustain its advancement in social development parameters, such as reducing poverty, enhancing life expectancy, improving literacy rates, increasing per capita food production and so on.

Bangladesh is a relatively young country, having gained independence 51 years ago. Despite its youth, however, the country has made exceptional strides in reducing poverty and boosting shared prosperity over the last five decades.

Economic Progress :

Economic growth: Though whole world facing different types of economic crisis such as corona virus, Russia-Ukraine war, etc, Bangladesh maintaing constant GDP growth rate. According to economic review 2022, GDP growth rate of Bangladesh is 7.25% which is higher than many countries in the world. Average GDP growth during FY 09-FY19 was 6.6 percent, whereas it was 5.4 percent during FY01-FY06.

Per capita income : Per capita income of Bangladesh has increased highly. According to economic review 2022, present per capita income is US$ 2824. Per capita income has grown more than 5 times to US$ 2824 in FY22 from US$ 543 in FY06.

Export earnings : Export earnings increased to US$ 32.071 billion (3.8 times) in FY22 from US$ 10.53 billion in FY06.

Remittance : Remittance inflows stood at US$ 16.42 billion (3.4 times) in FY19 from US$ 4.80 billion in FY06.

Foreign exchange reserves : Foreign exchange reserves, which was only US$ 3.48 billion at the end of FY06, increased to US$ 32.26 billion (9.4 times) at the end of in february, 2023 that is sufficient to foot more than 6.6 months' import bills.

Total cereal production : Total cereal production increased by 46.0 percent to 40.7 million metric ton in FY18 from 27.8 million metric ton in FY06;

Power generation : Now electricity coverage is 100%. Power generation capacity has grown more than 4.2 times, which now stands at 22,329 MW at the end of FY19 from 5,245 MW at the end of FY06.

Share of industrial sector in GDP : Share of industrial sector in GDP has increased to 35.14 percent in FY19 from 25.4 percent in FY06;

The size of the government budget : The size of the government budget has increased to BDT 678,064 crore in fiscal year 2022-23 which is more than 8 times of FY06's budget (BDT 611 billion).

Revenue earnings : Revenue earnings soared to BDT 2165.54 billion in FY18, which is 5 times larger than that of FY06.

Interest Rate: During FY10-FY19, real interest rate and interest spread declined steadily; interest spread came down to 4.15 percent at the end of FY19;

Total investment to GDP : Total investment to GDP ratio increased to 31.6 percent in FY19 from 26.1 percent in FY06. Foreign Direct Investment (FDI) increased by 68 percent and reached US$ 3.61 billion in 2018.

Public investment : Public investment scaled up to 8.2 percent of GDP in FY19 from 5.6 percent in FY06;

Inflation rates : According to economic review 2022, current inflation rates has consistently been lowered and came down to 5.83 percent.

Progress in the Social Sector :

Life expectancy: The average life expectancy at birth, which was 66.5 years at the end of 2006, increased to 72.8 years at the end of 2022.

Poverty reduction : Poverty alleviation is considered to be one of the most important indicators of the socioeconomic development of a state and society. Bangladesh has achieved remarkable development in poverty alleviation during the last few decades. According to the economic review 2022 present poverty rate is 20.5 percent and extreme poverty rate is 10.5 percent whereas it was 56.7 percent in 1991. The Government still considers poverty alleviation as a major agenda on the policy and development issues of the country.

Literacy rate : Literacy rate (7+ years age) improved to 75.2 percent in 2022 from 52.5 percent in 2006.

Maternal mortality rate: In 2006, the number of death in terms of maternal mortality was 3.37 per thousand live births, which was reduced to 1.69 per thousand live births in 2018;

Infant mortality rate : Infant mortality rate came down to 21 per thousand live births in 2022 from 48 per thousand live births in 2006.

Women empowerment: Female participation in labor force increased to 36.3 percent in FY17 from 29.2 percent in FY06. Women empowerment has significantly contributed to poverty reduction.

Population growth rate : Population growth rate came down to 1.37 percent in 2022 from 1.49 percent in 2006.

Social Safety Net Programs : Social Safety Net Programs have been expanded significantly over the years. In FY20, BDT 743.67 billion has been allocated for social safety net programs.

Digital Bangladesh: The Government promised to transform the country into a digital one in 2009 and significant development occurred in the expansion of the information technology sector. As of July 2019, the number of mobile phone subscribers and internet users in the country stood at 161.8 million and 96.2 million respectively. Tele density increased to 93 percent. It is to be noted that the number of mobile phone users in 2006 was only 19.1 million and that of internet users was 1.45 million. Bangladesh launched it's first satellite Bangabandhu Satellite -1 into the space in 2018.

Graduation from LDC : Bangladesh is also a remarkable story of poverty reduction and development. From being one of the poorest nations at birth in 1971, Bangladesh reached lower-middle income status in 2015. It is on track to graduate from the UN's Least Developed Countries (LDC) list in 2026.

SDG headway: Bangladesh was an active participant in formulating the 2030 Global Development Agenda (SDGs). Since the declaration of SDGs, Bangladesh has embraced the SDGs through inclusion of the 17 Global Goals into its National Development Plan 2100 and the Perspective Plan 2041.

According to Economic Review 2022 some important economic data are presented in below-

Population growth rate	1.37%
Child death rate (Per thousand)	21
Expected life expectancy (average)	72.8 years
Literacy rate	75.2%
Poverty rate	20.5%
Extreme poverty rate	10.5%
GDP growth rate	7.25%
Per capita GDP	2723 (US dollar)
Per capita income	2824 (US dollar)
Export income	32071 (Billion US dollar)
Inflation rate	5.83%
Foreign reserve (September 2022)	36.476 (Billion US dollar)
Electricity coverage	100%

From the above data we can say that economic propsects of Bangladesh is very high. Bangladesh population growth rate is not so high, literacy rate is very high, poverty rate is not so high with comparing with our neighbour countries, per capita GDP and per capita income is very high, GDP growth rate is positive, export income is increasing every year and electricity coverage is 100% that is so good.

At last we can say that Bangladesh is successful in rural development activities and reducing poverty rate. Day by day Bangladesh govt. taking new new projects for rural development and reducing its poverty rate.

7. **Not consumers, manufactures are mainly responsible for environmental pollution. (30)**

Answer : Both consumers and manufacturers have a role to play in environmental pollution, and it is difficult to assign greater responsibility to one over the other. Manufacturers are responsible for creating products and packaging that have a significant impact on the environment, both during their production and when they are eventually disposed of.

Manufacturing processes can result in air and water pollution, and the materials used to create products can have negative impacts on the environment. Additionally, manufacturers can contribute to greenhouse gas emissions and climate change through their use of energy and transportation.

On the other hand, consumers are responsible for the choices they make when purchasing and using products. Consumer choices can influence manufacturers to produce more sustainable products and reduce environmental impact. For example, if consumers consistently choose to purchase products made from recycled materials or products that have minimal packaging, manufacturers are more likely to produce such products to meet the demand. Consumers can also reduce their own environmental impact by reducing waste, conserving energy, and choosing sustainable products.

It is true that manufacturers play a significant role in environmental pollution. The production and manufacturing of goods can lead to various forms of pollution, such as air and water pollution, greenhouse gas emissions, and waste generation.

Manufacturing processes can release harmful chemicals and gases into the environment, which can contribute to the depletion of the ozone layer, climate change, and other environmental problems. Additionally, the disposal of waste products and byproducts from manufacturing can also lead to pollution and environmental degradation.

However, it is important to note that consumers also play a role in environmental pollution. Consumer demand drives the production of goods and the consumption of resources, which can lead to increased pollution and environmental impact. Therefore, both manufacturers and consumers have a shared responsibility to reduce environmental pollution and protect the environment.

While manufacturers do have a significant role in environmental pollution, it is important to recognize that consumers also have a significant impact on the environment through their purchasing decisions and daily habits.

Manufacturers may produce products that are harmful to the environment, but they do so in response to consumer demand. If consumers were to demand environmentally friendly products and manufacturing processes, manufacturers would have an incentive to produce them. Additionally, consumers have the power to reduce waste by practicing habits such as recycling, reducing energy consumption, and minimizing the use of disposable products.

Furthermore, consumers have the power to hold manufacturers accountable for their environmental impact through their purchasing decisions. By choosing to buy from environmentally responsible companies and avoiding products with a high environmental impact, consumers can encourage manufacturers to adopt more sustainable practices.

In conclusion, while manufacturers do play a significant role in environmental pollution, consumers also have a significant impact on the environment through their purchasing decisions and daily habits. Both manufacturers and consumers have a shared responsibility to reduce environmental pollution and protect the environment.

Bangladesh Bank
Officer (General) : 2022
Exam Held on : 23.12.2022

1. Read the passage and answer the questions (i-iv) [5×4= 20]

War and conflicts in their various forms and manifestations remain pervasive around the world. As history has repeatedly shown, war and conflicts impose immeasurable human stuffing and large economic and social costs. the less of human life, destruction of infrastructure, human capital and institution, political instability; and greater uncertainty associated with conflicts can impede investment and economic growth not only during the war but also afterward, making it difficult to escape. In addition, Conflicts tend to complicate public finance, lowering revenue by destroying part of the tax base while raising military expenditure. Fiscal deficits and public debt rise as a result and resources shifts away from social and devilment spending, which further accentuates the consequences. At the regional level, war and conflicts pose an additional challenge because of their potential spillover effects. War can spread to the neighboring countries-a direct spillover effect. They can also have indirect spillover effects by depressing economic activity due to increased uncertainty in production or trade disruption or by creating social strains due to a large influx of refugees in nearby countries.

Important vocabulary : Conflicts- দ্বন্দ্ব, manifestations - প্রকাশ, pervasive - ব্যাপক, repeatedly - পুনঃপুনঃ, immeasurable - অপরিমেয়, infrastructure - অবকাঠামো, uncertainty - অনিশ্চয়তা, afterward - পরে, complicate - জটিল, raising - উত্থাপন, devilment - শয়তান, accentuates - উচ্চারণ করে, consequences -পরিণতি, depressing - হতাশাজনক, disruption - ভাঙ্গন, refugees - উদ্বাস্তু

Summary of the passage: যুদ্ধ এবং সংঘাতের ফলে প্রচুর মানুষের ক্ষতি হয় এবং বিশাল অর্থনৈতিক ও সামাজিক খরচ হয়। মানুষের জীবনহানি, অবকাঠামো ধ্বংস, মানব পুঁজি ও প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা; এবং দ্বন্দ্বের সাথে যুক্ত বৃহত্তর অনিশ্চয়তা বিনিয়োগ এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্থ করতে পারে শুধু যুদ্ধের সময়ই নয়, পরবর্তীতেও পালানো কঠিন করে তোলে। ফলস্বরূপ, রাজস্ব ঘাটতি এবং সরকারী ঋণ বৃদ্ধি পায়, এবং সম্পদগুলি সামাজিক এবং ফিয়াট ব্যয় থেকে দূরে সরানো হয়, যা পরিণতিগুলিকে আরও বাড়িয়ে তোলে। যুদ্ধ প্রতিবেশী দেশগুলিতে ছড়িয়ে পড়তে পারে। উৎপাদনে বর্ধিত অনিশ্চয়তা বা বাণিজ্য বিঘ্নিত হলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা আরও খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

i. What are the outcomes of war and conflits?

Answer : Effects of war also include mass destruction of cities and have long lasting effects on a country's economy. Armed conflict has important indirect negative consequences on infrastructure, public health provision, and social order. These indirect consequences are often overlooked and unappreciated.

ii. How war complicates public finances?

Answer : Public finance is the management of a country's revenue, expenditures, and debt load through various government and quasi-government institutions. Public finance is worked for tax collection, budget, expedeture, debt, national GDP. Conflicts tend to complicate public finance, lowering revenue by destroying part of the tax base while raising military expenditure.

iii. How a neighboring country might be affected by war?

Answer : When the war is occurred that makes the country faces some problem that is created bad impact of the neighbors countries. Export and import are important from one country to another that is not doing easily. For that cause the economic situation hampers badly.

iv. What is your key lesson from the texts?

Answer : War and conflicts are too bad to economy. It is not only created problems but also make a country disaster with financial and economic condition whenever the country face the lack of Finance and demand that is not fulfill of a country.

2. Solve the following problems (i-v) [6×5= 30]

i. A labor is paid tk. 100 per hour for working 8-hour in a day as regularly pay. His payment 1½ times than the rate of regular pay in excess of 8 hours as overtime. If the laborer received total tk. 1000 for a single day's work, how long did he work on that day?

অনুবাদ :একজন শ্রমিক দৈনিক ৮ ঘণ্টা কাজ করার জন্য প্রতি ঘণ্টায় ১০০ টাকা করে পায়। সে ৮ ঘণ্টার অতিরিক্ত কাজ করার জন্য রেগুলার মজুরির থেকে দেড়গুণ হারে মজুরি পায়। শ্রমিকটি যদি একদিনে ১০০০ টাকা পায়, তাহলে সে একদিনে কত সময় কাজ করেছে?

Solution:

We are told that the labor is paid tk. 100 per hour for the first 8 hours in day as regularly pay.

Total payment = 100 × 8 = tk. 800

As he is paid 1½ the rate for the next few hours, he will get paid for Overtime = 1½ ×100 = tk 150

Extra Payment he will get = (1000 – 800) = tk. 200

So, Time Needed = $200 \div 150 = \frac{4}{3}$ hours or 1 hours 20 min

The total time required = 8 hours + 1 hour 20 min = 9 hours 20 min (Answer).

Alternative method,

Total wages = 100×8= 800 tk

Overtime rate = $100\times\frac{3}{2}$= 150 tk

Remaining wages = (1000–800) tk = 200 tk

Overtime = $\frac{200}{150} = \frac{4}{3}$ hours = 1 hours 20 minute

Required time = 8 hours +1 hour 20 minute= 9 hours 20 minute (Answer)

ii. In an certain office, 1/3rd of workers are women, ½ of the women are married and 1/3rd of the married women have children. If 3/4th of the men are married and 2/3rd of the married men have children, what part of the workers are without children?

অনুবাদ : একটি অফিসে কর্মীদের $\frac{১}{৩}$ অংশ নারী এবং নারী কর্মীর $\frac{১}{২}$ অংশ বিবাহিত আর $\frac{১}{৩}$ অংশ বিবাহিত নারীর সন্তান রয়েছে। যদি $\frac{৩}{৪}$ অংশ পুরুষ কর্মী বিবাহিত হয় এবং $\frac{২}{৩}$ অংশ বিবাহিত পুরুষ কর্মীর সন্তান থাকে তবে কত অংশ কর্মীর সন্তান ছিল না?

Solution:

Let, the number of workers in the office is x

Women workers = x of $\frac{1}{3} = \frac{x}{3}$

Women + Married = $\frac{1}{2}$ of $\frac{x}{3} = \frac{x}{6}$

Women+Married+Children = $\frac{x}{6}$ of $\frac{1}{3} = \frac{x}{18}$

From question,

Male = $x - \frac{x}{3} = \frac{2x}{3}$

Male +Married = $\frac{2x}{3}$ of $\frac{3}{4} = \frac{x}{2}$

Male + Married + Children = $\frac{x}{2}$ of $\frac{2}{3} = \frac{x}{3}$

Total workers with children = $\frac{x}{3} + \frac{x}{18} = \frac{7x}{18}$

Total workers without children = $x - \frac{7x}{18} = \frac{11x}{18}$

Required workers with no children = $\frac{11x/18}{\text{Total worker}} = \frac{11x}{18} \times \frac{1}{x} = \frac{11}{18}$ (Answer)

iii. 200 Children came a park with bicycle and tricycle. All older children used bicycles and all younger children used tricycles for coming to the park. As such there were 480 wheels altogether that rode into the park. Find the number of older children and younger children?

অনুবাদ : ২০০ জন শিশু bicycle এবং tricycle নিয়ে পার্কে আসলো। পার্কে আসার জন্য সকল বয়স্ক শিশুরা bicycle এবং সকল যুবক শিশুরা tricycle ব্যবহার করে। পার্কে সর্বোমোট ৪৮০টি চাকা ঘুরে। তাহলে বয়স্ক শিশু এবং যুবক শিশুর সংখ্যা কত?

Solution:

Let, the number of older used bicycles be x. Then number of younger used tricycle (200–x)

So total number of wheels = 2x + 3(200– x)

ATQ,

2x + 3(200 – x) = 480

Or, 2x + 600–3x = 480

Or, x = 120

So, number of older children used tricycles = 120

and younger children used tricycle = 200 – 120 = 80. (Answer)

iv. Mr. A deposit a certain amount of money for a fixed period of time. On maturity, he received a total of tk. 60,000 and the ratio of interest and investment was 3:6. If the interest rate was 6.25% (simple). Calculate the time period for which the money was invested?

অনুবাদ : মি. A কিছু টাকা একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিনিয়োগ করলেন। নির্দিষ্ট সময় শেষে তিনি মোট ৬০,০০০ টাকা পেলেন এবং তার সুদ ও বিনিয়োগের অনুপাত ৩:৬। সুদের হার ৬.২৫% হলে তিনি কত সময়ের জন্য বিনিয়োগ করেছিলেন?

Solution:

The sum of the interest and investment = (3+6) = 9 unit

3 Unit interest tk. will be = $60{,}000 \times \frac{3}{9}$ = tk. 20,000

6 Unit investment tk. will be = (60,000–20,000) = tk. 40,000

The total time period for the money = $\frac{20000\times100\times100}{40000\times625}$ = 8 years (Answer)

Alternative method,

Here, Total amount = 60000 tk

Principal amount = $\frac{60000\times6}{9}$ = 40000 tk

Interest amount = 60000–40000= 20000 tk

Now, required time = $\frac{20000\times100\times100}{40000\times625}$ = 8 years (answer)

সময়= $\frac{\text{সুদের পরিমাণ}\times১০০}{\text{আসল}\times\text{সুদের হার}}$

v. The length and width of a garden 60 meter and 20 meter respectively. Inside the garden there is a 5 meter wide path around it. What is the area of the path in square in meter?

অনুবাদ : একটি বাগানের দৈর্ঘ্য ৬০ মিটার এবং প্রস্থ ২০ মিটার। বাগানের ভেতরের চারদিকে ৫ মিটার প্রস্থ বিশিষ্ট একটি রাস্তা আছে। তাহলে রাস্তার ক্ষেত্রফল কত?

Solution:

Given, Area of the rectangular garden = 20 × 60 = 1200 sq. m.

New length without path = 60 – (2×5) = 50 m.

New width without path = 20 – (2×5) = 10 m.

So, The area of garden without path = (50 × 10) = 500 sq. m.

∴ Area of the path = (1200 – 500) = 700 sq. m. (Answer).

3. Answer the following questions (i-xv) [2×15= 30]

i. Professional success depends on combination of IQ and EQ. What is the full form of IQ and EQ.

Ans:

IQ : Intelligence quotient	EQ : Emotional Quotient.

ii. Football world cup final took place on December 18, 2022. Name of the Stadium where the final match played? Who is the Golden Boot winner of the world World Cup 2022?

Ans: Final match was played Lusail Iconic Stadium, Qatar and Golden boot winner is Kylian Mbappe

iii. **Greenhouse gas are responsible for Global Warming. Name ay two main Greenhouse Gas?**

Ans: Name of the two main greenhouse gases are- Carbon Dioxide (CO_2) and Methane (CH_4).

iv. **Jute is known as a "Golden Fiber". What are the top two producer of jute in the Globe?**

Ans: Top two producers of jute in the globe are- India & Bangladesh.

v. **Mujibnagar Government was established following the declaration of independence of Bangladesh on 10 April, 1971. Who were the Prime Minister & Finance Minister of the Mujibnagar Government?**

Ans:

Mujibnagar Government-	Prime Minister : Tajuddin Ahmed	Finance Minister : Muhammad Mansur Ali.

vi. **The United Nations serves as a global Forum. In which year United Nations was founded? Who is the current Secretary General of United Nations?**

Ans: The United Nations was founded in 24 october, 1945. The current Secretary General of UN is Antonio Guterres (Portugal).

vii. **RMG is the main export item of Bangladesh. Which country is the main destination of Bangladesh's RMG? Which country is the closest competitors to Bangladesh RMG?**

Ans: The United States of America is the largest export destination for Bangladesh. Vietnam is the closest competitors of Bangladesh RMG.

viii. **Microfinance & Insurance sectors are regulated by two separated regulatory agencies. What are the regulatory agencies of Microfinance & Insurance Companies in Bangladesh?**

Ans:

Microcredit Regulatory Authority (MRA) is the regulator of Microfinance.
Insurance Development and Regulatry Authority of Bangladesh (IDRA) is the regulator of insurance companies in Bangladesh

ix. **Father of Nations Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman returned independent Bangladesh after capitivity in a Pakistani Jail. What is the Historic homecoming day of Bangabandhu?**

Ans: The historic home coming day of Bangabandhu was 10 January, 1972.

x. **Kazi Nazrul Isalm wrote "Tirtha Pothik" as a eulogy to Rabindranath. He also wrote a poem a after Rabindranath death. What is the name of the poem?**

Ans: Rabi Hara.

xi. **Rabindranath Tagore was awarded Noble Prize in Literature. What is the name of collection of poetry for which he was awarded the Nobel and in which year?**

Ans: Gitanjali is Rabindranath Tagore's best-known collection of poetry in Songs Offering, for which he was awarded the Novel Prize in Literature in 1913.

- **প্রবাসী শ্রমিক:** প্রবাসী বাংলাদেশের মধ্যে বিভিন্ন সরকারি বিনিয়োগ সুবিধা বিষয়ক তথ্য প্রচার, বৈধ পথে রেমিটেন্স প্রেরণ এবং অনিবাসীদের জন্য সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক কার্যক্রম বিষয়ে অনিবাসী বাংলাদেশিদের অবহিত করার পাশাপাশি তাদের অভিযোগ, জিজ্ঞাসা এবং ফিডব্যাক প্রদান করতে একটি প্রগতিশীল, ইন্টারক্টেভ ও অনলাইন ডাটাবেজ সংরক্ষণের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক রেমিটেন্স প্রেরণকারী প্রবাসী বাংলাদেশিদের তথ্য এই তথ্যভান্ডারের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে এবং এর মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে তারা যোগাযোগ রক্ষা করতে পারে।
- **রেমিটেন্স অ্যাওয়ার্ড:** দেশের অর্থনীতিতে প্রবাসী বাংলাদেশিদের অবদানের স্বীকৃত স্বরূপ এবং বৈধ পথে প্রবাসী আয় প্রেরণ উৎসাহিত করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক রেমিটেন্স অ্যাওয়ার্ড পদ্ধতি প্রবর্তন করেছে।

পরিশেষে বলা যায়, অর্থনৈতিক ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তির মধ্যে গভীর আন্ত:সম্পর্ক রয়েছে। আর্থিক অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমেই অর্থনৈতিক উন্নতি সাধিত হয় এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের আওতা বৃদ্ধি পায়। আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বিষয়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য গুণগত আর্থিক সেবার প্রবেশগম্যতা বৃদ্ধিতে বিশ্বের নীতিনির্ধারকদের ক্ষমতায়নে বিশ্বব্যাপী একটি নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্যে নিয়ে গঠিত হয়েছে 'অ্যালায়েন্স ফর ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন' (এএফআই)। বর্তমানে বিশ্বের ১০০টিরও বেশি দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও আর্থিক খাতের নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান এ সংস্থার সদস্য। ২০০৯ সাল থেকে বাংলাদেশ এ প্রতিষ্ঠানের মূখ্য সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে।

6. Focus writing in English [35]

Bangladesh's journey of Rural Development and poverty reduction.

Bangladesh's Journey of Rural Development and poverty reduction

Bangladesh is a relatively young country, having gained independence a little over 50 years ago. Despite its youth, however, the country has made exceptional strides in reducing poverty and boosting shared prosperity over the last five decades.

Rural Development: Rural development is a growth strategy for a particular target population-the rural poor. It involves extending of benefits of development to these whose future lies in the pursuit of livelihood in rural areas. These include small farmers, landless and women.

Indicators of Rural Development

i. Changes in agricultural productivity.
ii. Changes in rural employment, unemployment and underemployment.
iii. Changes in income of different income groups.
iv. Changes in the distribution of power, influence and participation in decision changes in the degree of mobility, in the allocation of position and removal of barriers to access publicfacilities.
v. Changes in literacy, schooling, literacy rate and life expectancy.
vi. Changes in values, believes and attitudes of members of state agencies as well as the rural population making.

Poverty Situation in Bangladesh : Poverty alleviation is considered to be one of the most important indicators of the socioeconomic development of a state and society. Bangladesh has achieved remarkable development in poverty alleviation during the last few decades. According to the economic review 2022 present poverty rate is 20.5 percent and extreme poverty rate is 10.5 percent whereas it was 56.7 percent in 1991. The Government still considers poverty alleviation as a major agenda on the policy and development issues of the country.

Bangladesh government initiatives for rural development and poverty reduction

- **Women and Children Affairs :** The government is trying hard to integrate the women folk of the country into the mainstream of the development process. The National Women's Development Policy announced by the present government aims at improving the lot of the neglected womenfolk of the country,

- **Youth Development :** The major programs of the government for youth development include:- rural youth development, skill development training, sell-employment program and community development program.
- **Policies and Programs Encouraging and Supporting Women Entrepreneurship** : In all Development Plans, from the First to the Fifth Five Year Plan, development of women in all spheres of our national life and rural life has been given priority.
- **Education for All: National Plan of Action II** (2003 – 2015): Educational Planning for Human and Human Resources Development- The productivity approach and GNP, as measures of development, are considered to have led more to poverty, inequality, injustice, corruption, and adverse law and order situation instead of improving women's condition overall in rural areas.
- **Credit Policy and industrial development**: Credit plays a central role in industrial development. But there are various formalities and complicated procedures, which in most cases make credit a relatively inaccessible commodity. Bangladesh govt make it easier.
- **The National Health Policy :** The National Health Policy as adopted by the Ministry of Health in 2004 envisaged creation of awareness among people about health.
- **The National Agriculture Policy :** The National Agriculture Policy of 1999 consists of three policies, namely (1) National Agricultural Policy (NAP), (2) National Seed Policy, and (3) National Integrated Pest Management Policy (NIPMP). The agricultural policy maintained that in the socio-economic context of Bangladesh women's involvement in agriculture is very important.
- **The National Food Policy :** The National Food Policy 2006; the corporate plan of the Ministry of Food and Disaster Management of 2005-09 developed a Food Policy in the light of Poverty Reduction Strategy (PRS). The National Food Policy aims to ensure adequate and stable supply of safe and nutritious food.
- **The Climate Change Action Plan :** The Climate Change Action Plan is a 10-year programme (2009-2018) to build the capacity and resilience of the country to meet challenges of climate change.

Achievement of Bangladesh by reducing poverty and development of rural activities : Bangladesh is also a remarkable story of poverty reduction and development. From being one of the poorest nations at birth in 1971, Bangladesh reached lower-middle income status in 2015. It is on track to graduate from the UN's Least Developed Countries (LDC) list in 2026. Poverty declined from 43.5 percent in 1991 to 14.3 percent in 2016, based on the international poverty line of $1.90 a day (using 2011 Purchasing Power Parity exchange rate). Moreover, human development outcomes improved along many dimensions.

According to Economic Review 2022 some important economic data are presented in below-

Population growth rate	1.37%
Child death rate (Per thousand)	21
Expected life expectancy (average)	72.8 years
Literacy rate	75.2%
Poverty rate	20.5%
Extreme poverty rate	10.5%
GDP growth rate	7.25%
Per capita GDP	2723 (US dollar)
Per capita income	2824 (US dollar)
Export income	32071 (Billion US dollar)
Inflation rate	5.83%
Foreign reserve (September 2022)	36.476 (Billion US dollar)
Electricity coverage	100%

From the above data we can say that economic propsects of Bangladesh is very high. Bangladesh population growth rate is not so high, literacy rate is very high, poverty rate is not so high with comparing with our neighbour countries, per capita GDP and per capita income is very high, GDP growth rate is positive, export income is increasing every year and electricity coverage is 100% that is so good.

At last we can say that Bangladesh is successful in rural development activities and reducing poverty rate. Day by day Bangladesh govt. taking new new projects for rural development and reducing its poverty rate.

7. Argument writing in English [30]

Social Media has enhanced Human Communnication and Trust

Social Media has enhanced Human Communnication and Trust

Social media is a powerful communications medium, with widespread influence over cities as well as remote areas. However, it is only part of the digital revolution that we are witnessing. Digital transformation has not only influenced businesses and made the world more accessible, but it has also changed the way we communicate.

According to Oberlo, as of 2022, there are 3.2 billion social media users all around the world, which is about 42% of the Earth's population. In addition, there are roughly 4.5 billion internet uses across the world today. These statistics are proof of the growing dominance of digital media in our daily lives.

How has social media emerged as a powerful communications medium?

Social media has taken over the business sphere, the advertising sphere and additionally, the education sector. It has had a long-lasting impact on the way people communicate and has now become an integral part of their lives. For instance, WhatsApp has redefined the culture of IMs (instant messaging) and taken it to a whole new level. Today, you can text anyone across the globe as long as you have an internet connection. This transformation has not only been brought about by WhatsApp but also Facebook, Twitter, LinkedIn and Instagram.

Online communication has brought information to people and audiences that previously could not be reached. It has increased awareness among people about what is happening in other parts of the world. A perfect example of the social media's reach can be seen in the way the story about the Amazon Rainforest fire spread. It started with a single post and was soon present on everyone's newsfeed across different social media platforms.

How has social media influenced the way we communicate?

Essential business strategy: Everything is just a click away and includes everything from news to buying your groceries. The ease of access that social media provides has taken over the traditional methods of shopping, reading news and even studying. Education too has incorporated forums and social media chat rooms to increase interactivity among students, conduct webinars and promote events and courses. Social media is a crucial section of digital marketing, helping businesses go beyond demographic and geographic boundaries.

Online payments: While there was a time when online payments just meant online banking services, the dynamics have changed today. Social networking platforms like WhatsApp are incorporating options (WhatsApp Payments) within the application that allows you to transfer money to other people with minimal effort. The only challenge that these new payment systems presents is the maintenance of security standards. While this is a convenient way to digitally send money, the security standards must be regulated to ensure customers are stepping into a safe zone.

Online healthcare: Social media has changed the way healthcare services are carried out. Rather than physically visiting a doctor for your ailments, you can now speak to a virtual doctor who will suggest medications based on your symptoms. Some doctors even consult with patients over Skype calls to better understand their ailments.

Increased civic awareness: Social media has changed how we are governed by making the process more transparent. Many leaders across the world have taken to social media to voice their opinions and priority issues, giving people a better understanding of the government they have elected. It has also limited the influence of political stakeholders over what information should reach people. Before social media's entry into the digital era, traditional media and the government were the only sources of information. However, this has now changed for the better.

Disaster management: Global warming has affected our planet to the extent that natural calamities make headlines every other day. In the face of this, social media has become a saviour, enabling relief funds, information and support can be sent and accessed more easily.

Social justice: Social media has brought people face-to-face with humanitarian issues. Many social work organizations such as animal welfare and fundraising organizations are also taking to social media to create awareness about the issues of society. It brings together activists, allows people to raise their voice against injustice (for example, the #metoo movement) and helps people come together for social causes.

Dark side of social Media : In addition to the positive influences of social media, users may encounter undesirable effects. Users may experience dejection, cyberbullying, and social anxiety. They may become addicted to social media, while others may be victims of blackmailing or peer pressure.

Social media's influence has given rise to a different genre of communication, where conversations are quick and information is easily relayed. Due to its widespread impact, employers are seeking professionals who are well-versed in social media platforms to take on important roles within an organization. In fact, social media as a business function is growing rapidly and presents a number of employment opportunities.

Bangladesh Bank
Assistant Director (General) : 2022
Exam Held on : 18.11.2022

01. Read the passage and answer the question (i–vi) **(5×6=30)**

The green movement is getting recognition which is a diverse scientific, social conservation and political movement for addressing the concerns of environmentalism. The drive is catching on in many pockets of the world. Today's buzzwords, which include global warming and zero emissions, are causing everyday people to look for ways to reduce their carbon foot point. Carbon footprint and Environmental issues are effects of human activity on the biophysical environment most often of which are harmful effects that cause environmental degradation.

Building an environment-friendly home is a good investment for those who are concerned about their own health and the well-being of our planet. Based on this trend, entire villages or localities, known as eco-communities or eco-villages are being designed with green initiatives in mind. Several of these eco-villages are small, self-sufficient communities that have from and for their natural surroundings. Most eco-villages are built in rural areas where their inhabitants build societies based on cooperation, self-sufficiency, renewable energies and ecological materials. The growing number of such eco communities attempt to become the zero-emission neighborhood to save our mother nature.

Most of the eco-villages are traditional or intentional communities to become more socially culturally, economically, and / or ecologically sustainable. Alongside residential facilities eco-communities have officers, and retail space with a variety of environmental features, some of which are unprecedented. The planners and builders of these villages have the environment in mind with every choice they make. They ensure proper ventilation and guarantee reendows clean air indoors. Interior and exterior building materials, such as paints and wood are natural and non-toxic. One of these is bamboo which is used because it's very durable and can be grown without the use of dangerous pesticides.

Energy efficiency and energy saving are among the top priorities in eco-communities. Not only do energy-efficient appliances and light fixtures reduce the environmental impact of heating, cooking, and lighting, they also save residents money. Minimizing energy commotions is the effect of sustainable design technic among many others like designing building with sole access and natural ventilation, using climate-responsive design materials, and effective insulation.

Eco-communities also take the future into-account by recycling waste and reducing carbon emissions. Wastewater is treated and reused on-side for flushing toilets, and a biou-ness gas plant converts waste wood into a renewable form of gas for hot water systems, stoves, and gas heaters. The community also reduces carbon emissions by using local suppliers for all their transport and maintenance needs, and residents are encouraged to use a mini transit system and joint the community's vehicle share program. These initiatives are exemplary to deduce carbon footprints and create a model for sustainable living in the future. However, it is not always essay to create such a village or community. Perhaps the biggest challenge faced by anyone attempting to create an Eco village is that it requires changes in so many different areas of life. All too often attempt to, or feel forced to, work on all aspects of these changes simultaneously

Important vocabulary : Recognition- স্বীকৃতি, Conservation- সংরক্ষণ, Environmentalism- পরিবেশবাদ, Emission- নির্গমন, Footprint- পদাঙ্ক, Degradation- অধঃপতন, Concerned- উদ্বিগ্ন, Initiatives- উদ্যোগ, Inhabitants- বাসিন্দারা, Cooperation- সহযোগিতা, Renewable- নবায়নযোগ্য, Community- সম্প্রদায়, Alongside- পাশাপাশি, Residential- আবাসিক, Unprecedented- অভূতপূর্ব, Ventilation- অবাধ বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা, Guarantee- নিশ্চয়তা, Exterior- বাহ্যিক, Pesticides- কীটনাশক, Sustainable- টেকসই, Designing- রূপক আকৃতি দেওয়া, Wastewater- কচুরিপানা, Encouraged- উৎসাহিত করা, Simultaneously- একই সাথে

Summary of Passage : সবুজ আন্দোলন স্বীকৃতি পাচ্ছে যা পরিবেশবাদের উদ্বেগের সমাধানের জন্য বৈজ্ঞানিক, সামাজিক সংরক্ষণ এবং রাজনৈতিক আন্দোলন। কার্বন পদচিহ্ন এবং পরিবেশগত সমস্যাগুলি বায়োফিজিক্যাল পরিবেশের উপর মানুষের কার্যকলাপের প্রভাব যার মধ্যে বেশিরভাগই ক্ষতিকারক প্রভাব যা পরিবেশের অবক্ষয় ঘটায়। এই প্রবণতার উপর ভিত্তি করে, ইকো-কমিউনিটি বা ইকো-ভিলেজ নামে পরিচিত সমগ্র গ্রাম বা এলাকাগুলিকে সবুজ উদ্যোগের কথা মাথায় রেখে ডিজাইন করা হচ্ছে। বেশিরভাগ ইকো-ভিলেজ ঐতিহ্যগত বা ইচ্ছাকৃত সম্প্রদায় যা সামাজিকভাবে সাংস্কৃতিকভাবে, অর্থনৈতিকভাবে, এবং পরিবেশগতভাবে টেকসই হয়ে ওঠে। শক্তির বিড়ম্বনা হ্রাস করা হল টেকসই ডিজাইন টেকনিকের প্রভাব যেমন একমাত্র অ্যাক্সেস এবং প্রাকৃতিক বায়ু চলাচল সহ বিল্ডিং ডিজাইন করা, জলবায়ু -প্রতিক্রিয়াশীল ডিজাইনের উপকরণ ব্যবহার করা এবং কার্যকর নিরোধক। ইকো-সম্প্রদায়গুলিও বর্জ্য পুনর্ব্যবহার করে এবং কার্বন নিঃসরণ কমিয়ে ভবিষ্যতের কথা বিবেচনা করে। বর্জ্য জল শোধন করা হয় এবং টয়লেট ফ্লাশ করার জন্য সাইটে পুনঃব্যবহার করা হয়, এবং একটি বায়ো-নেস গ্যাস প্লান্ট বর্জ্য কাঠকে গরম জলের সিস্টেম, চুলা এবং গ্যাস হিটারের জন্য গ্যাসের নবায়নযোগ্য আকারে রূপান্তর করে। সম্প্রদায়টি তাদের সমস্ত পরিবহন এবং রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনের জন্য স্থানীয় সরবরাহকারীদের ব্যবহার করে কার্বন নির্গমন হ্রাস করে এবং বাসিন্দাদের একটি মিনি ট্রানজিট সিস্টেম ব্যবহার করতে এবং সম্প্রদায়ের যানবাহন ভাগ করার প্রোগ্রামে যোগ দিতে উৎসাহিত করা হয়।

Questions:

i. What are the key intents of creating eco-villages or eco-communities?

Answer : The key intents of creating eco-villages or eco-communities are traditional & international.

Traditional – existing rural villages and communities that decide to design their own pathway into the future, using participatory processes to combine life-sustaining traditional wisdom and positive new innovation.

International – created by people who come together afresh with a shared purpose or vision.

ii. What causes carbon footprint and environmental concerns?

Answer : Our carbon footprint has a negative impact on the environment in multiple ways: It is the main cause of human-induced climate change, it contributes to urban air pollution, it leads to toxic acid rain, it adds to coastal and ocean acidification, and it worsens the melting of glaciers and polar ice.

iii. What actions might contribute to reducing carbon emissions in a community?

Answer : Some action that can be taken to reduce carbon emissions in a community. These are:- Stop buying your water in plastic, Incorporate walking or biking to some of your regular short-trip destinations. Keep the tires on your car properly inflated and get regular tune-ups. Eat more food that is grown or made locally and less red meat. Use the cold water cycle for washing your clothes. Drive efficiently. Use the accelerator lightly, coast to red lights, stay near the speed limit, and park and go inside instead of idling your engine in a drive-thru.

iv. How do eco-village contribute to waste management and energy efficiency?

Answer : The residents of eco-villages reduce energy per capita as organized and improve natural landscape and protect green areas, use public transportation and purchase form local stores

v. What could be the key challenges on the way to creating an eco-community?

Answer : The key to eco-villages, both urban and rural, is that the production and trade of goods are limited to eco-regions. Massive ecological issues exist with the business of transporting food, goods, and services across regions. While every ecovillage is unique, the Global Ecovillage Network categorizes them into two general categories, which can be found in either rural or urban settings: traditionally and internationally.

vi. What is your key lesson from the texts?

Answer : In this passage, the situation of envinornment that is not so good. For that cause the economist suggest some way such as eco-communities or eco-villages that can be solve sob problem. In the recent decade, the world become warmer that results make the world and not to survive any creature in the world if it will happen in the future. We can learn from the topic to renewal the system that can make the world as well we live in well.

02. Solve the following problems (i – v) **(6×5 = 30)**

i. $\dfrac{4^{\sqrt{p}} \times 16^{pq} \times 2^{-2\sqrt{p}}}{8^{\sqrt{q}} \times 4^{pq} \times 2^{-3\sqrt{q}}} \times 4^{-pq} = ?$

Solution: $\dfrac{4^{\sqrt{p}} \times 16^{pq} \times 2^{-2\sqrt{p}}}{8^{\sqrt{q}} \times 4^{pq} \times 2^{-3\sqrt{q}}} \times 4^{-pq}$

$= \dfrac{2^{2\sqrt{p}} \times 2^{4pq} \times 2^{-2\sqrt{p}}}{2^{3\sqrt{q}} \times 2^{2pq} \times 2^{-3\sqrt{q}}} \times 2^{-2pq} = \dfrac{2^0 \times 2^{4pq}}{2^0 \times 2^{2pq}} \times 2^{-2pq}$

$= 2^{4pq-2pq} \times 2^{-2pq} = 2^{2pq} \times 2^{-2pq} = 2^{2pq-2pq} = 2^0 = 1$

ii. **Every year Mr. Kalam saves Tk. 5400 which is 15 percent of his annual income. Mr. Rahim spends Tk. 2800 a month which is 87.5 percent of his monthly income. Who is earning more?**

অনুবাদ : মি. কামাল প্রতি বছর ৫৪০০ টাকা সঞ্চয় করে যা তার বার্ষিক আয়ের ১৫ শতাংশ। মি. রহিম প্রতি মাসে ২৮০০ টাকা ব্যয় করে যা তার মাসিক আয়ের ৮৭.৫ শতাংশের সমান। কে বেশি আয় করে?

Solution:

According to the question,

15% of Kalam's annual income = 5400

So, 100% of Kalam's income = $\dfrac{5400 \times 100}{15}$ = 36000 Tk.

Again, 87.5% of Rahim's monthly income = 2800 Tk.

So, 100% of " " " " = $\dfrac{2800 \times 100}{87.5}$ = 3200 TK.

So, Annual Income of Rahim = 3200 × 12 = 38400 Tk.

So, Rahim incomes is more than Kalam (Answer)

iii. The average weight of A, B and C is 40 kg. Weight of C is 24 kg more than A's weight and 3 kg less than B's weight. What will be the average weight of A, B, C and D, if D weights 15 kg less than C?

অনুবাদ : A, B এবং C এর গড় ওজন ৪০ কেজি। C এর ওজন A এর ওজন থেকে ২৪ কেজি বেশি এবং B এর ওজন থেকে ৩ কেজি কম। D এর ওজন যদি C থেকে ১৫ কেজি কম হয়, তাহলে A, B, C এবং D এর গড় ওজন কত?

Solution:

Here,

Total Weights of A, B and C = $40 \times 3 = 120$ kg

Let, A's weight = x kg

So, C's weight = $(x + 24)$ kg and B's weight = $(x + 27)$ kg

Now, $x + x + 24 + x + 27 = 120$

$\Rightarrow 3x = 120 - 51 = 69$

$\Rightarrow x = 23$

So, Weights of A = 23kg, B = $23 + 27 = 50$ kg, C = $23 + 24 = 47$, D = $47 - 15 = 32$

So, Required Average = $\frac{23 + 50 + 47 + 32}{4} = 38$ (Answer)

iv. Matin visited his cousin Raju during the summer vacation. In the morning, they both would go for swimming. In the evening, they would play tennis. They would engage in at most one activity per day. There were days when they took rest and stayed home all day long. There were 32 mornings when they did nothing, 18 evenings when they stayed at home, and a total of 28 days when they swam or played tennis. What duration of the summer vacation did Matin stay with Raju?

অনুবাদ : গ্রীষ্মকালীন ছুটিতে মতিন তার চাচাতো/মামাতো ভাই রাজুর বাসায় আগমন করেছিল। সকালে তারা সাঁতার কাটতে যেত। সন্ধ্যায় তারা টেনিস খেলত। প্রতিদিন তারা যে কোন একটি কাজ করতো। কিছু দিন তারা বিশ্রাম নিতো এবং সারা দিন বাসায় থাকতো। ৩২ দিন সকালে তারা কিছুই করেনি, ১৮ দিন সন্ধ্যায় তারা বাসায় ছিল এবং মোট ২৮ দিন তারা সাঁতার কেটেছে বা টেনিস খেলেছে। গ্রীষ্মকালীন ছুটির কত দিন মতিন রাজুর সাথে কাটিয়েছে।

Solution:

Let number of days be n

According to the question,

$(n-32)+(n-18)=28$

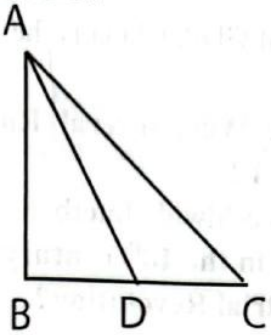
$\Rightarrow 2n = 28+50$

$\Rightarrow 2n = 78$

$\Rightarrow n = 39$

So number of days 39 (Answer)

v. **In the figure below, AB is perpendicular to BC and BD = DC, If AD = $\sqrt{10}$ cm and AC = 4 cm then what is the value of BC?**



Solution:

Let, AB = y

BD=CD=x

From △ABD

$(BD)^2+(AB)^2=(AD)^2$

$\Rightarrow x^2+y^2=(\sqrt{10})^2$

$\Rightarrow x^2+y^2=10$..... (i)

From △ABC

$(BC)^2+(AB)^2=(AC)^2$

$\Rightarrow (2x)^2+y^2=(4)^2$ [BC= BD+DC= x+x= 2x]

$\Rightarrow 4x^2+y^2=16$ ..... (ii)

(ii) – (i)

$4x^2+y^2-x^2-y^2=16-10$

$\Rightarrow 3x^2=6$

$\Rightarrow x^2=2$

$\Rightarrow x=\sqrt{2}$

BC= BD+CD= x+x= $\sqrt{2}+\sqrt{2}=2\sqrt{2}$ (Answer)

03. Answer the following questions (i–xv) **(2×15=30)**

i. **The first Covid-19 patient was identified in China in 2019. What was the City and in which month the first Covid-19 patient was reported?**

Ans: Wuhan City, China and November 17, 2019.

ii. **The Sveriges Rksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Novel 2022 was shared by three economists. Name the former Chair of the Federal Reserve who is one of the recipients. What was their research area?**

Ans: Ben S. Bermanke, former chair of the Federal Reserve, won prize in economics. Their research area was on ''banks and financial crises''.

iii. **Very recently, the takeover of Twitter was completed. Who took over Twitter? Who is one of the founders and was the first CEO of Twitter?**

Ans: Elon Musk took over Twitter. Co-founder and first CEO of Twitter was Jack Dorsey.

iv. **Which is the largest country in the world in terms of GDP? Which country has the world's largest population?**

Ans: USA is the largest country in terms of GDP. China is the world's largest country in terms of population.

v. **In the context of the Russia-Ukraine War, several Russian banks are banned from SWIFT. What is the full form of SWIFT?**

Ans: SWIFT stands for the Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications.

vi. **The First Industrial Revolution began in the 18th century. What was the First Industrial Revolution? What is the Fourth Industrial Revolution?**

Ans:

The First Industrial Revolution began in the 18th century through the use of steam power and mechanisation of production.
The Fourth Industrial Revolution is a way of describing the blurring of boundaries between the physical, digital, and biological worlds. It's a fusion of advances in artificial intelligence (AI), robotics, the Internet of Things (IoT), 3D printing, genetic engineering, quantum computing, and other technologies.

vii. **Which country is the home of the largest area of forest? Name the largest Mangrove Forest of the earth.**

Ans: Russia is the home of the largest area of forest. Sundarbans is the largest mangrove forest of the earth.

viii. **Financial Sector of Bangladesh has multiple regulatory agencies to regulate Banks, Non-bank Financial Institutions, Insurance Companies, and Micro-finance Institutions. Who are the regulatory agencies for the mentioned institutions?**

Ans:

Institutions	Regulator
Banks and Non-bank Financial Institutions	Bangladesh Bank
Insurance companies	IDRA (Insurance Development and Regulatory Authority)
Micro Finance Institutions	MRA (Microcredit Regulatory Authority)

ix. **'The Six Point Movement' was spearheaded by the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. What was the year and in which city Bangabandhu placed the Six Points?**

Ans: On 5–6 February, 1966 and the city was Lahore, Pakistan.

x. **Kazi Nazrul Islam was brought to Bangladesh and titled Bangladesh's National Poet. In which year the poet was brought and what is the death anniversary of the national poet?**

Ans: Kazi Nazrul Islam was brought to Bangladesh on May 24, 1972. The death anniversary of Kazi Nazrul Islam is August 29, 1976.

xi. **Bangladesh's National Anthem 'Amar Sonar Bangla' was penned by Rabindranath Tagore and the melody was adopted from the song 'Ami Kothay Pabo Tare'. In which year the national anthem was written and who was the singer of 'Ami Kothay Pabo Tare'?**

Ans: The national anthem of Bangladesh was written in 1905. Baul poet and singer Gagan Harkara was the singer of 'Ami Kothaiy Pabo Tare'.

xii. **Bangladesh gained independence and Pakistan's Military surrendered on December 16, 1971. What are the countries that recognized Bangladesh's Independence even before December 16, 1971?**

Ans: India and Bhutan (December 6, 1971).

xiii. **Every economy has a Fiscal Policy Authority and a Monetary Policy Authority Name Bangladesh's Fiscal Policy Authority and Monetary Policy Authority.**

Ans:

Policy Name	Responsible Authority
Fiscal Policy	Finance Division, Ministry of Finance
Monetary Policy	Bangladesh Bank

xiv. **Bangladesh clinched their maiden SAFF Women's Championship 2022 title in Nepal by ending the reign of a successive title holder. Which country was the title holder of the last Championship? Who is the proud coach of the Bangladesh team?**

Ans: India was the title holder of the last Championship. Golam Rabbani Choton is the proud coach of Bangladesh Team.

xv. **Which is the largest commercial bank in Bangladesh in terms of branch network? Name the specialized bank in the country that is established to support non-resident Bangladeshi remitters.**

Ans: Sonali Bank is the largest commercial bank in Bangladesh in terms of branch network. Prabashi Kallyan Bank is established to support non-resident Bangladeshi remitters.

4. **Translation [English to Bangla]** **(10)**

Generally, 'Ethics' is conceptualized as a set of principles used to determine what is 'right' when it comes to the conduct of behaviour of an individual, corporate, or society as generally accepted norms. However obviously, the notion of 'generally accepted' norms varies between organizations, countries, and contexts. The ethical behaviour of employees in banks heavily depends upon corporate culture, and a strong ethical culture is considered essential to make banks less prone to misconduct. In the context of banks, the term 'ethics' is conceptualized by trust, efficiency, openness, transparency and accountability, development and community involvement. For ethical banking, the task of the banking system should extend beyond the mere enforcement of a fiduciary relationship between depositors and borrowers to ensure that it is discharged efficiency and honesty and should attempt to ensure that the resources entrusted to their care are used in a just manner.

Translation : সাধারণভাবে 'নৈতিকতা' -কে একটি নীতির সমষ্টি হিসেবে ধারণা করা হয় যা সাধারণত স্বীকৃত নিয়ম হিসেবে কোনো ব্যক্তি, কর্পোরেট বা সমাজের আচার-আচরণের ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক তা নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত হয়। তবে স্পষ্টতই, 'সাধারণত গৃহীত' আদর্শের ধারণা সংস্থা, দেশ এবং প্রসঙ্গের মধ্যে পরিবর্তিত হয়। ব্যাংকগুলি কর্মচারীদের নৈতিক আচরণ কর্পোরেট সংস্কৃতির উপর ব্যাপকভাবে নির্ভর করে এবং একটি শক্তিশালী নৈতিক সংস্কৃতি ব্যাংকগুলিতে অসদাচরণের ঝুঁকি কম করার জন্য অপরিহার্য বলে মনে করা হয়। ব্যাংকের পরিপ্রেক্ষিতে, 'নৈতিকতা' শব্দটি বিশ্বাস, দক্ষতা, উন্মুক্ততা, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা, উন্নয়ন এবং সম্প্রদায়ের সম্পৃক্ততা দ্বারা ধারণা করা হয়। নৈতিক ব্যাংকিংয়ের জন্য, ব্যাংকিং ব্যবস্থার কাজটি আমানতকারী এবং ঋণগ্রহীতাদের মধ্যে একটি বিশ্বস্ত সম্পর্কের প্রয়োগের বাইরেও প্রসারিত হওয়া উচিত যাতে এটি দক্ষতার সাথে এবং সততার সাথে নিষ্কাশন করা হয় এবং তাদের যত্নের জন্য অর্পিত সম্পদগুলি যথাযথভাবে ব্যবহার করা হয় তা নিশ্চিত করার চেষ্টা করা উচিত।

5. Focus Writing in Bangla (35)

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পেক্ষাপটে করোনা প্ররোচিত তথ্য প্রযুক্তির বহুল ব্যবহার এবং সংশ্লিষ্ট সমস্যা ও সম্ভাবনা।

Answer :

কোভিড-১৯ এর ক্ষতিকারক প্রভাব মোকাবেলায় তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগ ও ভূমিকা

বর্তমান যুগকে বলা হয় তথ্য প্রযুক্তির যুগ। বর্তমানে তথ্য পযুক্তির প্রসার ঘটছে খুবই দ্রুত হারে। তথ্য প্রযুক্তির প্রসার আমাদের জীবনকে অনেক সহজ করে তুলেছে। করোনা কালীন সময়ে তথ্য প্রযুক্তির প্রসার ঘটেছে আরো বেশি দ্রুত গতিতে। আমরা তথ্য প্রযুক্তির অনেক সেবা সম্পর্কে পরিচিত ছিলাম না কিন্তু করোনা কালীন সময়ে আমরা তথ্য প্রযুক্তির অনেক সেবা সম্পর্কে জেনেছি এবং এসব সেবার সুবিধাসমূহ গ্রহণ করে উপকৃত হয়েছি। উদাহরণ হিসেবে বলতে পারি, জুম মিটিং অ্যাপ এর কথা। এরকম আরো অনেক সেবাই রয়েছে যার ব্যাপক প্রসার ঘটেছে করোনা কালীন সময়ে। বর্তমানে তথ্য প্রযুক্তির সাহায্যে আমরা সর্বশেষ সংবাদগুলিতে অ্যাক্সেস পেতে পারি, মানুষের সাথে রিয়েল-টাইম, ভিডিও চ্যাটিং, ই-লার্নিং, ই-কমার্স এবং সোশ্যাল নেটওয়ার্কিংয়ের মাধ্যমে কথা বলতে পারি।

করোনা মোকাবেলায় তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার :

বাংলাদেশে ২০২০ সালের শুরুর দিকে করোনা ভাইরাসের আক্রমণ শুরু হয়। এর পর লকডাউন দেওয়া হয়, অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে ছুটি ঘোষণা করা হয়। তারপরও করোনার প্রকোপ না কমার কারণে সরকারকে বিকল্প পথ খুজতে শুরু করতে হয়। এর পরবর্তীতে আইসিটি মন্ত্রণালয় বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করে যাতে অফিস-আদালত বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিকভাবে উপস্থিত না হয়েও সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করা যায়। যা নিম্নে তুলে ধরা হলো-

অনলাইন ক্লাস : করোনাকালীন সময় সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই বন্ধ ছিল। কিন্তু সরকার সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত রাখতে। কোভিড-১৯ আপদকালীন সময়ে শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে সংসদ টিভির মাধ্যমে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, মাদ্রাসা এবং কারিগরি পর্যায়ে ৫৩০টি ক্লাস গ্রহণ করা হয়েছে। এতে ৫০০ জনের বেশি শিক্ষক যুক্ত রয়েছেন। প্রায় ৩ কোটি অধিক নাগরিক অনলাইন ক্লাসগুলোতে যুক্ত হয়েছেন।

অ্যাকসেস টু ইনফরমেশন : করোনা কালীন সময়ে এটুআই (অ্যাকসেস টু ইনফরমেশন) ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। এটুআইয়ের সহায়তায় ৩০টি প্রাইভেট সেক্টর পার্টনারকে যুক্ত করে ২০ হাজারের বেশি কন্টেন্ট তৈরি করা হয়েছে। যাতে ছাত্র-ছাত্রীরা ঘরে বসে শিখতে পরে এবং কর্মসংস্থানমুখী প্রশিক্ষণ নিতে পারে।

মুক্তপাঠ প্ল্যাটফর্ম : স্বাস্থ্য খাতে ৩৩৩ নম্বর যেটি ২০১৮ সালে উদ্বোধন করা হয়, সেখানে ৩৩৩#১ নম্বরের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া শুরু করেন। এখানে প্রায় চার হাজার ডাক্তারকে স্বেচ্ছা শ্রমের ভিত্তিতে সংযুক্ত করা হয়। তাঁদের মুক্তপাঠ প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এই চার হাজার ডাক্তার প্রায় এক কোটি মানুষকে সেবা দিয়েছে।

টোলফ্রি নাম্বার: যারা মানুষের কাছে হাত পাততে লজ্জা পাচ্ছে তাদের জন্য ৩৩৩#১ এই নম্বর থেকে খাদ্য সহায়তা দেওয়া শুরু করেন। এর সঙ্গে যাদের ইন্টারনেট নেই তারা যাতে টোল ফ্রি নম্বরে ফোন করে শিক্ষকদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে সে ব্যবস্থাও করেন তাঁরা। ৩৩৩#৩ নম্বরে এই সেবা চালু করেন। ৩৩৩#৪ নম্বরে ফোন করে ঘরে বসে পণ্য পাচ্ছে লোকজন।

৩৩৩ কলসেন্টার : করোনা কালীন সময়ে কাজ করে অর্থ উপার্জনের সুযোগ তেমন ছিল না। ফলে গরীব মানুষদের কষ্ট অনেক বেড়ে যায়। এই সমস্যা দূর করার জন্য সরকার ৩৩৩ কলসেন্টার চালু করে। যার মাধ্যমে সরকার গরীব অসহায় মানুষদের জন্য ত্রাণের ব্যবস্থা করে।

অনলাইন প্লাটফর্ম : করোনাভাইরাসের মধ্যে জনগণের জন্য অত্যাবশ্যকীয় জরুরি সেবা সহজ করতে বিভিন্ন অনলাইন প্লাটফর্ম চালু করেছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ। corona.gov.bd ওয়েব পোর্টালে ৫৭ লক্ষের অধিক নাগরিক সংযুক্ত রয়েছে।

ক্রাউডসোর্স এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা : করোনা সংক্রান্ত নীতি-কৌশল গ্রহণে ব্যবহার করা হচ্ছে ক্রাউডসোর্স এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। ডিজিটালাইজেশনের পথে বর্তমান সরকারের অগ্রগতির ফলেই এটি সম্ভব হচ্ছে। করোনাকালে দেশের স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, সংযোগ, বিনোদন ও নিত্যপণ্য সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে প্রযুক্তিকে ব্যাপকভাবে কাজে লাগানো হচ্ছে।

সচেতনামূলক প্রোগ্রাম : করোনো কালীন সময়ে সরকার জনগণকে সচেতন করতে বিভিন্ন সচেতনতামূলক প্রোগ্রাম গ্রহণ করে। কোভিড-১৯ বিষয়ক সচেতনতামূলক ৮৫৬টির অধিক কনটেন্ট প্রস্তুত করা হয়েছে এবং এই কনটেন্ট এ ১১.৫ কোটিও অধিক নাগরিককে সংযুক্ত করা হয়েছে।

ডাটা অ্যানালিটিকস প্ল্যাটফর্ম : ডাটা অ্যানালিটিকস প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে কোন এলাকায় কী ট্রেন্ড সেটা সরবরাহ করা হচ্ছে সে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সহায়তা করছে। হাসপাতালে যাওয়ার আগে লাইভ করোনা টেস্ট নামে একটি প্ল্যাটফর্ম চালু করা হয়, যাতে দুই লাখের বেশি মানুষ টেস্ট করেছে।

ক্রাউডফান্ডিং : ক্রাউডফান্ডিংয়ের এর সাহায্যে 'একদেশ' নামে একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা হয়, যেখানে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে শুরু করে বিভিন্ন সামাজিক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনে মানুষ অনুদান দিতে পারছে।

করোনাট্রেসার বিডি: তথ্য প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে করোনাট্রেসার বিডিতে সহজ ডিজিটালাইজেশন করা হয়েছে। মাত্র দুই সপ্তাহেই পাঁচ লাখের বেশি করোনা সংক্রান্ত তথ্য ডাউনলোড হয়েছে। এটা করোনার বিস্তার রোধে প্রযুক্তির একটা বড় সহায়ক হিসেবে কাজ করেছে।

ডিজিটাল ম্যাপ : করোনা নিয়ে একটি ডিজিটাল ম্যাপ তৈরির জন্য সরকার এ উদ্যোগ নেয়। এর সঙ্গে সরকারের এটুআই প্রকল্প ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার (এনটিএমসি), স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং মোবাইল অপারেটরদের সংযুক্ত করা হয়।

স্বাস্থ্য বাতায়নের অ্যাপ : তথ্য প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে স্বাস্থ্য বাতায়ন একটি অ্যাপ তৈরি করা হয়েছে, যেখানে চিকিৎসকেরা স্বপ্রণোদিত নিবন্ধণ করবেন। রোগীরা ওই অ্যাপ ব্যবহার করে পছন্দের চিকিৎসকের কাছ থেকে চিকিৎসা পরামর্শ নিতে পারবেন। কোভিড-১৯ মোকাবেলায় ২৭০০০ টিও অধিক স্বাস্থ্যকর এবং সুরক্ষা সরঞ্জাম সরবরাহ করা হয়েছে।

তথ্য প্রযুক্তির সীমাবদ্ধতা :

- করোনা প্রতিরোধযুদ্ধে বাংলাদেশেও তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার হচ্ছে, তবে তা সীমিত পর্যায়ে। বিগ ডেটা ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ব্যবহার করে বাংলাদেশেও ডিজিটাল ম্যাপিং করা হচ্ছে, তবে মাঠপর্যায়ে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া যাচ্ছে না।
- চীনা প্রযুক্তি কোম্পানি হুয়াওয়ে করোনা আক্রান্তদের চিকিৎসায় এআইভিত্তিক ডায়াগনসিস সেবা বাংলাদেশ সরকারকে দিয়েছে, যদিও ব্যবহার শুরু হয়নি। মোবাইল অপারেটর রবি আজিয়াটা সাধারণ মানুষের জন্য একটি সেবা চালু করতে চেয়েছিল, সেখানে কোনো ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় প্রবেশ বা করোনা আক্রান্ত অথবা উপসর্গধারী কারও কাছে গেলে মুঠোফোনে সতর্কতার বার্তা পাওয়া যেত। অবশ্য সেবাটি এখনো অনুমোদনের অপেক্ষায়।

পরিশেষে, বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশ হলেও সফলভাবে করোনা ভাইরাসের প্রকোপ মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়েছে এবং তার উন্নয়নের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশের এই সফলতার অন্যতম কারণ ছিল দ্রুত গতিতে আধুনিক বিভিন্ন তথ্য প্রযুক্তি সেবা চালু করা এবং জনগণের সহযোগিতা। যদিও বাংলাদেশ তথ্য প্রযুক্তির অনেক সেবা চালু করতে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে, সর্বোপরি করোনা মোকাবিলায় বাংলাদেশকে সফল দেশ হিসেবে গণ্য করা যায়।

6. **Focus Writing in English** **(35)**

Roots of the Current Global Energy and Food Price Rise and their Implications for the Low Income World Population.

Answer :

Causes of Current Global Energy and Food Price Rise and Implication on Poor

The energy and food costs have fluctuated over the last few months - after a steep increase in December 2021, prices have been particularly volatile in 2022. Although they have fallen and risen quite sharply, the overall trend is upwards.

How have gas prices increased in 2022?

Fuel price increases in 2022 are recording breaking. From January to June 2022, the price of regular motor gasoline rose 49% and the price of diesel fuel rose slightly more at 55%.

How have electricity prices increased in 2022?

In the first half of 2022, average household electricity prices in the EU and other countries increased sharply compared with the same period in 2021, from €22.0 per 100 kWh to reach €25.3 per 100 kWh. More recently, wholesale prices for electricity has increased substantially.

How have Food prices increased in 2022?

Food prices have risen 11.4% from August 2021 to August 2022, according to the most recent Consumer Price Index report from the Bureau of Labor Statistics of USA. Nearly every food item is now more expensive. Bread, for example, was 16.2% more expensive in August than a year ago; the price of eggs has increased 39.8%.

How Much Common Food Items Have Increased In Price (Aug. 2021 to Aug. 2022)

Food Item	Year-over-year Price Change
Potatoes	15.2%
Breakfast cereal	16.4%
Coffee	17.6%
Milk	17%
Butter	24.6%
Eggs	39.8%
Meats, poultry and fish	8.8%
Fruits and vegetables	9.4%

Causes of Higher Energy Prices

Russia's invasion of Ukraine : Russia's invasion of Ukraine has had a significant effect on energy prices. Russia is a major player in world energy markets. It is the third biggest supplier of crude oil after Saudi Arabia and the USA, and is the second biggest producer of gas with the largest reserves in the world. The EU, which imports more than 40% of its gas and 29% of its oil from Russia, has reacted by imposing a ban on most Russian oil imports by the end of the year. The US has taken a more stringent approach and has banned Russian oil completely. With less Russian oil and gas on the market, prices have risen sharply.

The Covid-19 pandemic : Demand for energy plummeted in 2020-2021 as the Covid pandemic caused the world to shut down. Supply shrank too, but while demand roared back after restrictions eased, supply still lagged. The price of wholesale gas in Europe rose by more than 300% last year.

Asia's insatiable demand for liquefied natural gas (LNG) : Another major factor driving energy prices up is unusually high demand for liquefied natural gas (LNG), natural gas that has been converted to a liquid to make it easier to transport by sea rather than via pipelines. LNG prices have been rising fast as several Asian countries, including Japan, South Korea and China, have snapped up huge quantities to pivot away from using coal.

Falling European gas production : Gas production in both the UK and the rest of Europe has been falling for several reasons. In the UK, gas production has been affected by planned maintenance delayed from the summer of 2020. Gas production has been in decline in The Netherlands' Groningen field – Europe's largest – and is due to come to a complete end this year, eight years earlier than planned, because of the risk of earthquakes in the region caused by drilling.

Lack of investment in renewable energy : Governments may have talked a good game on green energy projects, but in practice, there has been underinvestment in the sector for years.

Prolonged cold winter : Gas shortages across Europe, caused by a prolonged cold winter between 2020 and 2021, drained natural gas storage.

Nord Stream 1 pipeline : After first limiting its capacity to just 20%, Russia has now completely closed the Nord Stream 1 pipeline, causing a European supply shortage that's pushing up prices.

Nord Stream 2 pipeline : The postponement of the Nord Stream 2 pipeline, which is an $11 billion link across the Baltic Sea with the capacity to send 55 billion cubic metres of gas a year directly from Russia to Europe, bypassing Ukraine. Although the pipeline is complete, Germany stopped it from going live in response to the Russian invasion.

Causes of Higher Food Prices

Short term causes :

In the short-term, many factors affect food prices, making them volatile. These factors include supply and demand, weather, disease outbreaks, war, and natural disasters.

Long term causes :

High Oil Prices : Food gets transported great distances, and high oil prices raise shipping costs. You can expect high gas prices about six weeks after an increase in oil futures. Oil prices also affect farming. Oil byproducts are a significant component of fertilizer.

Climate Change : Climate change creates more extreme weather. Its cause is greenhouse gas emissions that trap heat, causing air temperatures to increase. Hot air absorbs more moisture. It rains less, water from lakes and rivers evaporate, and the land dries up. When it does rain, the water runs off the land instead of getting absorbed into the water table. That creates floods, which in turn can damage crops.

Government Subsidies : U.S. government subsidies for corn production for biofuels take corn out of the food supply, raising prices. The U.S. now uses 37% of its corn crop to make ethanol. That's up from 6% in 2000.

World Trade Organization Limits on Stockpiles : The World Trade Organization (WTO) limits the amount of subsidized corn and wheat that countries can add to global stockpiles. The United States, the European Union, and some developing countries heavily subsidize their agricultural industries. Farmers in those countries receive an unfair trade advantage. The WTO limits stockpiling to lower this edge. But it also reduces the amount of food available in a shortage. That increases food price volatility.

More Meat Eating : People around the world are eating more meat, especially pork, as they become more affluent. It takes more grain to feed the animals needed for meat-based meals than is necessary for grain-based meals. Higher demand for meat means higher grain prices.

The COVID-19 Pandemic : In 2020, the COVID-19 pandemic sent food prices up by 3.3%. Most of this was driven by a 4.4% increase in meat, fish, poultry, and eggs. Dairy products, up 3.8%, were also a substantial contributor to the rise.

Climate Disasters : Food prices rose 1.6% in 2018. Hurricanes caused temporary price spikes in the production of pecans and chickens. In 2019, food prices rose by 1.8%. The U.S. experienced 14 separate billion-dollar disasters including three major floods, eight severe storms, two hurricanes (Dorian and Imelda), and one wildfire event.

Russia-Ukraine war : Russia's invasion of Ukraine is raising food prices across the world. Developing and emerging economies are being hit hardest due to their reliance on the region for fuel and grain imports. Price hikes in these countries could spur further political turbulence and even violence.

Cultivate land shrinking : Cultivable land is rapidly shrinking, and farmers only hold the usufruct right to land ownership.

Agricultural labours decreasing : There are fewer agricultural labourers. The number of workers -- mostly young and middle-aged -- migrating from villages to cities and employed in non-agricultural jobs is estimated at 200 million.

Effects of Rising Energy and Food Prices on poor income countries-

Oil feeds into nearly everything, from food to smartphones. In fact, the price of oil influences as much as 64% of food price movements.

How could energy and food shocks affect the world economy in the near future, and why is a lot riding on the price of oil?

Rising Global Inflation : In 2022, inflation became a global phenomenon—impacting 100% of advanced countries and 87% of emerging markets and developing economies analyzed by the World Bank.

Countries With Inflation Above Target	2019	2020	2021	Apr 2022
Emerging Markets and Developing Economies	20%	20%	55%	87%
Advanced Economies	9%	8%	67%	100%

By contrast, roughly two-thirds of advanced economies and just over half of emerging markets experienced inflation above target in 2021. This has contributed to tighter monetary conditions.

Slower Global Growth : Energy price shocks could add greater headwinds to global growth prospects:

Global Growth Scenarios	2022	2023
Baseline	2.9%	3.0%
Including Fed tightening	2.6%	2.4%
Including Energy price spike	2.2%	1.6%
Including China COVID-19	2.1%	1.5%

Together, price spikes, hawkish monetary policy, and COVID-19 lockdowns in China could negatively impact global growth.

Rising Food Insecurity and Social Unrest : Even before the energy price shock of 2022, global food insecurity was increasing due to COVID-19 and mounting inflationary pressures.

Number of People in Acute Food Insecurity	2020	2021
Sub-Saharan Africa	97M	119M
Middle East and North Africa	30M	32M
South Asia	16M	29M
Latin America and the Caribbean	12M	13M

Sustained food shortages and high food prices could send millions into acute food insecurity. In addition, high fuel and food prices are often correlated with mass protests, political violence, and riots. While Sri Lanka and Peru have already begun to see heightened riots, Turkey and Egypt are also at risk for social unrest as the cost of living accelerates and food insecurity worsens.

Dig into consumer wallets : If oil prices stayed around $120 per barrel for the rest of the year, gasoline would likely average $4.20 compared to an annual average of $3.09 in 2020. We estimate that this would add over $1,000 to the expenses of the average household.

Negatively impact consumer sentiment : Which could impact consumer spending and lead businesses to pull back on hiring and expansion efforts.

Consumption decrease : Food price are increasing everyday but income is constant. As a result poor countries consumer have to reduce their expenses on food and have to buy comparatively low price food than before.

At last we can say that for many reasons at present price of energy and food are increasing everyday and poor countries are the main victims of this price increase. World leading countries and intrenational organization like UN, FAO, IERA, WTO, WB, IMF, etc. should come forward to control these product prices and should take proper steps to solve these problems.

7. **Write both 'for' and 'Against' the Motions of the following Issue in English.** **(30)**

Not parents, rather children should have the right to choose their career.

Introduction : Passing high school is crucial, what to do next – is even more critical. Making a right career choice involves a lot of thinking as you have to analyze various majors and right colleges. Today, most of the students are forced to opt for a career according to the choice of their parents.

Parents are the major influential factor in the career development of a child.

The world is changing, and the dreams of each teen change accordingly. Children should choose their career path and live their dreams. However, the real world experience of parents definitely cannot be put on a back seat. So, who should be the one choosing a career for a child — the child himself, parents or both together?

Parents should choose the career of a child

Desire of parents — Every teen should be more grateful to his or her parents in this world. Parents are the ones who suffer a lot of difficulties and bring up their kids so that they can live a healthy and happier life. Every parent wants to see their children well settled in their life. Thus, they have the right to choose a better career for their kids.

Reduces the pressure on children — Thinking of making a suitable career takes on a serious note mostly during the application times. So, children should leave the choice of their career on their parents and focus on the ongoing exams. They should not be under pressure in anyways.

Maturity — Teens may sometimes land up in taking wrong decisions about their career. Even if parents do not make their career choice, they can at least guide their kids to make a good decision. Parents are the burning candle in the life of a student.

Support — Parents provide immense help to their kids by guiding and choosing them a right career path. No parents would like to spoil their child's future by taking a wrong decision.

Experience — We should always remember that parents are much more experienced than the children. They have seen the world better than their kids, and thus, their decision would be better and correct.

Right Career Choice — Children should choose their career

Right to choose – Every child has the right to choose their career, and they have the right to live their dreams.

Knows himself/herself better – A child can only know his or her interests and abilities better than anyone else. They know their subjects and areas of interest and thus, can decide his or her career path quickly.

Interesting – If children choose a career according to the wishes of their parents, they will have a boring academic life as they would face a lack of interest. College life is the best phase of a student's life. To enjoy this phase and make it more interesting, a child should choose his/her career path.

Facing pressure – If you follow a career path chosen by your parents and which is not of your interest, you will have to meet a lot of challenges and pressure. To avoid such situations, choose a career which interests you the most.

Conclusion : Parents like their kids might also have had some dream in their teenage. Most of the parents fail to achieve their goals due to family or financial issues. In such cases, parents may force their kids to adopt their dreams. They try to see themselves in their kids.

Admission time is a crucial period in the life of most of the students. It is always better that parents and children should decide together on the career they would pursue. Teens can get the information about the latest trends while the parents can get their practical experience to the table to make a decision.